শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ

এম্, এ।

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

৭ই পৌষ সন ১৩৩৫ সাল।

প্রাপ্তিস্থান

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কিশোর লাইব্রেরী

২৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিনার্ভা বুক ষ্টলে ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মূল্য এক টাকা মাত্র

উৎসর্গ

স্বর্গগত পিতৃদেবের

উদ্দেশে—

গ্রন্থকারের নিবেদন

অভিনীত হওয়ার দিক থেকে এই নাটক আমার প্রথম। অপরিচয়ের অন্ধকার হইতে মিনার্ভার সত্ত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার মিত্র বি, এ, আমাকে টানিয়া তুলিয়া বাংলার রসবেত্তা জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য আমি তাঁহার কাছে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী।

তাঁহার ভাগিনেয় মিনার্ভার সুযোগ্য প্রযোজক শ্রীযুত কালী প্রসাদ ঘোষ বি, এস্ সি তাঁহার প্রতিভা ও অসাধারণ রসবোধ দিয়া নাটক খানিকে এমন ভাবে স্পর্শ করিয়াছেন যে আজ যদি জাতিচ্যুত দর্শককে আনন্দদান করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে পারিনা যে, সে বিষয়ে কাহার কৃতিত্ব অধিক—লেখকের না প্রযোজকের।

এই ঋণ স্মরণের দিনে আমার অধ্যাপক ও নাট্য সাহিত্যের নিপুন সমালোচক শ্রীযুত মন্মথ মোহন বসু এম্, এ, কেও আমার প্রণাম জানাই-তেছি। নাট্য প্রচেষ্টার প্রথম হইতেই পরম স্নেহে তিনি আমাকে রঙ্গালয় গুলিতে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার গভীর কলাজ্ঞান দ্বাঁরা আমার রচনাকে সুন্দরতর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নিজের অসাধারণ লিপি নৈপুণ্য থাকিতেও তিনি যে তাহার সমস্ত শক্তি বাংলার নূতন নাট্যকারগণকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যয়িত করিয়াছেন বাংলার সাহিত্য ইতিহাস প্রণেতারা যেন সে কথা বিস্মৃত না হন।

পুস্তক মুদ্রণে বহু বিলম্ব হইল, এবং মুদ্রাকরপ্রমাদেরও যে অসদ্ভাব রহিল না তাহার কারণ আমার সুদীর্ঘ অসুস্থতা।

সহৃদয় পাঠকগণ ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

১৬ই মাঘ, ১৩৩৫ সাল
"আনন্দ নিকেতন"
পোঃ—নৈহাটি শ্রীরামপুর
খুলনা।

নিবেদন ইতি—

শ্রীশরৎ চন্দ্র ঘোষ।

ভূমিকা

মহাকাব্য আগে হ'য়েছিল কি দৃশ্যকাব্য আগে হ'য়েছিল, তা নিয়ে মানব-সাহিত্যের কুলপঞ্জিকাদের রায় শেষ পর্য্যন্ত যাই হ'ক না কেন, এটা অবিসংবাদিত যে, বর্ত্তমান যুগের আবেগের যে দিক্‌টা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুল্‌তে চাচ্ছে, তার সব চাইতে সহজ, স্বাভাবিক ও পরিপূর্ণ তৃপ্তি হচ্ছে নাটকের ভেতর দিয়েই। নাটককে একটু বড় ক'রে দেখ্‌লে নভেলও নাটকের ভেতরে; অন্ততঃ সঙ্গে, এসে পড়ে; লোকে যে "নাটক-নভেল"কে চলিত কথার বাঁধনে যুগল ক'রে বলে, তাতে, এ দুয়ের সত্যকার আত্মীয়তাই স্বীকৃত ও জাহির হ'য়ে পড়ে। মহাকাব্যের যুগ চ'লে গেছে অথবা এখনও আছে—এ দুয়ের একটা পক্ষ নিয়ে বিচার চল্‌তে পারে; কিন্তু যে আদিম নটরাজ বিশ্বমানবের শৈশবকে তার নাট্যকলার মধ্য দিয়ে চঞ্চল, মুখর ও সুন্দর ক'রে তুলেছিলেন, তিনি যে আজ তার প্রবীণতার চিন্তাজাল ও গাম্ভীর্য্যের মাঝখানেও তাকে ছেড়ে যান নাই, সে পক্ষে প্রশ্ন নেই, সংশয়ের অবকাশ নেই। মানুষ তার দীর্ঘযাত্রার পথে চল্‌তে চল্‌তে তার প্রাণের রসলোলুপতাটিকে নানান্‌যুগের নানান্‌ পান্থশালায় যে একই রকম খোরাক যুগিয়ে এসেছে বা আস্‌বে—এমন কথা নয়; তার পথের শ্রম আনন্দ ও অভিজ্ঞতা যত বেড়ে চ'লেছে, তার ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানও তত বিচিত্র হ'তে বিচিত্রতর হ'য়েছে, তার কারুশিল্প ও চারুশিল্পও তত সমৃদ্ধ হ'তে সমৃদ্ধতর হ'য়েছে, এবং বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানও তত বিশাল ও পূর্ণাঙ্গ হ'য়েছে। মাঠের মাঝ দিয়ে নদী যেমন ধারা অবাধে, অসঙ্কোচে গড়িয়ে যায়—তার গতিকে কুটিল, তার প্রবাহকে সঙ্কীর্ণ ক'রে দেবার মতন কোনো বাধা পায় না, মানুষের শৈশবে তার কল্পনাও তেম্নি অনেকটা অসঙ্কোচেই ব'য়ে যেত; আজ বহু যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা

নানা দিকে মাথাতুলে তাকে আর তেমন সহজ, স্বচ্ছন্দ গতিতে বইতে দিচ্ছে না , মানুষের বদ্ধ সংস্কার, তার বিজ্ঞান, তার চিন্তা আজ তার পথে শত বাধার সৃষ্টি ক'রেছে। কল্পনাকে হয় এ সমস্ত বাধা যথাসম্ভব এড়িয়ে চল্‌তে হচ্ছে, নয় এদের সঙ্গে কোনোমতে আপোশ ক'রে চল্‌তে হচ্ছে। তাই আজ আমাদের দেখ্‌তে হচ্ছে—বৈজ্ঞানিকের কল্পনা, দার্শনিকের কল্পনা, শিল্পীর কল্পনা। এ সমস্ত যে কল্পনা নয় এমন নয়, কিন্তু খাঁটি কল্পনা—মানুষের শৈশবে ও কৈশোরে যে তার পরাণের নাচঘরে এসে রসবোধের চোখদুটিতে কুহকের অঞ্জন লাগিয়ে দিত সে আজ তার পরিণত বয়সে তার সাম্‌নে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াতে যেন কতকটা লাজে 'জড়সড়' হ'য়ে পড়্‌ছে। তাই বোধ হয় আমরা ভাব্‌ছি—মহাকাব্যের যুগ বুঝিবা চ'লেই গেল।

কিন্তু নাটক যে এ পরিণত বয়সেও আছে, আরও পুষ্ট ও পরিণত হচ্ছে, তার কারণ এই যে, নাটক মানুষের নিয়ত উপচীয়মান অভিজ্ঞতা ও ক্রমশঃ স্ফুটতর অন্তর্দৃষ্টিকে যে কেবলমাত্র মেনে চলে এমন নয় সে তাদের ওপরেই অনেকটা নিজেকে গ'ড়ে তোলে। বিশেষ, যত নিপুণহস্তে, যত সুন্দর ও স্বচ্ছ ক'রে, মানুষ তার অন্তর্দৃষ্টিকে তার নিজের ওপরে, তার জীবনের সর্ব্বাবয়বে, ফেল্‌তে পারবে, ততই তার নাট্যকলাসৃষ্টি সত্য, সুন্দর, সার্থক হবে। বাইরের প্রকৃতি চাইতে অন্তঃপ্রকৃতিতে আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূত বেশী হওয়া চাই। অথচ, নাট্যকলা মনস্তত্ত্ব বা "Psycho-analysis" মাত্র নয়। বাইরের "প্রতীক" গুলো নিয়েই মানুষের চির-পুরাতন চির-নবীন আত্মার বেদনা রহস্যটাকে ভাঁজে ভাঁজে পরতে পরতে খুলে দেখিয়ে দিতে হবে। এ দেখা নয় একটা অনির্ব্বচনীয় রসানুভূতি দ্রষ্টার হওয়া চাই। দেখানর ভঙ্গী হরেক রকমের—সেক্সপীয়র, গেঠে, ইব্‌সেন, কালিদাস, ভবভূতি, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, এঁদের সকলের ভঙ্গী এক নয়। কিন্তু ভঙ্গী যেরূপেই হ'ক, সেটা অনেক পরিমাণে ব্যর্থই হবে, যদি তার

পেছনে মানবত্মার ঐ চিরন্তন রহস্যগর্ভ বেদনাব্যাকুলতার সত্য চেহারাখানির দিকে একটা স্পষ্ট সমুজ্জল ইঙ্গিত না থাকে। ঐ বেদনা ব্যাকুলতার মাঝখানে যে সত্যসুন্দর নিজের মুদিত চক্ষু জাগ্রত অনুভূতির আলোয় মেলতে চাচ্ছে, নিজের মূক আস্বাদটীকে ভাষার ছন্দে ও সুরে যাচাই করতে চাচ্ছে, সেটীকে সহজে, সন্তর্পণে ধাত্রীর মতন যে জন প্রসবের সৌভাগ্যও আনন্দ এনে দিতে পারল, সেই আসল নাট্যশিল্পী। এই জন্যে আমরা নাটকে বেশ ক'রে দেখতে চাই—চরিত্রগুলো কেমন ফুটেছে (কিনা, সত্যিকার হ'য়েছে); ঘটনাগুলো কেমনধারা সজীব হ'য়ে জমাট বেঁধেছে; এক কথায়, দেশকাল পাত্র কেমন প্রাণবন্ত হ'য়েছে, কেমন "মানিয়েছে"। সাধারণ রকমের প্রাণবন্ত—যাকে common place বলে—হ'লে হ'ল না। ঘটনা সাধারণ হ'ক ক্ষতি নেই, কিন্তু তার "হাজিরা" (Presentation, delineation "অসাধারণ" হওয়া চাই। কথাগুলো সূত্রাকারে বলতে হচ্ছে—এখানে ফলাও করতে হবে না।

তারপর ঐ চিরন্তন বেদনারহস্যটা কেবল যে ব্যক্তির ছোট খাটো জীবনেই র'য়েছে এমন নয়; সমাজ, জাতি, এমন কি, বিশ্বমানবেও সেটা নানা আকারে, আত্মনিবেদন আত্মসমাধানের নিমিত্ত ব্যাকুল এক একটা সমস্যার রূপ ধ'রেছে। রূপ সব জায়গাতে, সব সময়ে এক নয়; ইউরোপে ঠিক যেটি ভারতবর্ষে আজ ঠিক সেটি নয়। মূলে ও প্রেরণায় এক হ'লেও ডাল পালার বিকাশেও বৈচিত্র্যে এক নয়। সমাজ ও জাতির সমস্যা জনসঙ্ঘের প্রাণের নানান্ আবেগের আবর্ত্তের ফেনিল ও বিক্ষুব্ধ চেহারার মাঝখানে স্পষ্ট সব সময়ে দেখতে পাওয়া যায় না—তার একটা "কিনারা" করা ত দূরের কথা। যিনি তার "কিনারা" ক'রে দিতে সক্ষম, তিনি সমাজের পিতা—পাতা ও ত্রাতা। যিনি সে আবর্ত্তের চারিপাশ হ'তে বিমূঢ়তার বাষ্পরাশি বিধুনন ক'রে জলন্ত আগুণের আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন সমস্যার (Problemএর) সত্য চেহারাখানা, তিনি যে কাজটা

করেন, সেটা গোড়ারই কাজ। আর যদি সে কাজটা তিনি "প্রাণস্পর্শী" ক'রে, সুন্দর করে, সব্বাইকে চেতিয়ে ও মাতিয়ে, করতে পারেন, তবে তাঁর কাজটাই সেরা কাজ। নাট্যকলা এ কাজ করে—বিশেষ, এ যুগে এই কাজটাতেই তার সত্যিকার তৃপ্তি। নাট্যশিল্পী সমাজশিক্ষক • বা সমাজ-চালক হবার দাবী না করতে পারেন; কিন্তু তিনি সমাজের সব চাইতে "মর্ম্মান্তিক" সমস্যা গুলোকে সাধারণের স্পষ্ট,তীব্র,নিবিড় পরিচয়ের মাঝখানে নিয়ে যাবার গৌরব রাখেন। তিনি যতটা, আর কেউই বোধ হয় ততটা না। তাঁর শিল্পের প্রকৃতি, মানুষের বেদনার (Interest এর) সকল তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে, এ কাজটা করে। তাঁর কলার "পরিচ্ছদ" ও "আবেষ্টনী" তাঁকে এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করে। "পরিচ্ছদ" বলতে পাত্র পাত্রীদের ভূমিকা—তাদের কথা ও কাজ। কথা ছন্দোবদ্ধ হ'তে হবে, কিন্তু সে ছন্দ, কবিতার ছন্দ না হ'তে পারে। শুধু অমিত্রাক্ষর নয়, মোটেই "পদ্য" নয়, এমন কথাও ছন্দোবদ্ধ হয়; ছন্দোবদ্ধ হয় ব'লেই, "সমর্থ" হয়, বীণার তারে সুরের কম্পন জাগাতে পারে। একেই বলি, ছন্দোবদ্ধ কথা। জীবন্ত সুন্দর কথা।

ভূমিকায় একথা গুলো বলতে হ'ল, কেননা, না বললে, আমাদের নবীন নাট্যশিল্পীর প্রতিভা বোঝা যাবে না। "প্রতিভা" কথাটা সজ্ঞানেই বলছি। এটা খুব কমই মেলে। নাটকের বাজারে যে সব মালের জোর কাটতি চলছে; তাদের কাটতির বহর অনেক সময়ই ঐ জিনিষটার সদ্ভাব প্রমাণ ক'রে দেয় না—এ দেশেও দিচ্ছে না। আমি থিয়েটার বড় একটা দেখিনি, নাটক অবশ্য কিছু প'ড়েছি। সত্যিকার নাটক—যার কথা ওপরে বলছিলাম—বড় বেশী আজ কা'ল এদেশে দেখ্ছি না। যে কৃতী সত্যিকার নাটক সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁকে আমি "প্রতিভাবান্" ব'লে অভিবাদন করতে কুণ্ঠিত নই।

শরৎচন্দ্র "জাতিচ্যুত" নিয়ে নতুন আসরে নেমেছেন। কিন্তু যাতে

প্রতিভার স্পর্শ থাকে, সেটা "এক আঁচড়েই" ধর্‌তে পারা যায়। আমি এই নবীন লেখকের—শুধু লেখক কেন বলি, কবির—ভেতরে "শক্তির" সাড়া পেয়েছি। আশা করি, আরও অনেকে পেয়েছেন। প্রত্যেক নব উন্মেষের গোড়ায় একটা ব্রীড়া, একটা সঙ্কোচ থাকে; প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যবস্থায়ই থাকে; পূর্ণ বিকাশটাকে ধাপে ধাপে একটা নাটকের মতন সুন্দর ক'রে তোল্‌বার জন্যেই থাকে। ফুল তাই আস্তে আস্তে ফোটে; সুর তাই আস্তে আস্তে তার মাধুর্য্যের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। শরতের এ নাটকে যেখানে যেটুকু ব্রীড়া, যেটুকু সঙ্কোচ রয়ে গেছে সেটুকুকে আমি তাই ত্রুটি, দৈন্য, কার্পণ্য ক'রে দেখছি নে; অবগুণ্ঠিতা নববধূর ব্রীড়ার মতন, মিনতির মতন, সেটা একটা রসের পরিপূর্ণ ভাবী আহ্বানের ইঙ্গিতে ও আভাষে ভরা। আমার সংশয় নেই—এ প্রতিভাকে আমরা উত্তরোত্তর অনবদ্যা ও জয়শ্রীমণ্ডিতা দেখবো।

নাটকখানা খাসা "Psychological" হ'য়েছে; ভূমিকাগুলো বেশ ফুটেছে; চরিত্রাঙ্কনে তুলি বেশ খেলেছে, ভাষা ও ভাব "অনুরূপ";—এ সব মামুলি রকমের তারিফ অনেকে কর্‌ছেন ও কর্‌বেন। আমি শুধু এক কথায় বল্‌ছি—আমারি কথা, আর যে যাই এখন বলুক—যিনি হাতে বীনা তুলে ধর্‌লে সব্বাইকে শুনতেই হয়—কাঁদতেই হয়—ব্যথায় এবং পুলকে—তিনিই আজ তাঁর মায়াবী করে এঁর ভেতরে বীণা বেঁধে সাধছেন। গ্রীকরা তাঁকে Muse বল্‌তো, আমরা বলি, প্রতিভা।

নাটকের "theme" যে সামাজিক সমস্যাটাকে স্পর্শ ক'রেছে, স্পর্শ ক'রে, সেই রূপকথার রাজকন্যেটির মত, জীওন কাঠিতে, আমাদের সকল-কার অশ্রুপুরার অন্দর মহলে জাগিয়ে তুলেছে, তার "সমাধান" যে কিভাবে কর্‌তে হবে, অথবা সমাজ কর্‌বে, তার আলোচনা ও নির্দ্দেশ অপরে কর্‌বেন। নাটককার জীওন কাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যাকে জাগিয়েছেন; তাঁর এই রাক্ষসপুরীতে কারার্গল গুলো আমাদের দেখিয়ে দিয়ে কাঁদিয়ে-

ছেন। আমাদের জাতির মর্ম্ম লোকে অবসাদ, দৈন্য ও অনুদারতার কারারুদ্ধ বন্দিনী রাজকন্যাকে কে আজ মুক্ত ক'রে দেবে?—এই করুণ সুর যুগ যুগান্তরের গর্ভ হ'তে বেরিয়ে আস্‌ছে—শত শত নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত প্রেতাত্মার মিলিত দীর্ঘশ্বাসের মতন জমাট হ'য়ে তীব্র হ'য়ে, দুঃসহ হ'য়ে! নাটক খানাতে এই সুর বড্ড বেজেছে।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা—প্রত্যেকের নিজস্ব গৌরব কোথায় এবং কোথায় কি ভাবে তারই ওপরে এদের মিলন সেতু গাঁথতে হবে; বর্ত্তমান ভারতের মুক্তিকামী আত্মা মিথ্যা ছেড়ে সত্যকে কিভাবে আঁকড়ে ধর্‌বে;—এইসব বড় রকমের এবং জীবন্ত "Appeal" ও নাটকে র'য়েছে। সনাতন পন্থী ও নবীন পন্থী, সংগঠন পন্থী ও বিশ্বমানব পন্থী—কোন পক্ষই নিজেকে উপেক্ষিত, অনাদৃত মনে কর্‌বেন না।

যাঁর নামে এ প্রথম নাটক উৎসর্গ করা হ'য়েছে, তিনিও নাটক লিখতেন; তিনি স্বর্গগত। তিনি আজ থাক্‌লে তাঁর কায়িকপুত্রের সৃষ্টির ভেতরে তাঁর মানস পুত্রটিকে সগৌরবে ভূমিষ্ঠ হ'তে দেখতেন। আর আমি এই প্রথম নাটকটার পরিকল্পনার সঙ্গে নিজের একটুখানি যোগ ছিল বলেও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে কর্‌ছি। হে আমার কৃতী ছাত্রবন্ধু, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার প্রতিভা তার উপযুক্ত খ্যাতি ও ঋদ্ধির ক্ষেত্র দেশ দেশান্তরে যুগযুগান্তরে প্রসারিত করে নিক্।

—ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।

জাতিচ্যুত

প্রথম অভিনয় রজনী

শনিবার ৭ই পৌষ ১৩৩৫ সাল রাত্রি ৭৷৷০ টায়

সংগঠন কারিগণ

সত্ত্বাধিকারী	...	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার মিত্র বি, এ।
প্রযোজক	...	„ কালী প্রসাদ ঘোষ বি, এস, সি।
রিহার্শেল মাষ্টার	...	” মন্মথ নাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
সঙ্গীত শিক্ষক	...	” কৃষ্ণ চন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)।
নৃত্য শিক্ষক	...	” সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)।
মঞ্চশিল্পী	...	” পরেশ চন্দ্র বসু (পটলবাবু)।
হারমোনিয়ম বাদক	...	” বিদ্যাভূষণ পাল।
বংশীবাদক	...	” লালবিহারী ঘোষ।
বেহালা বাদক	...	” ললিত মোহন বসাক।
সঙ্গত	...	” নুট বিহারী মিত্র।
স্মারক	...	” জ্ঞান রঞ্জন বসু।
আলোক পরিচালক	...	” শ্যামাচরণ দে।

——:*:——

প্রথম অভিনয় রজনী

নট-নটীগণ

রাজা গণেশ ... শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
আজিম সা ... শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র দে।
যদুনারায়ণ ... " ভূপেন্দ্র মোহন রায় (এমেচার)
দিনরাজ ... " প্রভাত চন্দ্র সিংহ।
জীবন রায় ... " হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
এব্রাহিম ... " শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
গিরিনাথ ... " কৃষ্ণ চন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)।
ন্যায়রত্ন ... " সুরেন্দ্র নাথ রায়।
অনুপনারায়ণ ... শ্রীমতী তুনিয়া বালা।
তোরাপ ... শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ পাত্র।
মহম্মদ আলি ও জনৈক মুসলমান ... " সন্তোষ কুমার বন্দোপাধ্যায়।
মৌলানা ... " তারাপদ ভট্টাচার্য্য
মনিরুদ্দিন ... " শৈলেন্দ্র নাথ চট্টোপাধায়।
জনৈক ব্রাহ্মণ অজিমসার সেনাপতি ... " গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
ভিষক ... " রাস বিহারী চট্টোপাধ্যায়।
মাঝি ... " যুগল কিশোর পাল।
১ম পথিক, সভাসদ ও ব্রাহ্মণ ... " পান্নাবাবু,
২য় পথিক ও অজিমসার দূত ... " অশ্বিনী কুমার মুখোপাধ্যায়।

আচার্য্য ও কবিরাজ	...	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সিংহ।
সভাসদ ও দূতগণ	}	বিষ্ণুবাবু, হরিপদ বাবু, অশ্বিনীবাবু, অমলেন্দু বাবু, শৈলেনবাবু অজিতবাবু।
ব্রাহ্মণগণ	...	শৈলেন বাবু, পান্নাবাবু, অজিতবাবু, গোপালবাবু।
ত্রিপুরাসুন্দরী		শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা
নবকিশোরী		" আঙ্গুরবালা
কল্যাণী	...	" নবতারা
আশমানতারা	...	" আশমানতারা
উমা	...	" রেণুবালা (সুখ)
মেহের	...	" সন্তোষ কুমারী (তেলেনা)
১ম পরিচারিকা	...	" শরৎসুন্দরী
২য় "	...	" রাণীসুন্দরী
বৈষ্ণবী	...	" উষাবতী (পটল)
প্রতিবাসিণীগণ	...	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, পটলসুন্দরী, (ঘুম) মলিনা, মতিবালা, মহামায়া, সুশীলা, ননীবালা, (বড়) রাধারাণী ইত্যাদি।

— :*:——

কুশীলবগণ।

পুরুষগণ।

রাজা গণেশ	...	সাতগড়ার প্রতাপশালী জমিদার
যদু নারায়ণ	...	ঐ পুত্র
অনুপ নারায়ণ	...	যদুনারায়ণের পুত্র
দিনরাজ	...	গণেশের প্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ— জাতিতে কায়স্থ
জীবন রায়	...	গণেশের দেওয়ান
গিরিনাথ	...	অন্ধ ব্রাহ্মণ (ধবলেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব পূজারী)
ন্যায়রত্ন	...	সাতগড়ার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক
গয়ারাম	...	মাঝি
আজিম শা	...	গৌড়ের বিতাড়িত নবাব
এব্রাহিম	...	গৌড়ের নবাবের দেওয়ান
তোরাপ	...	গৌড়ের নবাবের সহকারী সেনাপতি
মৌলানা	...	গৌড়ের প্রধান মৌলানা
মহম্মদ আলি	...	মুন্সী
বাটু	...	এব্রাহিমের খর্ব্বাকৃতি ভৃত্য

আচার্য্য, ঋত্বিক, কবিরাজ, ভিষক, পথিকদ্বয়, পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, দূতগণ, সৈন্যগণ, সেনাপতি সভাসদ্‌গণ প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

ত্রিপুরাসুন্দরী	...	রাজা গণেশের স্ত্রী
নবকিশোরী	...	যদুনারায়ণের স্ত্রী
কল্যাণী	...	রাজা গণেশের পালিতা কন্যা
উমা	...	গিরিনাথের কন্যা
আশমানতারা	...	আজিমশার কন্যা
মেহের	...	ঐ সহচরী
মঙ্গলা	...	নবকিশোরীর দাসী
		বৈষ্ণবী প্রভৃতি।

জাতিচ্যুত

প্রথম অঙ্ক

—ঃ ঃ—

[সপ্তদুর্গায় (সাতগড়ায়) বাবা ধবলেশ্বরের মর্ম্মর মন্দিরের সুন্দর চত্বর। বিস্তৃত উন্মুক্ত দ্বার দিয়া মন্দির মধ্যে শ্বেত বেদীর উপরে কৃষ্ণ শিবলিঙ্গ, তাহার পশ্চাতে এক শুভ্র ধবল ত্রিশূলপাণি শিবমূর্ত্তি—দেখা যাইতেছিল। সম্মুখে স্বর্ণঘটে পুষ্প বিল্বপত্র, তাহার একপার্শ্বে বসিয়া রাজা গণেশের পালিতা কন্যা অষ্টাদশ-বর্ষীয়া কল্যাণী পুষ্প সম্ভার গুছাইয়া রাখিতেছিল। দেহ নাতি স্থূল, মুখে সদা প্রফুল্লতার ভাব। একটু পরেই পট্ট বস্ত্র পরিহিতা রত্নভূষিতা লাবণ্যময়ী এক যুবতী সেখানে প্রবেশ করিলেন; তিনি রাজা গণেশের পুত্র বধু, যদুমল্লের স্ত্রী নবকিশোরী। তন্বঙ্গী, মুখের শান্ত গাম্ভীর্য্য উত্তেজনা-প্রদীপ্ত।]

কল্যাণী। এত দেরী করে এলি বৌদিদি?

নব কিশোরী। এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে এলাম কল্যাণী।

কল্যাণী। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য কবিঠাকুরুণ?

নব কিশোরী। দেখে এলাম সাতগড়ার শৌর্য্য, বাংলার গৌরব আর ভবিষ্যতের আশা। বত্রিশ হাজার বাঙ্গালী সৈন্য যখন সদর্পে নগর কাঁপিয়ে তোরণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করল—তাদের শিরস্ত্রাণের আভা বিজয় লক্ষ্মীর হাসির মত সাতগড়ার আকাশ উজ্জ্বল করে তুল্‌লে। আজ আমার কেবল মনে হচ্ছে এ যেন কোন মহা গৌরবের যুগের পূর্ব্ব সূচনা। বাংলার সুদিন বুঝি—আবার এল।

কল্যাণী। বিশ্বাস কর?

কিশোরী। আমি জানি বাঙ্গালী এক অপূর্ব্ব জাতি—এর অন্তর যেমন সঙ্গীতের একটা রেশে গলে যায়, তেমনি এর মস্তিষ্ক—যাকে কেউ ধারণা কর্ত্তে পারে না সেই ভগবানকেও ধারণা কর্ত্তে পারে। এ আজ আচার বিচারের কুটিলতা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে দেখে মনে হয়, হৃদয় বুঝি এর বড় সঙ্কীর্ণ;—কিন্তু আমার কেন মনে হয় জানি না, এ যেমন দুহাত মেলে, অপরিমেয় আপন-ভোলা ভালবাসায়, জগৎবাসীকে ভাই বলে আলিঙ্গন কর্ত্তে পারে, তেমন কোন জাত পারে না। তুই নিশ্চয় জানিস্ কল্যাণী, জগতের লোককে এ জাতির দান এখনও নিঃশেষ হয় নি।

কল্যাণী। হুঁ—

নব কিশোরী। হুঁ কি?

কল্যাণী। লেখা পড়া শিখ্‌তে হয় ত বৌদি, তোমার মত করেই শিখ্‌তে হয়,—নইলে কেবল একটু লিখ্‌তে পারা, কি পড়্‌তে পারা, ছ্যাঃ—কিন্তু সত্যই বল বৌদি, তুমি যে ছাদে গিছ্‌লে সে সৈন্যদের দেখ্‌তে না—

নব কিশোরী। না কি?

কল্যাণী। না দাদাকে দেখ্‌তে গিছলে?

নব কিশোরী। হ্যাঁ, তোমার দাদা ভিন্ন জগতে আর কিছু দেখার নেই কিনা?

কল্যাণী। দেবতার সামনে মিথ্যা কথা বলছ?

নব কিশোরী। নারে, সত্যিই আমি তাঁকে দেখতে গিছ্‌লাম।

কল্যাণী। কথায় বলে—

আমার কায়ার ছায়া কায়ার ছায়া
গেলে তুমি কোথা?
বল্লে চল্লাম সই　সেই দেশেতে
প্রাণের তপন যেথা।

বলি পতিব্রতা, তোমার কি সে মুখখানা, এই বিশ বছর দেখেও আশা মিট্‌লো না? দাদা ত যাচ্ছেন নবাবজাদা আজিম শাকে সাহায্য কর্ত্তে, এ কয়দিন প্রাণ ধারণ কর্ব্বে কি করে তা ভেবেছ?—

নব কিশোরী। ভেবে কি কর্ব্ব? ভাব্‌লে ত আর তিনি থাক্‌বেন না!

কল্যাণী। আহা-হা, স্বামী আজ দিন কয়েকের জন্য যুদ্ধে যাচ্ছেন, তাই পতিপ্রেম-পাগলিনীর উদ্বেগের আর অবধি নেই!—

বলি—খুব দেখালি তরুলতা,　খুব দেখালি তোরা,
শীতে হলি সন্ন্যাসিনী,　রোদ্দ্‌ুর হয়ে হারা।

তোমার বৌদি সব অদ্ভুৎ!

নব কিশোরী। সত্যই আমার সব অদ্ভুৎ; তুই জানিস্ নে কল্যাণী, আজ আমার বিশ বছর বিয়ে হয়েছে, চৌদ্দ বছর তাঁকে কাছে পেয়েছি, —তবু যেন মনে হয় আমি তাঁকে মোটেই পাই নি। যতবার তাঁকে দেখি, আমার বুকে আহ্লাদের বান আসে। আমার মুখ লাল হয়ে ওঠে তিনি বলেন এমন কারও হয় না, কিন্তু আমি ত রোধ করতে পারি নে। আমার দেখে তৃপ্তি হয় না, কাছে পেয়ে তৃপ্তি হয় না, আমার কেবল ভয় হয়,যে এই অতৃপ্তি নিয়ে যেন আমার মরণ না হয়, তাহলে আমার মরেও সুখ হবেনা।—

কল্যাণী। শুনিছি সেকালে এদেশে সতীরা ছিলেন—তাঁরা কেমন তা

জানি না, হয়ত তাঁরা তোমার মতই হবেন। কিন্তু আমার কেবল ভয় হয়, —তাদের মতই দুঃখ তুমি যেন না পাও। উঃ—সীতার কি দুঃখ !—

নব কিশোরী। জানিস্ কল্যাণী, এক সন্ন্যাসী আমার হাত দেখে কি বলেছিলেন ?

কল্যাণী। কি ?—

নব কিশোরী। বলেছিলেন তুমি স্বামী থাক্‌তে বিধবা হবে, সম্রাজ্ঞী হলেও তোমার মত দুঃখিনী কেউ থাক্‌বে না।

কল্যাণী। সে কি ? কি সর্ব্বনেশে গণনা ? বৌদি, তুমি ভাল করে বাবা ধবলেশ্বরের পূজা দাও। আমার ভাল ঠেক্‌ছে না।

নব কিশোরী। আমি সাম্রাজ্য চাইনে, অর্থ চাইনে, অলঙ্কার চাইনে, আমি শুধু চাই তাঁর পাশে একটু জায়গা। তাঁকে ছোব, তাঁকে দেখবো, তাঁকে সেবা কর্ব্ব, ভগবান্ ভগবান্ আমার এই সাধটুকু তুমি কেড়ে নিও না। ওকি শব্দ (শুনিয়া) কল্যাণী দেখ্‌ত এত করুণ সুরে ও কে কাঁদে

কল্যাণী। বোধ হয় গিরিনাথ ঠাকুর গান গাইছে। আহা বেচারী ! শুনেছ বৌদি,—গিরিনাথ ঠাকুরের মেয়ে উমাকে একদল মুসলমান গুণ্ডায় ধরে নিয়ে গেছে ?

নব কিশোরী। ধরে নিয়ে গেছে ?

কল্যাণী। হ্যাঁ—আহা সেই থেকে মেয়ের শোকে, গিরিঠাকুর একেবারে পাগলের মত,—ওকি বৌদি তুমি কাঁদছ ?—

নব কিশোরী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) মানুষ কি পশু কল্যাণী ! এতটা অবিচার—আচ্ছা—বলতে পারিস্ কল্যাণী, এতটা অত্যাচার করবার সময়, মানুষ কি ভগবানকে একেবারে ভুলে যায় ?—

কল্যাণী। তাই বটে ! কিন্তু পৃথিবীর বুকে মানুষের তৈরী এ দুঃখের ইতিহাস তো আজ নূতন নয় বৌদি ! এর জন্য চোখের জল ফেলা—

নব কিশোরী। কি জানি কল্যাণী—কান্না বুঝি আমার চোখে আর ফুরুবে না।

[কল্যাণী নব কিশোরীর চোখ মুছাইয়া দিলেন]

(নেপথ্যে আবার গান)

নব কিশোরী। ঐ—ঐ আবার সেই সুর! কল্যাণী—কল্যাণী—এ গান আমি সইতে পারি না—ওকে বারণ করে দে ভাই—

কল্যাণী। না—না—ও কাঁদুক—ওঁকে বাধা দিও না—কাঁদলে তবু মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে যাবে। বৌদি! তুমি কপাট বন্ধ করে বাবা ধবলেশ্বরের পূজা দাও। যাও—

[নব কিশোরীর তথাকরণ, কল্যাণী বাহিরে রহিলেন]

গাহিতে গাহিতে গিরিনাথের প্রবেশ।

[তাহার কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই]

গীত

(আমার) নয়নের জ্যোতিঃ নিভিয়া গিয়াছে
ঘুচে গেছে সাধ আশা
অশ্রুসায়র জমাট হইয়া
নয়নে বেঁধেছে বাসা
পরাণ-পুতলি কেড়ে নিলি কেরে
ছিঁড়ে নিলি কেরে প্রাণ ?
অন্তর ভাঙ্গা দারুণ ব্যথায়
কিসে পাই বল ত্রাণ ?

দে রে ফিরে দে রে উমারে আমার

ফিরে দে পরাণে আশা .

এ দেহ পাঁজর নয় ভেঙ্গে দে

ঘুচে যাক্ ভালবাসা ॥

[কল্যাণী ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের হাত দুখানি ধরিয়া, অতি স্নেহ-মাখা কণ্ঠে ডাকিল]

কল্যাণী। গিরিদাদা!

[সেই স্নেহকণ্ঠে বৃদ্ধের অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল]

গিরিনাথ। কল্যাণী—দিদি, উমা আমায় ছেড়ে গেছে—

কল্যাণী। আবার তাকে ফিরে পাবে দাদা—তাকে খুঁজতে চারিদিকে লোক গেছে। দাদা বলেছেন, যত টাকা লাগে প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে জাতে তুলে দেবেন।

গিরিনাথ। দিদি—দিদি!

কল্যাণী। চল দাদা—

[কল্যাণী তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন]

(প্রৌঢ়া রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন)

ত্রিপুরা। বৌমাটির সবতাতেই বাড়াবাড়ি। বাবার পায়ে দুটী ফুল বিল্বপত্র দিতে এত দেরী হয়?

(কল্যাণীর পুনঃ প্রবেশ)

কল্যাণী। মা চেঁচিও না। বৌদি কাল খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন, তাই বাবার কাছে মাথা খুঁড়ছেন।

ত্রিপুরা। হ্যাঁ যত তোদের ছেলেমানুষী! নে সর্, আমি দরজা খুলি।

কল্যাণী। না মা, বৌদিকে পূজা কর্ত্তে দেও। পূজা সারা হলে উনি নিজেই বার হবেন।

ত্রিপুরা। ওরে এদিকে যে তিনি ব্যস্ত হচ্ছেন, যদু ব্যস্ত হচ্ছে, শুভ লগ্নের সময় বয়ে যায়। সর্, সর্, বৌমা, বৌমা—(দুয়ার খুলিয়া) একি বৌমা এমন করে শোকাত্তের মত মাটিতে পড়ে আছ কেন মা ?

নব কিশোরী। (উঠিয়া বসিয়া আর্ত্তস্বরে) মা, মা, দেবতা আমার পূজা নিলেন না, আমি দুই দুইবার তাঁর চরণে অঞ্জলি দিলেম, তিনি দুই দুইবার তা ঠেলে ফেলে দিলেন।

ত্রিপুরা। সে কি সর্ব্বনেশে কথা বৌমা। না না তুমি দেখতে ভুল করেছ। দাও ত মা আমার সামনে আর একবার ঘটে পুষ্প বিল্বপত্র। বাবা, বাবা, তুমি রাজা আর যদুর কোনও অকল্যাণ কর না।

[নব কিশোরী ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া আবার স্বর্ণঘটের পর পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। পুষ্পাঞ্জলি পর মুহূর্ত্তেই গড়াইয়া পড়িল।]

ত্রিপুরা। বাবা ধবলেশ্বর একি সর্ব্বনেশে চিহ্ন দেখালে, এর পরে আমি কোন্ প্রাণে আর ওঁদের যুদ্ধে যেতে দেব ?– বাবা এ তুমি কি দেখালে ?—

[রাজা গণেশ ও আচার্য্য প্রবেশ করিলেন। পিছনে কয়েকজন শরীর রক্ষী। রাজা গণেশের প্রৌঢ় দেহ সুঠাম বীরত্বব্যঞ্জক। গায়ে বর্ম্ম যুদ্ধের সাজ। মন্দিরে আসিয়াছেন বলিয়া শিরস্ত্রাণ নাই। আচার্য্য শুধু গরদের একখানা ধুতি পরা—পায়ে কাষ্ঠ পাদুকা।]

রাজা গণেশ। একি রাণী তোমরা এখনও এখানে বসে আছ,—আশ্চর্য্য !

ত্রিপুরা। মহারাজ, আর কোন্ প্রাণে যাত্রামঙ্গলের সব সাজাতে যাব। বাবা ধবলেশ্বর আমাদের উপর রুষ্ট হয়েছেন।

গণেশ। তোমরা পাগল হয়েছ! আমি আজ যে সব শুভ চিহ্ন দেখেছি—তা অন্য কোন প্রভাতে দেখিনি। পুরোহিত নিজে বলেছেন, এমন শুভদিন বৎসরে ক্বচিৎ মেলে। তোমরা মাঝ থেকে এ অশুভ লক্ষণ কোথায় দেখতে পেলে?

ত্রিপুরা। আমার সামনে বৌমা বাবাকে যে ফুল বিল্বপত্র দিয়েছেন, বাবা তা ঠেলে ফেলেছেন। আমি নিজের চোখে সে বুক-কাঁপানো ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখেছি।

গণেশ। আমি বিশ্বাস করি না। আচার্য্য, আপনি একবার এই অভিযানের মঙ্গল কামনা করে, বাবা ধবলেশ্বরের পায় অর্ঘ্য দিন। বাবা আমার বুকের ভিতর উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, ভয় নেই। কাল স্বপ্নে যেন তাঁর ত্রিশূল আমার কপালে ছুঁইয়ে বললেন—"যাও বৎস, দিগ্বিজয়ী হও" এ পর্য্যন্ত আমার মনে আছে। নাঃ—তোমাদের কথা আমি বিশ্বাস করলাম না—তোমরা সর।

আচার্য্য। [ভক্তিভাবে] এই অভিযানের কল্যাণ হউক।

[উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, সকলে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সেবার ফুল স্থানচ্যুত হইল না।]

গণেশ। দেখ দেখ তোমরা ভুল করেছ।

ত্রিপুরা। তাইত, এবার বাবা গ্রহণ করেছেন; তবে বৌমার বেলা এমন হল কেন?

গণেশ। যাও যাও বৃথা মন খারাপ না করে, যাত্রামঙ্গলের সব গুছিয়ে দাও গিয়ে।

ত্রিপুরা। চল বৌমা—

কিশোরী। মা, মা, আমি আর একটু এখানে থাকি—

ত্রিপুরা। না, চল আর ভয় নেই।

কিশোরী। কিন্তু মা আমি যে তিন তিনবার—

ত্রিপুরা। হয়ত তোমার কোন ত্রুটি হয়েছিল—চল।

[নবকিশোরীকে এক রকম জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলেন—কল্যাণীও সঙ্গে গেল।]

গণেশ। বাবা ধবলেশ্বর, জ্ঞান হওয়া অবধি আমি সতৃষ্ণ নয়নে ঐ পশ্চিমের দিক চক্রবালের দিকে চেয়ে রয়েছি! সূর্য্যের অন্তিম সমারোহের মত এক গরিমাময় হিন্দু সাম্রাজ্য, ঐখানে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেছে! আর কি তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে না? সন্ধ্যায় আমি কাণ পেতে থাকি—আর তেমন করে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি দৌবারিকের মত নিবিড় নিস্তব্ধতাকে পৃথিবীর বুকে বসিয়ে যায় না; গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে আমি—আকাশের পানে চাই, গ্রামের যজ্ঞাহুতিতে আকৃষ্ট হয়ে মেঘরাশি তেমন করে দল বেঁধে এসে মাঠের কিনারায় দাঁড়ায় না; মৃত্যু আর শত বর্ষের আগে মানুষের গা ছুতে দ্বিধা করে না;—ম্লেচ্ছাচার আজ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে, মাতৃজাতির লাঞ্ছনা পর্য্যন্ত কর্ত্তে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত নয়! আমি এই সদাচারের অভাব, অভাবের হীনতা, হীনতার গ্লানি, এর মধ্যে দাঁড়িয়ে কত সময় সেই অতীতের পানে চেয়ে চেয়ে দেখেছি, যখন গান্ধার থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্য্যন্ত এই আর্য্যাবর্ত্ত একই রাজদণ্ডের আন্দোলনে সুশাসিত হত, যখন লক্ষ্মীর স্বর্ণাঞ্চল গৃহস্থের বাড়ীর চারিপাশে গাছ পালায় ক্ষেত্রে বিছানো থাকতো, যখন এই সমস্ত ভূভাগে বাস কর্ত্ত প্রাণবন্ত এক জাতি—যারা কর্ম্মে ছিল অপ্রতিহত, সম্পদে ছিল অতুলনীয়, ধর্ম্মে ছিল মহামহীয়ান্। আজ আবার সেই স্বপ্নের মায়া আমার চোখে লেগেছে! মৃগ-তৃষ্ণিকার মত সে আমায় টেনে নিয়ে চলেছে। তুমি আমার এ প্রয়াসকে সার্থক কর—ভগবান!

[ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।]

আচার্য্য। [গম্ভীর ভাবে] আমি বলছি রাজা, তুমি সফল হবে। জ্যোতিষ যদি সত্য হয়, পূজা আচারের যদি অর্থ থাকে, নিশ্চয়ই এক সাম্রাজ্য তোমায় করতলগত হবে।

গণেশ। আচার্য্য, আমার অন্তরে শঙ্কা নেই, কিন্তু বধুমাতার অঞ্জলি, বাবা প্রত্যাখ্যান করলেন কেন?

আচার্য্য। মানুষের জ্ঞান সসীম রাজা। হয়ত এই অভিযানের মধ্যে বধুরাণী গুরুতর অসুস্থ হতে পারেন। এর বেশী কিছু অনুমান করা শক্ত।

গণেশ। তা সম্ভব!

(একজন ঋত্বিক প্রবেশ করিলেন)

আচার্য্য। কি সংবাদ?

ঋত্বিক। হোমে আহুতি দেওয়া হয়েছে।

আচার্য্য। [সাগ্রহে] কি ফল হল?

ঋত্বিক। সমিধের স্তূপ ছাড়িয়ে আগুন উঠ্‌ল না—

আচার্য্য। [চিন্তিত ভাবে] যাও—

গণেশ। [উদ্বিগ্নভাবে] আচার্য্য?—

আচার্য্য। [সহসা রাজা গণেশের হাত ধরিয়া] রাজা, তোমার ভিতর তীব্র উচ্চাশার বহ্নি শিখা আছে;—কিন্তু তাকে ঘিরে আবার দেহের বিপুল জড়তাও আছে। পার্ব্বে রাজা ঐ জড়তাকে ঐ বহ্নিতাপে ভস্মীভূত কর্ত্তে?—

গণেশ। [নতজানু হইয়া] আশীর্ব্বাদ করুন।

আচার্য্য। আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি।

গণেশ। [উঠিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার ভঙ্গীতে] এ যুদ্ধে আমাদের জয় অনিবার্য্য। গাও বন্ধুগণ! সেই গান—

"আমার সোণার বাংলা গো—"

গণেশের শরীররক্ষীগণের গীত।

ও আমার সোণার বাংলা গো—
আজকে তোমার ডাক এসেছে
অতীত হতে গো—
জাগ্‌তে হবে, উঠ্‌তে হবে
মর্‌তে হবে—জিত্‌তে হবে
কীর্ত্তি-হীনের মসী-মলিন
নিকষ রাতে গো—
আজ আমাদের ঘুম টুটেছে, ওমা তোমার চেয়ে
আন্‌ব আবার যশো-ভাতি যুদ্ধ হতে বয়ে
উজল হবে, পূজ্য হবে
বিশ্ববাসীর অর্ঘ্য পাবে
কীর্ত্তি-করে মুছব আঁধার
কপাল হতে গো—
প্রাণাপেক্ষ প্রিয়তরা আমার লক্ষ আঁখির তারা
ও গো-আমার পাগল-করা—
সোনার বাংলা গো।—

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান;—এবং অন্যদিক দিয়া যুদ্ধসজ্জা পরিয়া ধবলেশ্বরকে প্রণাম করিলেন]

যদুমল্ল। বল, তোমার কি অনুরোধ?—

কিশোরী। [শিরস্ত্রাণ খুঁটিতে খুঁটিতে] আমার যে সাহস হচ্ছে না বল্‌তে!

যদুমল্ল। কেন তার ভিতর অন্যায় আছে কিছু?—

কিশোরী। হ্যাঁ লোকের চোখে। যদিও তুমি জান, আমি লোকের কথা বেশী গ্রাহ্য করি না।

যদুমল্ল। করা উচিতও নয় সব সময়। লোকের চোখ কিন্তু—জোছনার আলোর মত, তাতে সরলের বৃহতের রূপ ঠিক ধরা যায়। কিন্তু জটিলের সমাধান তাতে হয় না। তুমি বুদ্ধিমতী ; এবং সবদিক চিন্তা করেই যখন সে অনুরোধ কর্ব্বে, তখন আমি কেন তার মর্য্যাদা রাখব না ? তুমি বল কি তোমার অনুরোধ !

কিশোরী। তুমি এবার এ যুদ্ধে যেও না।

যদুমল্ল। [চমকিয়া] যুদ্ধে যাব না ! তোমার মুখে একি অনুরোধ? [হাসিয়া] ভয় পেয়েছে ?

কিশোরী। না—তা নয়—অনিশ্চিত বিপদ যন্ত্রণা এমন কি মৃত্যুকেও ভয় আমরা করি না। স্বামী যখন যুদ্ধে যান, তখন কাঁদতে না বসে শান্ত মনে স্বামীর মঙ্গল কামনায়, মন্দিরে ভগবানকে ডাকৃতে আমরা জানি।

যদুমল্ল। তবু তুমি এই অনুরোধ করলে—

কিশোরী। তবু—

যদুমল্ল। তা হলে [কিশোরীকে বুকে টানিয়া লইয়া] বিরহের জন্য চিন্তাকুল হয়েছ প্রাণাধিক ?

কিশোরী। [মাথা গুঁজিয়া] সত্যই তাই।

যদুমল্ল। জানি আমি কিশু, আমাকে পেয়ে তোমার সাধ মেটে না। তুমি আমার সঙ্গের বিনিময়ে ঐশ্বর্য্য গৌরব কিছুই চাও না। কিন্তু এ যে আমার কর্ত্তব্য !

কিশোরী। তবে, আমার কর্ত্তব্য আমায় কর্ত্তে দেও না কেন ?

যদুমল্ল। কি কর্ত্তব্য ?

কিশোরী। আমি তোমার সাথে যুদ্ধে যাব।

যদুমল্ল। পাগ্‌লি —

কিশোরী। সুভদ্রা অর্জ্জুনের রথ চালিয়েছিলেন, তোমরা এখন রথে

চড় না, কিন্তু যুদ্ধ থেকে যখন ক্লান্ত হয়ে এস, তখন সেবা কর্ত্তে দেবে না কেন ?—

যতুমল্ল। অত পুরুষের মধ্যে ?—

কিশোরী। হ্যাঁ মানুষের মধ্যে ; বাঘের মধ্যে নয়।

যতুমল্ল। কিন্তু মানুষ যে প্রবৃত্তিতে বাঘের মতই ভয়ঙ্কর—আবার চতুরতায় বাঘের চেয়েও ধূর্ত্ত।

কিশোরী। আমরাও তেমনি সিংহিনী, তাদের দমন রাখতে পারি।

যতুমল্ল। [সবিস্ময়ে] পার ! তুমি বোধ হয় পার। কিন্তু সব নারী নবকিশোরী নয়। সব নারীর চিত্ত, তার স্বামীর মূর্ত্তি দিয়ে পূর্ণ থাকে না, তাই নারী যুদ্ধে যায় না।

কিশোরী। কিম্বা বল, সব পুরুষের মন তার স্ত্রীর ভালবাসায় পূর্ণ থাকে না, তাই নারী যুদ্ধে যায় না—

যতু। হ্যাঁ, একই কথা, এ পিঠ আর ওপিঠ, সে কথা থাক্। সে যখন সম্ভব নয়—

কিশোরী। তুমি কেন সম্ভব কর না !

যতু। সব কি পারা যায় কিশু—

কিশোরী। লোকের কত কথা সয়ে আমায় লেখা পড়া শিখিয়েছ। বাবার অসম্মতি, মায়ের রাগ, তোমাকে টলাতে পারেনি। তবে কেন তুমি যুদ্ধে সেবিকা ভাবে আমাকে নেবে না ?—কেন তুমি আমার বুকে আশা, মনে কল্পনা, হাতে সেবা দিয়েছিলে, যদি এমন করে সব শৃঙ্খলিত করে রাখবে ?

যতু। কিন্তু এ বারেই তা. যে করা অসম্ভব, তা জেনেও কেন এ অনুরোধ কচ্ছ ?

কিশোরী। কেন কচ্ছি শুনবে ? কাল আমি বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি—

যদু। স্বপ্ন কি খুব সত্যবাদী কিন্তু ?

কিশোরী। না, কিন্তু তারপরে আর এক ব্যাপার ঘটেছে, তাতে আমার মন বড্ড খারাপ হয়েছে।

যদু। কি ? সকালে উঠে অযাত্রা দেখেছ ?

কিশোরী। না, বাবা ধবলেশ্বর আমার অঞ্জলি ঠেলে ফেলেছেন।

যদু। সে কি ?

কিশোরী। একবার নয়, তিন তিনবার। আমি কত কেঁদে তাঁকে ডাক্‌লাম,—কত মাথা খুঁড়লাম, তবু তিনি প্রসন্ন হলেন না। কেন জানি না—মনে কেবলই কান্না ফঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। কত কি যে ছাই ভস্ম মনে হচ্ছে, তা মুখে বলা যায় না,—তুমি—এবার যেও না।

[কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।]

যদু। তাইত !

[দিনরাজ প্রবেশ করিতে যাইয়া থামিলেন ;—একটু ইতঃস্তত করিয়া বলিলেন]

দিনরাজ। আস্‌তে পারি বন্ধু ?

[কিশোরী অশ্রুসিক্ত মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।]

যদু। এস।

দিনরাজ। [সকৌতুকে] সেনা নায়ক, বিদেশ যাত্রার আগে অর্দ্ধাঙ্গিনীর অনুমতি নেওয়া শাস্ত্রীয় না হলেও কর্ত্তব্য ; কিন্তু যুদ্ধ সজ্জা পরে, বন্দী থাকাটা মহারাজ অকত্তব্য বল্‌ছেন !

যদু। না না আমি যাচ্ছি, বড় দেরী হয়ে গেছে কি ?

দিনরাজ। সৈন্যেরা যাত্রারম্ভ করেছে। রাণী মা নির্ম্মাল্য নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বধূরাণী, তোমার বন্দীকে শীঘ্র মুক্তি দাও।

[প্রস্থান।

যদু। কিন্তু, এখন আর ফিরে আসা অসম্ভব। কি জানি ভগবানের কি ইচ্ছা, কিন্তু এ যুদ্ধে আমায় যেতেই হবে। তাঁকে ডাক, যদি তিনি প্রসন্ন হন। কিন্তু শুনেছি, অন্যদিক দিয়ে এ যাত্রা পরম শুভ— আসি কিশু।

[কিশোরী ভূমিষ্ঠ হইয়া যদুমল্লকে প্রণাম করিলেন ;—ইতিমধ্যে নেপথ্যে ভেরীধ্বনি হইল ,—যদু তাড়াতাড়ি অস্ত্রাদি লইয়া চলিয়া গেলেন কিশোরী তাঁহার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কান্নার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পশ্চাৎদিক হইতে পুত্র অনুপনারায়ণ আসিয়া ডাকিল।]

অনূপ। মা !

কিশোরী। কৈ বাবা (অনুপকে আকুলভাবে জড়াইয়া ধরিলেন)

অনূপ। তুমি কাঁদ্ছ ?

কিশোরী। অনু, তোর বাবা চলে গেলেন—কিছুতেই তাঁকে ধরে রাখতে পাল্লুম না।

অনূপ। তুমি কেঁদ না মা, চল, ঠাকুর মা তোমাকে ডাক্ছেন।

কিশোরী। চল যাই,—ভগবান, আর একবার যেন তাঁকে দেখ্তে পাই – আর একবার।—

[অনূপকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন।

——:*:——

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—— :*: ——

প্রথম দৃশ্য

[রাত্রি প্রহরেক অতীত প্রায় ; কৃষ্ণ অরণ্যানীর কোলে একটি শ্বেত তাঁবু চাঁদের আলোয় নিদ্রিত হংসের মত শোভা পাইতেছিল। তার কোলে এক খানা আরাম কেদারা। তাহাতে গৌড়ের বাদসা সিফুদ্দিনের পুত্র আজিম শা শয়ান।—তার একটু দূরে গাছের তলায় এক দোলনাতে বসিয়া তাঁর একমাত্র কন্যা আশমানতারা মৃদু স্বরে গান করিতেছিল।]

আশমান।

গীত।

ইচ্ছা যদি দূরে থেকেই বাজাও তোমার বাঁশী।
আমি শুনবো, ওগো শুনবো, তাহ', এই সুদূরেই বসি ॥
দিনের আলো কোলাহলেও
পশবে সে সুর মনের তলে
আঁধার রাতের নীরবতায় ঢালবে সুধা রাশি।
ইচ্ছা যদি ঐ সুদূরেই বাজাও তোমার বাঁশী।
আমার নেইতো অভিযোগ!
তোমার দেওয়া চোখের কোলে
(তোমায়) দেখা যদি নাই মেলে
তোমার দেওয়া কাণে যদি ক্ষীণই বাজে সুর—
তোমায় বলব না নিঠুর—
যে টুকু পাই তোমায় আমি করব উপভোগ ॥
কেন ক'রব অভিযোগ?
অন্ন রসেই ডুববো এবার উঠবো সুখে ভাসি।
ইচ্ছা যদি দূরে থেকেই বাজিও তোমার তোমার বাঁশী ॥

আজিম। কি থামলি যে ?

আশমান। [উঠিয়া আসিয়া) তুমি এখনও ঘুমাও নি বাবা ?

আজিম। আমি যদি ঘুমোবো, ত আমার চিন্তাগুলি যায় কোথায় ; তাদের পাহারা দেয় কে ?

আশমান। বাবা আমি তোমার মেয়ে, আমায় তোমার চিন্তাগুলির ভাগ দেওনা কেন ? মনে লুকানো চিন্তায়, লুকানো কাঁটার মত ব্যথা বড় বেশী। আলোচনা করলে, তার বেদনা কমে যায়। বল না বাবা— তোমার কি কি চিন্তা ?—

আজিম। তুই ছেলে মানুষ, সে সব বড় চিন্তার মর্ম্ম কি বুঝ্‌বি—

আশমান। তবু বল—

আজিম। আচ্ছা শোন্‌। গৌড় বাদসা সৈফুদ্দিন, নিজের শরীর রক্ষার জন্য, হাবসী আমদানী করেছিলেন—তা জানিস্ তো।

আশমান। হ্যাঁ ! বাবা, বল্লে তুমি রাগ কর্ব্বে, কিন্তু ঠাকুর্দ্দা বড় ভীতু ছিলেন।

আজিম। তাত ছিলেনই। এখন তিনি নেই, সব মুস্কিল আমার। তারা নগরের ভাল ভাল স্থানগুলি অধিকার করে আছে, এ হিন্দু মুসলমান কারু কাছে ভাল ঠেকছ না। তাদের না পারছি তাড়াতে, অথচ না তাড়ালেও প্রজাদের ভিতর অসন্তোষ হয়।

আশমান। [হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল] ইয়ে আল্লা ! নসেরিৎ জেঠার তাড়া খেয়ে, বনে জঙ্গলে পালিয়ে তোমার চিন্তা হল কি না, হাবসীদের জমি জায়গা নিয়ে ? আগে তাঁকে হারিয়ে দিয়ে গৌড়ের বাদশা হও, তারপরে ত ও কথা ভাববে !

আজিম। তাকে ত নিশ্চয় হারাব ! সে বয়সে বড় হয়েছে বলেই তাকে দাদা বলে মান্‌তে হবে নাকি ?

আশমান। তুমি ত মেনে ফেলেছ—

আজিম। কিসে ?

আশমান। ঠাকুর্দ্দা মর্ত্তে না মর্ত্তে, সে বস্‌লো দ্বিতীয় সমস্‌দ্দিন হয়ে, আর তুমি তাকে তাচ্ছিল্য করে, সোজা বনে চলে এলে—হোঃ হোঃ হোঃ !

আজিম। আমার চিন্তার ভাগ নিয়ে আশমানি, তোর মন ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ছে দেখছি !

আশমানি। আমাকে ক্ষমা কর বাবা। কিন্তু তোমার এখন যে বড় চিন্তা তা আমাকে না বলে, আগে ও কি ছাই ভস্ম শোনাচ্ছিলে ?

আজিম। নসেরিৎকে হারানো—আমার বড় চিন্তা, তোকে কে বল্লে—আমি তাকে ধ্বংস করবার আয়োজন করে ফেলেছি।

আশমান। কি আয়োজন ?

আজিম। সাতগড়ার রাজা গণেশের নাম শুনেছিস্‌ ? ত কে আমি সাহায্য করতে ডেকেছি। সে আস্‌ছে বত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমার পক্ষ হয়ে লড়তে। তার সঙ্গে আস্‌ছে তার—

দূতের প্রবেশ।

দূত। বন্দেগি জাঁহাপনা।

আজিম। কি সংবাদ।

দূত। জাঁহাপনা, মহামান্য মহিমার্ণব দ্বিতীয় সমস্‌দ্দিন নসেরিৎ—

আজিম। চোপরাও বেকুব—নবাব সিফুদ্দিনের এক বাঁদীর পুত্র, তাকে আবার—যা দূর হয়ে যা—

[দূত অপ্রতিভ হইয়া প্রস্থান করিল।

আশমান। কিন্তু বাবা, এই সেদিনইত তুমি শুধু নসেরিৎ বলেছিল বলে চটে গিছ্‌লে ! বলেছিলে, হাজার হোক সে নবাবের পুত্র, তার নাম সাধারণে ধর্ব্বে কেন ?

আজিম। ঠিকইত। ধর, পথের লোক যদি আমায় বলে আজিম, আমি কি তার ঘাড়ে মাথা রাখি ?

আশ্‌মান। তবে আজ তাড়িয়ে দিলে কেন ? হয়ত কোনও দরকারী সংবাদ নিয়ে এসেছিল !

আজিম। দরকারী সংবাদ হয়, সেনাপতি নিজে আস্‌বে। শোন্ যা বল্‌ছিলাম। গণেশের সাথে আস্‌ছে—তাঁর ছেলে যদু নারায়ণ,—

আশ্‌মান। সে আবার কে ?—

আজিম। তার নাম শুনিস্‌নি, দিন রাত থাকবি গান আর কবিতা নিয়ে, তা দেশের সংবাদ রাখ্‌বি কি করে ?

আশ্‌মান। কে তিনি ?

আজিম। যদুমল্ল বাংলার সুপ্রসিদ্ধ মল্ল, তারমত বলশালী পুরুষ বাংলায় দ্বিতীয় কেউ নেই, মল্ল যুদ্ধে তিনি অদ্বিতীয়। রামা শ্যামার নাম শুনেছিস্, তাদের তিনি হারিয়ে দিয়েছেন। ভাল কথা, সেই শ্যামাও এদের সঙ্গে আস্‌ছে, দেখিস্ এবার এদের যুদ্ধ।

আশমান। খুব ভাল যুদ্ধ করে নাকি ?—

আজিম। তোফা ! চমৎকার ! হিন্দুরা জন্মান্তর মানে কি না, তাই মৃত্যুকে ওরা পোষাক বদলান মনে করে। যুদ্ধ যখন করে আশ্চর্য্য ! যে মৃত্যু—চারিপাশে স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে, সেই মৃত্যুকে অম্লান বদনে ঠেলে ফেলে, এরা জয়ের দিকে ধায়। আমি মৃত হিন্দুসৈন্যের চোখ দেখেছি তাতে স্বর্গের স্বপ্ন। অথচ এই জাত তুলসী গাছ পুতে তাকে ছেলের মত যত্ন করে, গাভীকে দেখে মায়ের মত ! আমি অনেক সময় অবাক হয়ে এদের কথা ভাবি। আশমান, সংযম যদি সভ্যতার মানদণ্ড হয়, তবে এদের মত সুসভ্য জাতি পৃথিবীতে নেই।

আশমান। বাবা, ব্রাহ্মণীর রক্ত তোমার শরীরে আছে,—তাই তোমার তাদের উপরে এত প্রীতি ;—কিন্তু নসেরিৎ জেঠা কি চুপ করে আছেন ?—

আজিম। তার চুপ করা না করায় কি আসে যায়, কালকের দিন মাত্র সে পৃথিবীতে আছে, তারপরে থাকবে তার স্পর্দ্ধার কথা আর তার শাস্তির কথা।

[সহসা গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ হইল, দূরে বনানীর একাংশ জ্বলিয়া উঠিল সেনাপতি দ্রুত প্রবেশ করিয়া বলিল]

সেনাপতি। শীঘ্র দক্ষিণে পলায়ন করুন জাঁহাপনা, নসেরিং খাঁ আমাদের অতর্কিত আক্রমণ করেছেন।

আশমান। কি হবে বাবা ?

আজিম। কোন ভয় নেই—আয় আমার সাথে। সেনাপতি ওদের কত সৈন্য ?

সেনাপতি। অগণিত, যুদ্ধে জয় অসম্ভব আমাদের সৈন্যের এক চতুর্থাংশ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। জানিনা আপনাদের বাঁচাতে পার্ব্বো কিনা। যান্ যান্ শীঘ্র যান্।

[পুনঃ পুনঃ ভেরী নিনাদ করিতে লাগিলেন, বনের অগ্নি আরও স্ফুটতর হইল। আজিম শা—আশ্মানকে ধরিয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।]

আশমান। [যাইতে যাইতে] বাবা দূত হয়ত এ সংবাদই নিয়ে এসেছিল।

—•—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০—

[পথি মধ্যে রাজা গণেশের সৈন্যবাসের শিবিরের এক পার্শ্ব। রাজা গণেশ ও দেওয়ান জীবন রায় প্রবেশ করিলেন ; সঙ্গে এক দূত তাহার বক্তব্য নিবেদন করিতেছিল।]

গণেশ। এত শীঘ্র ?

দূত। হ্যাঁ মহারাজ !

গণেশ। তার পর ?—

দূত। আজিম শা পলায়নপর হলেন, সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়্‌ল। নসেরিৎশার সৈন্যদের হাতে তারা বন্যপশুর মত হত হল।

গণেশ। আজিম শা ?

দূত। চারজন তার পশ্চাৎধাবন করে। তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

গণেশ। নিহত ?

দূত। হ্যাঁ, তারা তাঁকে জীবিত না পেয়ে, তার মৃত দেহ গৌড়ে নেবার ব্যবস্থা করছে।

গণেশ। নসেরিতের সঙ্গে কত সৈন্য ?

দূত। পঁয়ত্রিশ হাজার।

গণেশ। তারা যেখানে আছে, গৌড় থেকে সে স্থান কতদূর ?—

দূত। সাতাশ ক্রোশ

গণেশ। গৌড়ে কত সৈন্য থাকা সম্ভব ?—

দূত। দশ হাজার।

গণেশ। সেনাপতি ?

দূত। তোরাব খাঁ।

গণেশ। সেই যুবক ?

দূত। আজ্ঞে।

গণেশ। যাও বিশ্রাম করগে— [দূতের প্রস্থান।

মানচিত্র পেটিকা !

(একজন প্রহরী ছুটিয়া আনিতে গেল।)

দেখ জীবন রায়—

জীবন। বলুন।

গণেশ। যে মানুষ জ্যান্ত, তার চলতেই হয়।

জীবন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গণেশ। চলার শেষ ত একটি ঠিক আছে ?

জীবন। আজ্ঞে হ্যাঁ—সে মৃত্যু।

গণেশ। ঠিক বলেছ—গোলমাল শুধু মাঝের এই পথটুকু নিয়ে। এক একজন এক একভাবে চলতে চায়। আমি এবার একটু দৌড়ব।

জীবন। কোন্‌দিকে ?

গণেশ। গৌড়ের মস্‌নদের দিকে, পরশু আমরা গৌড় আক্রমণ কর্ব্ব।

জীবন। আপনি কি বল্‌ছেন ? (মানচিত্র পেটিকা আনিয়া দিল)

গণেশ। এই দেখ, গৌড়ের অবস্থান, এখান থেকে এই পথে সতেরো ক্রোশ। কিন্তু মধ্যে এই নদী। তাড়াতাড়ি পারের উপায় নেই, আর এই পথে একুশ—স্থলপথ—আমরা ঠিক পার্ব্বো—

জীবন। বত্রিশ হাজার নিয়ে পঁয়তাল্লিশ হাজারের বিরুদ্ধে—?

গণেশ। পঁয়ত্রিশ আর দশ পঁয়তাল্লিশ বটে, কিন্তু একজন মানুষ একসের চালও ত খায় !

জীবন। হ্যাঁ ;—দুবেলায়—

গণেশ। এখানেও সম্ভব যে—এক বেলায় তাদের দেখা আমরা পাব না।

হিন্দুর সাম্রাজ্য ! আবার সেই স্বপ্ন ! জীবনরায় ! আমাকে অন্য পরামর্শ দিও না। আমার কাণে ঢুক্‌বে না। শুধু ভাব, আমরা যখন গৌড় জয় কর্ব্ব, তখন কি ভাবে বাংলা দেশ শাসন কর্ব্বে। কি ভাবে হিন্দুকে আবার তার গৌরবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে।

জীবন। মহারাজ।

গণেশ। হবে, নিশ্চয়ই হবে। আকাশের কোলে আমি তিন যুগের ঋষিদের ভিড করে দাঁড়াতে দেখেছি, তাঁরা আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের হাতের অঞ্জলি হাতেই রয়েছে। পর বিদ্যা, বিজ্ঞান,গর্ভস্থ শিশুর মত ভবিষ্যত্যের গর্ভে জন্মেব জন্য অশান্ত হয়ে উঠেছে। আমি তাদের আহ্বান করে আন্‌ব। জ্বলন্ত ত্যাগ, উজ্জ্বল ভোগ, আবার এখানে পাশাপাশি বাস কর্ব্বে। সমস্ত হিন্দু আবার বিপুল প্রাণের ঢেউএ উদ্বেল হয়ে উঠবে,—দুর্ব্বার হবে, দুরাকাঙ্খ হবে, দুর্জ্জয় হবে।—

জীবন। সম্রাট।—

গণেশ। সফল হোক, তোমার অভিনন্দন সফল হোক। এ কে ?—কাঁপছ কেন মা ? কোনও ভয় নেই তোমার, বল কে তুমি ?

[অবগুণ্ঠিতা আশমানতারা কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবেশ করিলেন]

আশমান। আমি আজিম শার কন্যা !

গণেশ। আজিম শার কন্যা !

জীবন। কোথা থেকে এলে নবাবজাদী ? কেমন করে এলে ?—

আশমান। পালিয়ে পালিয়ে—এলাম। (গণেশের প্রতি) বাবার কাছে শুনেছিলাম, আপনি উদার, তাই আমার শত্রু পিতৃব্যের কাছ থেকে আপনার কাছে আস্‌তে আমার সাহস হল বেশী।

গণেশ। হুঁ—

আশ। বাবা আপনার বড় ভরসা কর্ত্তেন, তিনি বল্‌তেন আপনি এসে পড়লে, আর আমাদের কোনও ভয় থাক্‌বে না। আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনি আমায় বিমুখ করে দেবেন না!

গণেশ। আমার কাছে কি আশা করে এসেছ? –

আশ। আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ, আমাকে আশ্রয়।

গণেশ। প্রথমটা পাবে নবাবজাদী, কিন্তু দ্বিতীয়টা অসম্ভব!

আশ। অসম্ভব? বিপন্না নারী রাজা গণেশের কাছে আশ্রয় চেয়ে পাবে না!—

রাজা। ঠিক তা নয়—তবে—

আশ। কি 'তবে' রাজা?—

গণেশ। এ ক্ষেত্রে তার অন্য কারণ আছে—

আশ। কারণ শুন্‌তে পাই না রাজা?

গণেশ। কারণ তুমি মুসলমানী!

আশ। মুসলমানী! রাজা আমি ভুল করেছি—আমি আপনার আশ্রয় চাই না— (চলিল—পরে ফিরিয়া) কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে যাই রাজা, আজ আপনি ধর্ম্মের অজুহাতে এক বিপন্না নারীকে আশ্রয় দিতে অনায়াসে অস্বীকার করলেন—কিন্তু শুনেছি আপনাদেরই পূর্ব্বপুরুষ কোনও এক হিন্দু রাজা এক বিপন্ন পাখীকে রক্ষা করার জন্য নিজের দেহ হতে মাংস কেটে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজা, সে নিতান্তই অলীক, গল্প কথা! (স্থান ত্যাগ)

গণেশ। দাঁড়াও বালিকা (আশমানের গতি বন্ধ) আমি এ ভাবে তোমায় ছেড়ে দিতে পারি না। (আশমান ফিরিল)

আশ। সে কি রাজা? আপনি কি আমায় বন্দী কর্ব্বেন?

গণেশ। বন্দী? সাধ হয় বটে—কিন্তু এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে বন্দী করে রাখি সে শক্তি তো আমার নেই মা!

[আশমান বিস্মিতভাবে রাজা গণেশের মুখের দিকে তাকাইলেন—
পরে ধীরে ধীরে রাজা গণেশের নিকট অগ্রসর হইয়া আসিলেন
ধীরে ধীরে মধুর সস্নেহ কণ্ঠে ডাকিলেন।]

আশ্। বাবা— [ধীরে ধীরে রাজার পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িল রাজা তুলিলেন]

গণেশ। মা,—আমার ঘরে তোকে আশ্রয় দিতে গেলে যে আমার পুত্রেরও মত চাই। পারবি মা তার মত করে নিতে?—

আশ। পারবো বাবা!

গণেশ। কিন্তু সে যে বড় গোঁড়া—মুসলমানের উপর তার বড় বিদ্বেষ!

আশ। কিন্তু বাবা, তিনি রাজা গণেশের পুত্র—আর শুনেছি তিনি বীর—আমাকে একবার নিজে তাঁর কাছে আবেদন কর্ত্তে দিন—

গণেশ। বেশ, তবে শিবিরে চল মা,—আমি যাচ্ছি।

[জনৈক প্রহরীকে ইঙ্গিত করিলেন। সে আশমানকে লইয়া গেল]

গণেশ। জীবন—এই যে দুই জাত—হিন্দু আর মুসলমান—দেশের বুকে এমন করে জড়িয়ে গেছে—শেষে এদের কি হবে, তা কিন্তু আমি ভেবে পাইনে। যাও, সৈন্যদের পূর্ব্বাহ্ণে যাওয়ার জন্য, প্রস্তুত হতে আদেশ দাও।

তৃতীয় দৃশ্য

—০—

[রাজা গণেশের সৈন্যদলের তাঁবুশ্রেণীর পার্শ্বস্থ ক্ষেত্র। দিনরাজ নিবিষ্ট মনে বসিয়া একখানি ছবি আঁকিতেছিলেন, পশ্চাৎদিক হইতে যদুমল্ল আসিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কল্যাণী" !

[দিনরাজ চমকিয়া তাড়াতাড়ি ছবি ঢাকিয়া ফেলিলেন।

যদু। দিনরাজ !

দিন। (উত্তর করিল না, মাথা নত করিয়া রহিলেন)

যদু। তোমার এত সাহস ! তুমি রাজা গণেশের কন্যাকে ভালবাসার — আকাঙ্ক্ষা কর—কতদিন তুমি এই পাপ প্রবৃত্তি পোষণ করে আসছ ?—

দিন। পাপ !

যদু। পাপ নয় ? তুমি কায়স্থ, আমরা ব্রাহ্মণ, কোনও কালে যে তোমার পত্নী হতে পারে না, মনে মনে তার চিন্তা করা পাপ নয় ?

দিন। নিশ্চয় না।

যদু। পরম পুণ্য !

দিন। পুণ্য কিনা তাও জানি না। আমি জানি শুধু এই, যে এ ভগবানের দান।

যদু। প্রমাণ ?—

দিন। মনে ভোগ-লালসা নেই। আমার এই শরীর দেখছ ;— বজ্রের মত দৃঢ়। আমার সাহস কতদূর তোমার অবিদিত নেই। তুমি কি মনে কর, এই নিয়ে আমি তোমাদের ভৃত্য হতে জন্মেছিলাম ? আমার তরবারিতে এতটুকু ধার আছে, যে আমি আমার জন্য একখণ্ড রাজ্য, এই বাংলা দেশ থেকে কেটে বের করে নিতে পারি। কিন্তু আর সে আকাঙ্খা নেই।

যদু। এখন শুধু কল্যাণীকে পাওয়ার আকাঙ্খা ?

দিন্। সেবা করার আকাঙ্খা। আমার এই জীবন দিয়ে একখানা স্বর্ণ কবচ তৈরী করে দিতে পারি, যদি জানতাম সেই কবচ সমস্ত আপদ বিপদ থেকে আমার প্রাণাধিকাকে—

যদু। [গর্জ্জন করিয়া] সাবধান—

দিন্। [শান্ত স্বরে] যদি বিবাদ বাধাতে চাও বন্ধু, চল ক্ষেত্র-প্রান্তে যাই।

যদু। কেন তুমি কল্যাণীকে অমন বিশ্রী সম্বোধন কর্ব্বে ?—

দিন্। বিশ্রী ! যবনে যখন মন্দির ভগ্ন করতে আসে - আমরা প্রাণ দিয়ে তা রক্ষা করি না ? বিগ্রহ কি আমাদেব প্রাণাধিক নয় ? আমাদের জন্মভূমি, সম্মান, পৌরুষ, সত্য. সবারই কি মূল্য প্রাণের অপেক্ষা বেশী নয় ?—

যদু। (নরম হইয়া) কিন্তু আমরা সাধারণতঃ পত্নীকে -

দিন্। কিন্তু আমার ত কোনও যায়গায় তুমি সাধারণেব কিছু দেখনি। আমি তাকে আজ চার বছর ভাল বেসে আস্‌ছি, তুমি ঠিক পেলে আজ। আমি আমার সমস্ত জীবন তার সেবায় নিয়োগ করেছি—সে কাজটাও খুব রাস্তা ঘাটের লোক যখন তখন করে না—আর সব চেয়ে বড় কথা যে আমি যাকে ভালবাসি তিনিই হয়ত তার কিছু জানেন না। এও যথেষ্ট অসাধারণ ; তবে কেন তুমি আমায় সাধারণ লম্পটের শ্রেণীভুক্ত করে অপমানিত করছ—আমার বুদ্ধির অগম্য।

যদু। আমায় ক্ষমা কর ভাই ! আমি তোমায় ঠিক এখনও বুঝতে—পার্চ্ছিনে। মনে পড়ে, যৌবনের প্রথম আবেগে যখন কিশোরীকে বুকে পেয়েছিলাম তখন এমনি এক ভালবাসার স্বপ্ন আমায় পেয়ে বসেছিল। তার কি মহিমা ! বিরহে তার কি মধুর তীব্র ব্যথা ! মনে হত এই প্রিয়া আমার জীবনের একমাত্র কাম্য, এর জন্য এ জীবন আমার যে কোন মুহূর্ত্তে

বিসর্জ্জন দিতে পারি। পরে যখন মিলন হল, ভুল ভেঙ্গে গেল—দেখলাম, এ স্বপ্ন রচেছে প্রেম নয় কাম। কাম যে কত বড় কবি, তার তুলি যে কেমন রঙ্গীন, তা ক্রমে ক্রমে অনুশোচনার সঙ্গে বোধগম্য হল। আজ তাই যখন দেখি একজন পুরুষ একজন স্ত্রীকে ভালবাসার কথা বল্‌ছে আমার কেবল তখন আমার সেই ভুল স্বপ্নের কথা মনে হয়।—আমি না মনে করে পারি না, যে আজ আবার সেই অসাধারণ যাদুকর কাম, আর একজন শিকারীর চোখে মোহের অঞ্জন মাখিয়ে তাকে মিথ্যা স্বপ্ন দেখাচ্ছে। আমি কেন রাগ করেছিলাম বুঝেছ দিনরাজ ?

দিন্। বুঝেছি ভাই। কিন্তু আরও একটি জিনিষ এর সঙ্গে বুঝলাম যে তোমার চরিত্র টল মল কর্চ্ছে। সুযোগ পেলেই ভেঙ্গে পড়বে।

যদু। দিন্‌রাজ !

দিন। চম্‌কে উঠ না ভাই। তুমি হয়ত নিজের অন্তরের দিকে তেমন করে চেয়ে নেই। তুমি আজ যার যন্ত্র, সে কাম ত একব্রত নয়।

যদু। দিনরাজ ! আমার এ দুর্ব্বলতা আমার অবিদিত নেই ভাই। তাই আমি ঠিক করেছি, আজই সাতগড়ায় কিশোরীর কাছে ফিরে যাব। এই মাত্র সেই মর্ম্মে কিশুর কাছে পত্রও পাঠিয়ে এসেছি। যুদ্ধ যাত্রার সময় অভাগিনী দুভাগ্য আশঙ্কায়, বড্ড উতলা হয়েছিল।

দিন্। হ্যাঁ, তুমি বাড়ীই ফিরে যাও। আমি এখন বুঝছি ভাই কেন যাত্রাকালে বধুরাণী দুর্ভাগ্যের আশঙ্কা করেছিলেন। তিনি বুঝেছেন যে, তোমাদের যে প্রেমের বাঁধন তা আল্‌গা হয়ে গিয়েছে। যে কোনও দিন এ ছিঁড়ে যেতে পারে।

যদু। আমিও তাই ভাবছি দিনরাজ ! আমার নিরাপদ দুর্গ কিশোরীর ভালবাসা, বাইরে আমি অসহায়।

দিন্। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ মল্ল অসীম বলশালী যদুনারায়ণের বুকে যে মন বাস করে সে কত দুর্ব্বল !

যদু। নিজের কাছে লজ্জায় আমি নিজেই মরে যাই। আমার সে অগৌরব তুমি আবার টেনে বাইরে এন না। চল মহারাজের কাছে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা উপস্থিত করি। মহারাজ কি কচ্ছেন জান ?

দিন্। মানচিত্র দেখছেন। কাল গভীর রাত পর্য্যন্ত পরামর্শ চলেছে জীবন রায় আর শ্যামচাঁদের সঙ্গে। মহারাজের উদ্দেশ্য আমরা ঠিক ধর্ত্তে পার্চ্ছি না।

যদু। কিন্তু যদি এ খবর সত্য হয় যে আজিম শা নসেরিতের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, তাহলে আমাদের কর্ত্তব্য ত শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা ত তারি সাহায্যের জন্য এসেছিলাম।

দিন। কিন্তু আজিম শা নিহত হয়েছেন এ খবর মিথ্যাও হতে পারে। তাহলে কি কর্ব্বে ?—

যদু। দাঁড়াও মহারাজ এদিকে আস্ছেন আমি প্রত্যাবর্ত্তনের কথাই প্রথম উঠাবো।

দিন্। দাঁড়াও আমি এ সব সাজ সরঞ্জাম রেখে আসি।

[দ্রুত প্রস্থান।

[মহারাজ গণেশের প্রবেশ]

(যদু সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন।)

গণেশ। যদু তাঁবু উঠাতে হুকুম দেও। আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে।

যদু। বাড়ীর দিকে পিতা ?—

গণেশ। না, গৌড়ের দিকে।

যদু। কিন্তু শুন্লাম নবাব আজিম শা নিহত হয়েছেন।

গণেশ। সত্য, কিন্তু আজিম শার ঘাতক ত এখনও নিহত হয়নি !

যদু। আমাদের গৌড়ের বাদশার সঙ্গে ত বিবাদ নেই বাবা! সে যেই হোক আমাদের তাতে কি আসে যায়?

গণেশ। আগে যেত না এখন যায়।

যদু। আপনি কি তাহলে গৌড়ের অবিসম্বাদী বাদসার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বেন?

গণেশ। হ্যাঁ।

যদু। কেন, শত্রুতা শোধ দেওয়ার জন্য?

গণেশ। না, গৌড়ের সিংহাসনের জন্য।

যদু। গৌড়ের সিংহাসন বাবা!

গণেশ। খুব দুর্ল্লভ কি? নসেরিৎ শক্তিশালী নয়, গর্ব্বিত কাপুরুষ—

যদু। কি লাভ এতে আমাদের?

গণেশ। যদু, তুমি সন্ন্যাসী নও, রাজপুত্র।

যদু। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি পিতা, এতে লাভ কি! আমাদের সাতগড়া তেমন বড় নয়, কিন্তু তার অভাব কি কম? আমরা কি তা মেটাতে পার্চ্ছি? মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে বড় রাজ্য শাসন কর্ত্তে চাওয়া রাজার চেয়ে দস্যুর প্রবৃত্তি নয় কি?—

গণেশ। ছোট রাজ্য রক্ষার পক্ষেই বড় সাম্রাজ্যের প্রয়োজন। ছোট রাজ্যের সৈন্য সংখ্যাও অল্প,—কিন্তু আততায়ী যে হবে সে যে অল্প সৈন্য নিয়ে আক্রমণ কর্ত্তে আসবে তার ত কোনও স্থিরতা নেই! তুমি ভেবে দেখনি যদু, এই ভারত আজ হিন্দুর ভারত থাকৃত—যদি ভারত সাম্রাজ্য আজ অটুট থাকৃত।

যদু। কিন্তু কোনও সাম্রাজ্যই ত টিকে থাকে না বাবা! সাম্রাজ্য-গুলো আমার মনে হয় খুব বড় একটি সভার মত, যা কোনও এক বড় বক্তার বক্তৃতা শোনার জন্য কিয়ৎক্ষণের জন্য দলবদ্ধ হয়েছে। বক্তা বেদী থেকে নাম্‌লেই তা ভাঙ্গতে আরম্ভ করে। সাম্রাজ্যে মহিমা আছে কিন্তু

স্থায়িত্ব নেই, নিমন্ত্রণের মত কোলাহল আছে কিন্তু তৃপ্তি নেই, বিস্ময় আছে কিন্তু আবশ্যকতা নেই। মানুষ আশীর্বাদ করে না, শুধু মনে রাখে।

[দিনরাজের পুনঃ প্রবেশ]

গণেশ। যদু তোমার এই যুক্তি যুদ্ধ-বিমুখ মনের যুক্তি,—সাম্রাজ্য-বিমুখ মনের নয়। তুমি বাড়ী ফিরে যেতে চাও ?—

যদু। [নত শিরে] হ্যাঁ বাবা—

গণেশ। হুঁ [চিন্তা করিতে লাগিলেন]

যদু। আপনি আর চিন্তা কর্ব্বেন না বাবা! আমাদের সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রয়োজন নেই। চলুন সাতগড়ায় ফিরে যাই।

গণেশ। অসম্ভব। কিন্তু আমার এই অভিযানে আমি অনিচ্ছুক সেনানী নিয়ে যেতে চাইনে।

যদু। আমার কখনও অনর্থক সৈন্য ধ্বংসে মত হবে না বাবা—

গণেশ। কিন্তু এ সৈন্য ধ্বংস একেবারে অনর্থক নাও হতে পারে—

যদু। আমি আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না বাবা!

গণেশ। [নেপথ্যে ইঙ্গিত] এই দিকে এস ত মা—

[অবগুণ্ঠিতা আশমানতারার প্রবেশ]

গণেশ। এই আমার পুত্র যদুনারায়ণ। এর ইচ্ছা নয় যে আমি আর নসেরিতের সঙ্গে যুদ্ধ করি। দেখ, তুমি যদি একে সম্মত করতে পার! এর অমতে আমার কিছু করা অসম্ভব।

[প্রস্থান।

আশ। এ অভাগিনীকে তার পিতার অধিকার থেকে বঞ্চিত কর্ব্বেন না—

যদু। আপনি কে ?

আশ। এ হতভাগিনী, গৌড়ের নবাব স্বর্গগত আজিমশার কন্যা—

যদু। নবাব জাদী !

আশ। [সহসা অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া] আমি বিপন্না আশ্রয় প্রার্থিনী, আমায় আশ্রয়দানে বঞ্চিত কর্ব্বেন না—

যদু। [আশমানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময় বিমূঢ়]

আশ। [মিনতির স্বরে] রাজপুত্র !

যদু। (যদুমল্ল লজ্জিত হইল—পরে নিজের দুর্ব্বলতার জন্য আশমানের উপরই রাগ হইল এবং পরে কণ্ঠস্বরকে যথা সম্ভব কঠিন করিতে চেষ্টা করিয়া বলিল)

যদু। আমার পানে অমন করে ভিখারিণীর মত চাইবার প্রয়োজন নেই ! বলুন আমার দ্বারা আপনার কি উপকার হতে পারে ?—

আশ। যে আমার পিতার মৃত্যু সাধন করেছে, তার শাস্তির বিধান করুন। আজ তারই প্ররোচনায় আমি সর্ব্বস্ব হারা, পথের ভিখারিণী, আমাকে আমার পিতৃ সিংহাসন ফিরিয়ে দিন।

যদু। [রুক্ষস্বরে] সে কার্য্য ত আমার নয় নবাব জাদী ! আমার পিতাকে বলেছেন কি ?

আশ। তিনি আমারও পিতা। তাঁহার সান্ত্বনায় আমার পিতৃশোক সহনীয় হয়ে উঠেছে। তিনি আমার জন্য তাঁর যথাসাধ্য কর্ব্বেন।

যদু। তাহলে তার এই আশ্বাসের পরে, আপনার আমার কাছে আসার কোনও আবশ্যকতা ছিল না।

আশ। তবুও আপনার—

যদু। কর্ত্তব্যে আমি তাঁর ভৃত্য। আপনি যান্।

গণেশ। [দূর হইতে আহ্বান করিলেন] 'আশমান্'—

আশ। রাজপুত্র রাজী হয়েছেন পিতা। আসি রাজপুত্র—

[অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।

[যদু নারায়ণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দিন। কি সুন্দর! নবাবজাদীর যোগ্য রূপই বটে—

যদু। কিন্তু আচরণ একেবারে নবাবজাদীর অযোগ্য -

দিন। আমি দেখলাম তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ।

যদু। সে অবগুণ্ঠন ফেলে দিলে কেন? আমার সমস্ত সহানুভূতিকে যেন তার দিক থেকে ফিরিয়ে দিলে।

দিন। চল তাঁবু তোলার আদেশ দিতে হবে। তোমার আর বধূরাণীর কাছে ফিরে যাওয়া হল না দেখছি! আশ্রিতা কি শেষে সাম্রাজ্যের দূতী হয়ে এল?

যদু। (চমকিয়া দিনরাজের দিকে তাকাইল, কিছু না বলিয়া পুনরায় চিন্তিত ভাবে প্রস্থান করিল।

——:*:——

চতুর্থ দৃশ্য

—:*:—

[সাতগড়ার অন্তঃপুরের কক্ষ]

(নবকিশোরীর গীত)

সখি আঁখি জল যদি বাঁধ নাহি মানে
অঞ্চলে আঁখি ঢাকিও
বেদনা তোমার বক্ষের মাঝে বাঁধিও
বুঝিবে না কেহ ব্যথার যাতনা
এ ব্যথা ত কেহ সহেনি
অন্তর ভাঙ্গা বিপুল ব্যথায়
এ ভার ত কেহ বহেনি
ক্রন্দন যদি বাঁধা হয় দায়
আড়ালেতে মুখ ঢাকিও
বুক যদি চায় ভাঙ্গিয়া যাইতে
দু'হাতে বক্ষ বাঁধিও।

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী। বৌদিদি!

কিশোরী। (তাড়াতাড়ি আঁখিজল মার্জ্জনা করিয়া) কি কল্যাণী!

কল্যাণী! একা বসে কাঁদ্‌ছ?

কিশোরী। না ভাই, মনটি কেমন খারাপ হয়ে গেল, তাই চোখের জল রাখতে পারিনি।

(কল্যাণীর গীত)

তোল মুখশশী বিরহের নিশি
শেষ হয়ে এল ঐ
ওগো কমলিনি ঐ দিনমনি
আকাশে ভাসিল ঐ
দক্ষিণা বাতাস দূত তব হয়ে,
দীরঘ নিঃশ্বাস নিয়ে গেছে বয়ে
আকাশ তোমার আঁখি জল নিয়ে
রচেছে শিশির কণা
নিশীথে তাহারে কভুবা কাঁদারে
করিয়াছে আনমনা।
রয়েছে যে চাহি ওগো প্রেমময়ী
সে চাওয়া মিটিল ঐ।

কিশোরী। নে তোর রঙ্গ রাখ্, আমার ভাল লাগছে না।

কল্যাণী। রঙ্গ নয় গো রঙ্গ নয়—সত্যই দাদার কাছ থেকে দূত এসেছে চিঠি নিয়ে—দাদা ফিরে আসছেন—এই নাও চিঠি।

(নবকিশোরী চিঠিখানি কাড়িয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থান)

(কল্যাণীও পিছু পিছু চলিল।)

———

পঞ্চম দৃশ্য

[গৌড়ের নবাবের দরবার-কক্ষ]

এব্রাহিম খাঁ ও মৌলবী বদরুদ্দিনের প্রবেশ।

মৌলবী। তাহলে নবাবজাদা নসেরিতের সঙ্গে, রাজা গণেশের যুদ্ধ বেধেছে ?

এব্রা। [চিন্তিত ভাবে] সবকার শেষে সংবাদ তাই—

মৌলবী। আপনি এত চিন্তিত হয়ে পড়ছেন কেন ? নবাবজাদার সঙ্গে, সে কাফের ব্যাটা পার্ব্বেন না।

এব্রা। আমিও প্রার্থনা কচ্ছি তাই হোক ! কিন্তু ধর যদি তেমন সর্ব্বনাশই ঘটে, নবাবজাদা যদি—

মৌলবী। না না সে হতেই পারে না। সে রকম "যদি"—নবাবজাদার কাছে নেই। নবাবজাদার শিক্ষিত সৈন্য অগণ্য, কে তাকে রোধ কর্ব্বে ?

এব্রা। রাজা গণেশের সৈন্যরাও সুশিক্ষিত, সেনাপতিরা সুদক্ষ। আমি অত নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি না।

দূতের প্রবেশ।

এব্রা। কি সংবাদ দূত ?

মৌলবী। সংবাদ আবার কি ! নবাবজাদা নসেরিৎ শা যুদ্ধে নিশ্চয়ই—

দূত। নিহত হয়েছেন।

মৌলবী। কি বল্লে ?

দূত। আমাদের সৈন্যেরা যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে—আর হিন্দু সৈন্য দাবানলের আগুণের মত, তাদের পেছনে ধেয়ে আসছে।

মৌলবী। তাহলে উপায় ?

এব্রা। উপায় আর নেই। মৌলবী ! মুসলমান সাম্রাজ্য গেল, হিন্দু যদি সাম্রাজ্য চায়, কে তাকে রোধ কর্ব্বে ? তুমি জান না মৌলবী ! হিন্দুদের যে সাম্রাজ্য নেই তার কারণ তারা সাম্রাজ্য চায়নি। আজ যদি তাদের আবার তাই পাওয়ার ইচ্ছা হয়ে থাকে কে তাকে রোধ কর্ব্বে ?

মৌলবী। [একান্ত নিরুপায় ভাবে] তাহলে উপায়।

এব্রা। এখন একমাত্র উপায়, এই মুহূর্ত্তে গৌড়ের সিংহাসনে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বসানো। যে সুচতুর ও সুকৌশলী—

মৌলবী। আমি কেমন করে বসাবো ?—

এব্রা। তুমি মৌলবী ! মসজিদের সর্ব্বে সর্ব্বা, তোমার কথার পরে প্রজাদের অসীম শ্রদ্ধা, তুমি যদি একেবারে অনুপযুক্ত নয় এমন কাউকে সমবেত সভাসদদের সাম্‌নে সিংহাসনে বসিয়ে দাও কেউ নেই যে টুঁ শব্দটী কত্তে পারে। তুমি তোমার প্রতাপ জান না।

মৌলবী। তা বটে, তা বটে, কিন্তু আমিও আপনি ভিন্ন অন্য কোন উপযুক্ত লোক দেখছি না, আবার শুধু উপযুক্ত হলেই ত হয় না ? রাজার রক্ত থাকা চাই। আপনি ত বলেছিলেন নবাবের সঙ্গে আপনার কি যেন সম্বন্ধ আছে ?

এব্রা। হ্যাঁ, আমার চাচার নানীকে বিয়ে করেছিল নসেরিতের ঠাকুর-দাদার—আপন মামা।

মৌলবী। তা হলেই হলো। আমি দেখ্‌ছি নবাবের গদি, আপনার ভাগ্যেই নাচ্‌ছে।

এব্রা। সত্যই তুমি যদি তাই মনে কর, তাহলে এখনি তুমি নবাবের মাথার মুকুট নিয়ে এস। নসেরিতের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে নব নরপতির নাম লোকে জান্‌তে পারে, তার ব্যবস্থা কর। কে জানে গৌড়ের হিন্দুদের মনে কি আছে ?

মৌলবী। তাহলে আজই ?—

এব্রা। আজই নয়, এখনই। তুমি যাও, আমিও সভাসদদের সমবেত কচ্ছি।

মৌলবী। আচ্ছা, আচ্ছা। [তাড়াতাড়ি প্রস্থান।

এব্রা। [আহ্বান করিল] বাটু !

অত্যন্ত খর্ব্বকায় সগুম্ফশ্মশ্রু বাটু প্রবেশ করিল।

এব্রা। মৌলবী রাজী হয়েছে বাটু, এখন সহকারী সেনাপতি তোরাপ-খাঁর মত হলে হয়।

বাটু। (ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইল যে মত না হইলে খুন করিয়া ফেলিবে)

এব্রা। কতকগুলো গোমুর্খ। তাদের উচিত ছিল এতক্ষণ আমার খোসামোদ করে সিংহাসনে বসানো, তা নয় আমার আবার তাদেরই খোসামোদ কর্ত্তে হচ্ছে। জগৎ গুণের আদর করে না বাটু।

বাটু। (ইঙ্গিতে) মোটেই না।

এব্রা। তুই যা তোরাপ গাধাটাকে ডেকে নিয়ে আয় শীঘ্র।—(বাটু ছোট ছোট পা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল) এ পর্য্যন্ত চাকা ঠিক চল্‌ছে। আজিমের সঙ্গে নসেরিতের বিবাদ,—আজিমের মৃত্যু,— তারপর নসেরিতের সঙ্গে গণেশের যুদ্ধ, নসেরিতের মৃত্যু। পথ কণ্টকহীন ! গৌড়ের সিংহাসন ! শৈশব থেকে তোমার সোনার আভা আমায় নিয়ত টান্‌ছে। আজ মনে হয়, তুমি - বুঝি ধরা দিলে। তোমাকে পেলে আসমানতারাকে পেতে বিলম্ব হবে না। স্ত্রীলোক সম্পদের দাসী।

(তোরাপখাঁর প্রবেশ)

এব্রা। সেলাম সেনাপতি !

তোরাপ। সেলাম, সেলাম, আমাকে স্মরণ করেছেন ?

এব্রা। সেনাপতি তুমি যুবক! কাজেই তুমি একটু চপল হলেও,—তোমাকে কেও দোষী বলবে না। কিন্তু আজ এমন দিনে, নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, এত উদাসীন হওয়া, একি উচিৎ?—

তোরাপ। (মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল) আপনার কথার তাৎপর্য্য কিছুতো বুঝলাম্ না!

এব্রা। জান কি, গৌড় কাল যা ছিল আজ তা নেই?

তোরা। না।

এব্রা। অথচ তুমি গৌড়ের প্রহরায় রয়েছ?—

তোরা। আঁপনার হেঁয়ালী পরিস্কার করে বলুন।

এব্রা। যুদ্ধের সংবাদ কি?—

তোরা। কালকের সন্ধ্যার সংবাদ রাখি। গণেশের সৈন্য দলের সহিত নবাবের সাক্ষাৎ হয়েছে। আজ বোধ হয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

এব্রা। বোধ হয়!

তোরা। আপনি কি মনে করেন, এত দূরে বঁসে, বোধ হয় না। বলে,—নিশ্চয় বলা চলে?—

এব্রা। অবশ্য চলে। জান, গৌড়ের যে বটগাছের ছায়ায় আমরা সকলে বাস কর্চ্ছিলাম—তা ভূমি চুম্বন করেছে।

তোরা। নসেরিৎ শা!

এব্রা। প্রভাতের প্রথম প্রহরেই, তাহার জীবনে সন্ধ্যা নেমেছে।

তোরা।—খোদা, আর আমি এখানে এখনও দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমি চল্লাম দেওয়ান সাহেব।

এব্রা। দাঁড়াও, ব্যস্ত হও না। দশ সহস্র কি বিশ সহস্র প্রাণ বলি দিয়েও—সেই একটা দেহে ছোট নিঃশ্বাস ফেলার মত ও প্রাণ সঞ্চার কর্ত্তে পার্ব্বে না। এখন সেখানে ছুটে যাওয়া মানে—তার স্ত্রী ও জননীকে বিপদে ফেলে যাওয়া।

তোরা। আপনারা আছেন !—

এব্রা। অন্ধ যুবক ! বটগাছ পড়ে গেলে, ছায়াশ্রয়ী ছোট গাছগুলির ইচ্ছা করে নাকি, আমি একবার এমনি করে বেড়ে উঠে আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলি , এমনি কত ইচ্ছা, এরি মধ্যে মাথা তুলেছে জান ?

তোরা। তাহলে এখন—

এব্রা। যত শীঘ্র পার একজন যোগ্য ব্যক্তির হাতে রাজদণ্ড তুলে দাও। নইলে গৌড়ের রাজছত্র সকলে মাথায় দিতে যেয়ে টেনে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে। মানুষ এত স্বার্থপর। জগতের আদি থেকে—দুঃখ করে লাভ নেই—

তোরা। কিন্তু এমন সমর্থ ব্যক্তি কে আছে ? নবাবজাদার কোনও পুত্র কন্যা নেই, যে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে আমরা তার পাহারায় থাক্‌বো।

এবো। তা থাক্‌লেত কথাই ছিল না। সমস্যা সহজ হয়ে যেত

তোরা। আমার মতে, আমার গুরু, সেনাপতি মনিরুদ্দিন আসুন তারপর যা হয় স্থির কর্‌লে হবে।

এব্রা। মণিরুদ্দিন ? যে তাহার দেহের শোণিত দিয়ে পৃথিবীর গায়ে রাঙ্গা ওড়না জড়িয়ে দিচ্ছে।

তোরা। নিহত ?—

এব্রা। আহত। গুরুতর ভাবে—

তোরা। হা খোদা ! তাহলে সোরাব মুন্সিকে ডাকি, তিনি বিচারাধিপতি হলেও উদার তেজস্বী।

এব্রা। উদার যে তেজস্বী যে সে জগতের কুটিলতায় মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বাস করে কিছু গড়ে তুলতে পারে না। সে পারে ঝড়ের মত হয়ত একদিন মহত্বের একটা বিমূঢ় করা দৃষ্টান্ত জগতকে দিতে যেতে, পারে নিজেকে দানে দানে নিঃশেষ করতে। জগতের কুটালতা ষড়যন্ত্র, লোভ,

এদের ভিতরে বসে একটা অনুষ্ঠানকে গড়ে তোলা, তাকে ধরে থাকা, সে উদারতায় পেরে ওঠে না।

তোরা। তবে আর কে হবে? আর এক আছেন আপনি। কিন্তু—

এব্রা। কিন্তু কি?

তোরা। কিন্তু আপনি রোজ নামাজ ছেড়ে এই সব কাজে কি হাত দেবেন?

এব্রা। ইচ্ছা ছিল না। কি ন্তু দেশের অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছি। খোদার ইচ্ছায় হয়ত এ জঞ্জাল, দিন কতক বইতে হবে।

তোরা। বেশ, বেশ, তাহলে আপনি এখুনি ঘোষণা করে দিন। কোনও ভয় নেই আপনার। যদি কেউ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যায়, তাকে আমি জীবিত রাখব না।

এব্রা। আমি জানি তোরাপ, তুমি উদার, কর্ম্মনিষ্ঠ ও প্রভুভক্ত। তোমার উপরে আমার বড় আশা। আশা করি তুমি আমার ধারণা ভেঙ্গে দেবে না। তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে মহীয়ান স্বপ্ন আমি দেখি, তুমি তা তোমার কার্য্যাবলীর দ্বারা সার্থক কর্ব্বে।

তোরা। আমার বিশ্বাস আছে, যে আমি আমার কর্ত্তব্য পালনের দ্বারা চিরদিন আপনার স্নেহের অধিকারী হয়ে থাকব। গৌড়ের নবীন বাদশা, আপনাকে আমি আমার প্রথম অভিবাদন জ্ঞাপন করি। (কুর্ণিশকরণ)

এব্রা। (বক্ষে ধরিয়া) আমিও গৌড়ের নবীন সেনাপতিকে প্রাণভরে আশির্ব্বাদ কচ্ছি। যাও সেনাপতি, সভাসদ্‌দের আহ্বান করে আন! (তোরাব সানন্দে চলিয়া গেল) বাটু! (বাটু উদ্বিগ্ন মুখে প্রবেশ করিল) আশাতিরিক্ত ফল বাটু! আজ রাত্রে তুমি গৌড়ের প্রাসাদে বসে রাজভোগ খাবে। তোরাব রাজী হয়েছে। (বাটু নৃত্য আরম্ভ করিল)

এব্রা। যা, যা, এখন যা। ঐ দেখ, সভাসদেরা আসছে।

(বাটুর প্রস্থান)

[তোরাপ ও সভাসদ্‌গণের প্রবেশ]

মহম্মদ আলি মুন্সি। দেওয়ান জী! নবাব সম্বন্ধে যা শুন্‌লাম তাকি সত্য?—

এরা। গৌড়ের মহা দুর্ভাগ্য। তাই একমাসের মধ্যে তার আকাশ থেকে, চন্দ্র সূর্য্য খসে গেল!—

মহম্মদ। কি সর্ব্বনাশ। আমাদের চারিপাশে এই বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এল, কে আমাদের তার মধ্যে পথ দেখিয়ে দেবে? গৌড়ের সিংহাসন শূন্য—রাখা চল্‌বে না। এ সাম্রাজ্য দুর্দ্দান্ত অশ্বের মত। সওয়ার না থাকলে উন্মার্গগামী হবে।

অন্য সকলে। খুব সত্য কথা।

তোরাপ। আমার মতে এখনই এই শূন্য সিংহাসনে কাউকে বসিয়ে দেওয়া উচিত, এবং এ সময় যদি কেউ রাজ্য চালনা করতে পারেন তবে যে একমাত্র আমাদের বিচক্ষণ দেওয়ান সাহেব।

জনৈক সভাসদ। কেন তরিফদ্দিন মহম্মদ অযোগ্য কিসে?

অন্য সভা। সফিউদ্দিন গোলদারই বা চালনা কর্ত্তে পার্ব্বেন না কেন?—

তোরা। পার্ব্বেন না তার কারণ, তারা অন্যদিক দিয়ে কৃতী হলেও, নবাবজাদার বংশের সঙ্গে তাদের কোনও সম্বন্ধ নেই। আমার মতে, দেওয়ান সাহেবই উপযুক্ত পাত্র। এই যে মৌলানা আসছেন!

[মৌলবী সাহেবের প্রবেশ]

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি। বেশ ওর কাছেই জিজ্ঞাসা করা যাক। মৌলানা সাহেব! নবাবজাদার—অবর্ত্তমানে, গৌড়ের শাসন ভার হাতে নিতে,—তরিফদ্দিন মহম্মদ অনুপযুক্ত কিসে?—

মৌলবী। তা জানি না। তার চেয়েও একজন উপযুক্ত আছেন, তার খবর আমি রাখি।

সকলে। কে, কে?

মৌলবী। দেওয়ান সাহেব এব্রাহিম খাঁ। ছলিমদ্দি এদিকে এস।

(রৌপ্যাধারে স্বর্ণ কিরীট আনিয়া উপস্থিত করিল)

তোরা। ঠিক বলেছেন। আজকের গৌড়ের এই বিপদের দিনে, আমরা—আপনার হাতে এ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড তুলে দিলাম। আপনি ন্যায়মত, ধর্ম্মমত, তা চালনা করুন।

(নেপথ্যে গোলমাল)

এব্রা। ওকি বাইরে ও কিসের গোলমাল—নাগরিকেরা বোধ হয় নবাবের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছে! তাড়াতাড়ি মৌলানা সাহেব তাড়াতাড়ি।

মৌলাবী। দেওয়ান সাহেব, আপনি সিংহাসনে উপবেশন করুন। দেওয়ান সাহেব, আমি খোদার দোয়া—কামনা করে, আপনার মাথায় এই সাম্রাজ্যের সোণার বোঝা তুলে দিচ্ছি,—আপনি যেন নিরাপদে তা বইতে পারেন।

[সিংহাসনোপবিষ্ট এব্রাহিমের মস্তকে কিরীট পরাইয়া দিতে গেলেন সেই মুহূর্ত্তে একটি বাণ আসিয়া সে কিরীট হস্তচ্যুত করিয়া দিল—সকলে চমকিয়া উঠিল।]

যদুমল্ল হাসিমুখে বামপার্শ্ব দিয়া ক্ষিপ্রভাবে প্রবেশ করিয়া বলিলেন]

যদু। আপনার ভুল হয়েছে মৌলানা সাহেব ও মুকুট ভবিষ্যতে পর্ব্বে আমি আর এখন পর্ব্বেন রাজা রাজরাজেশ্বর গণেশ নারায়ণ ভাদুড়ি।

তোরা। কে আছ বন্দী কর কাফের কে?

যদু। কেউ নেই কাজেই বন্দী হলাম না।—

[রাজা গণেশের প্রবেশ]

সভাসদ্গণ। কিন্তু আমরা অস্ত্র ধরতে জানি।

গণেশ। আমার হুকুম যে তোমরা সব তরবারী কোষবদ্ধ কর।

মৌলাবী। কে আপনি ?

গণেশ। আমি রাজা গণেশ ! আমার নাম তোমরা শুনেছ। মুসলমানেরা আমায় ভক্তি করে, কারণ আমি তাদের বন্ধু। আজ আমি এখানে সেই বন্ধুত্বের পরিচয় দিতে এসেছি। যোদ্ধা ভাবে নয়, তোমাদের সম্রাটভাবে। আমাকে বিশ্বাস কর, তোমরা সুখে থাকবে।

তোরা। যদি না করি ?—

[গণেশ বংশীধ্বনি করিলেন—অগণিত তরবারী সভাসদ্গণের পশ্চাৎ হইতে ঝল্সিয়া উঠিল। গণেশ সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এব্রাহিম সরিয়া দাঁড়াইল। হতবুদ্ধি সেই সভাসদ্গণের সম্মুখে যবনিকা নামিয়া আসিল।]

——(*)——

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

—:*:—

[গৌড়ের রাজ-প্রাসাদের পশ্চাৎস্থিত পুষ্পোদ্যানের পুষ্প বৃক্ষে বারি-সেচন নিরতা আসমানতারা গান গাহিয়া গাহিয়া ঘুরিতেছিলেন।]

(আসমাণের গীত।)

ওগো যত বার দেখি দেখা থাকে বাকী
আঁখির পিয়াসা মেটে না,
দৃষ্টির পারে কেন যাও সরে
অদেখায় কাল কাটে না।
জান নাকি প্রিয় নিঠুর নিদয়
সাধ আশা যত কামনা
তোমারেই ঘিরে মরিতেছে ঘুরে
তোমা বিনা কিছু চাহে না।

[গৌড়সম্রাটের প্রতিনিধি যদু নারায়ণ একটী বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইলেন, একটু পরে খুঁজিতে খুঁজিতে দিনরাজ সেখানে প্রবেশ করিতেই যদুনারায়ণ চমকিয়া মুখে হাত দিয়া কথা কহিতে বারণ করিলেন; একটু পরে গান শেষ করিয়া আসমান তারা দূরে অদৃশ্য হইল।]

যদু। কি জন্য এসেছ এখানে?

দিন। অসন্তুষ্ট হয়েছ ভাই!

যদু। অন্তরের গোপন কক্ষে সংবাদ না দিয়েই হাজির হয়েছো, লজ্জিত হয়ে পড়েছি।

দিন। এ গানে বার্দ্ধক্যকে টেনে আনে! তুমি ত যুবা লজ্জিত হ'ও না। তোমার লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। আমি তোমার সংযমে বিস্মিত হয়ে গিয়েছি বন্ধু! রূপের ও গুণের আকর্ষণে আকৃষ্ট না হয় এমন মানুষ ত আমি দেখিনি। কিন্তু তুমি যে শুদ্ধ মাত্র কর্ত্তব্যের খাতিরে নবাবজাদীর মত যৌবনমণ্ডিতা অপ্সরীর ভালবাসা অনায়াসে অবহেলা কর্ত্তে পার্লে সে জন্য আমি তোমাকে অভিনন্দিত না করে পারছি না।

যদু। অতখানি বিশ্বাস ভাল নয় বন্ধু?

দিন। তা জানি। কিন্তু কর্ত্তব্যকে মেনে নেওয়ার মত সুবুদ্ধি যখন মানুষের হয় তখন তার চরিত্রের দৃঢ়তার বৃদ্ধি অনিবার্য্য।

যদু। তোমার স্বপ্ন সত্য হোক ভাই—কিশোরী এক পত্র লিখেছে আমাদের অভিযানকে অভিনন্দিত করে;—অপূর্ব্ব সে পত্র। দিনরাজ আমার পাখীটার কাকলি কি চিরকাল—অম্লান রাখিতে পার্ব্ব না?

দিন। কেন এ সন্দেহ বন্ধু?

যদু। সেই শরীরের আহ্বান দিনরাজ। জানি না তোমাদের কেমন, কিন্তু আমি ত একে অবহেলা কর্ত্তে পাচ্ছি না। মাংসপেশীর ভিতর অদৃশ্য কাটার মত এর বেদনা যখন তখন আমাকে বিচলিত করে তোলে। আমি নিজে অত্যন্ত কঠোর সমালোচক দিনরাজ, কিন্তু এ শরীরের আহ্বানে বড় মাধুর্য্য আছে।

দিন। মাধুর্য্য নেই? এতে যদি মাধুর্য্য না থাকে তবে ভগবান সংসারের সমস্ত আনন্দের ঘনীভূত মাদকতা কেন এর ভিতর ঢেলে দিয়েছেন? এরই প্রয়োজনে ফুলে রং ধরে, এরই প্রয়োজনে ভাষাহীন পুষ্পিকার বুকের গন্ধ দূত হয়ে তার প্রিয়তমকে আকর্ষণ করে আনে, এরই আহ্বানে রমণীর দেহে স্তনপদ্ম বিকশিত হয়ে ওঠে, এর আগমণের আভাসে

বৃক্ষলতা, কীট, পশু মানব, অপূর্ব্ব আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে, এতে যদি মাধুর্য্য নেই তবে মাধুর্য্য কিসে আছে ?

যদু। কিন্তু মহিমা ?

দিন। মহিমা নেই। সে সম্পদ প্রেমের, অনাবিল স্বার্থ গন্ধহীন যে ভালবাসা তার।

যদু। নবকিশোরীর ?

দিন। নিশ্চয়ই। সেই মহিমময়ী আধুনিক যুগের চরিত্র শ্লথতার মধ্যে বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তিনি তার নিজের মহিমায় ধ্রুব-তারার মত গগনের এক প্রান্তে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

যদু। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর দিনরাজ, আমি যেন তার দুঃখের কারণ না হই। অত ভাল হয় সে জগৎ তার কাছ থেকে মহত্ত্বের পুরোদাম আদায় করে নেয়।

দিন। আমি সে ভয় বড্ড করি !

যদু। কিন্তু তুমি কেন এসেছিলে তাত বল্লে না—

দিন। আমি সপ্তাহ দুই এর ছুটী চাই। একটা সংবাদ পেয়েছি, তার জন্য চিন্তিত আছি।

যদু। কি সংবাদ ? কার সম্বন্ধে ?

দিন। কার সম্বন্ধে সংবাদে আমি চিন্তিত হতে পারি ?

যদু। কল্যাণীর সম্বন্ধে ?

দিন। হ্যাঁ

যদু। কি, অসুখ নাকি ?

দিন। তার চেয়েও গুরুতর, আমি এই কিছুক্ষণ আগে এক সংবাদ পেলাম যে কল্যাণী তোমার সহোদরা ভগিনী নয়—

যদু। (মৃদুহাস্য করিয়া) অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতাত কিম্বা খুল্লতাত ?

দিন। না, কল্যাণী মোটেই ব্রাহ্মণ কন্যা নন্।

যদু। মিথ্যা কথা। স্বপ্ন দেখেছো, কিম্বা তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা।

দিন। যাচাই করে আসি। এখন আর কিছু বল্‌ব না। হয়ত দিনরাজ যাকে আকাশের চাঁদ মনে কর্চ্ছিল তিনি পৃথিবীর সরোবরের এক শ্বেত পদ্ম ; হয়ত চেষ্টা কর্লে তাঁকে ছোওয়া যায়।

যদু। কে সংবাদ দিলে ?

দিন। এক সন্ন্যাসী। আর কিছু বল্‌ব না। ছুটা মঞ্জুর ?

যদু। নিশ্চয়ই ! চল আদেশ দিচ্ছি। (উভয়ের প্রস্থান)

(ইব্রাহিম ও আসমানতারার প্রবেশ)

ইব্রা। তোমার সিদ্ধান্ত কিছু স্থির হল কি ?

আস। মাঝে মাঝে আপনার পরামর্শের উপকারিতা বুঝি, কিন্তু পরে আবার তা হারিয়ে ফেলি !

এব্রা। কিন্তু দিন চলে যায় ; যদুমল্লের প্রভাব দিন দিন গৌড়ে দৃঢ়তর হচ্ছে। এখনও চেষ্টা করলে আজিমসার স্বপ্ন সফল কত্তে পার কিন্তু পরে বড় বেশী বিলম্ব হয়ে যাবে। আমার বেশ মনে আছে, সেই দিন রমজানের সিন্নির দিন, নগরে মহোৎসব, আজিম সা এই প্রাসাদের ছাদে আমার সাথে দাঁড়িয়ে। গৌড়ের আলোক মালার দিকে তাকিয়ে তিনি বল্লেন "দেওয়ান সাহেব, এমন একদিন এই বাংলা দেশে আন্‌তে হবে, যে দিন সন্ধ্যার আজান যখন আকাশে উঠবে সমস্ত বাংলা দেশ তার ধ্বনিতে থর্ থর্ করে কেঁপে উঠ্‌বে, সমস্ত বাংলা দেশে শুধু এক দেবতার নাম ধ্বনিত হইবে সে "আল্লা হো আকবর"। সরোবরে যেমন সহস্র সহস্র কমল ফুটে ওঠে তেম্‌নি আমি এই গৌড় নগরে সহস্র মস্‌জিদের শ্বেত শোভা ফুটিয়ে তুল্‌ব। একটা মানুষের মত মানুষ ছিলেন, এই আজিম শা।

আশ। আমার বাবার মত ভাল মানুষ কেউ কখনও দেখেনি—

এব্রা। অথচ তুমি সেই মহাত্মার কন্যা! তোমার হাতে শক্তি থাক্‌তে তুমি তার সেই সাধ পূর্ণ কর্লে না, তোমার সুবিধা থাক্‌তে তুমি তার স্বপ্ন সফল কর্লে না; তুমি কি তোমার বাবাকে একটুও ভাল বাস্‌তে না?

আশ। দেওয়ান সাহেব!

এব্রা। কি? তিরস্কার কর্বে? কিন্তু তিরস্কারের পাত্র কে? সেই মহাপুরুষের অকৃতজ্ঞ কন্যা, না তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী অধম ভৃত্য?

আশ। ভাল, আপনারা বিদ্রোহ করেন না কেন?

এব্রা। দীর্ঘ তিনমাস ধরে, রাত্রে না ঘুমিয়ে আমি সেই বিদ্রোহেরই আয়োজন কচ্ছি আশমান। দ্বাদশ সহস্র মুসলমান সৈন্য আজ আমার করতল-গত। কিন্তু সে বিদ্রোহে প্রাণ নেই। যে পাত্র থেকে অগ্নিশিখা উঠে সেই বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ কর্বে, সে পাত্র শীতল! যে উঠে সিংহিণীর মত চাইবে যে ফিরিয়ে দাও আমার সিংহাসন, সে গৃহপালিত কুক্কুরের মত একগ্রাস অন্নে তুষ্ট! যার আজ উন্মাদের মত উল্কার মত দেশ বিদেশে ছুটে বেড়ান উচিত ছিল, সে আজ পরচালিত লতিকার মত যদু-মল্লের উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন কচ্ছে! হায় সম্রাট কেন তুমি এই বংশের কলঙ্ককে বুকে ধরে মানুষ করে গিয়েছিলে? আজ তোমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ঘৃণায় সমস্ত মুসলমান হাসে—তা জান আশমান?

আশমান। বলুন, বলুন, আমায় কি কর্ত্তে হবে?

এব্রা। কি কর্ত্তে হবে? একবার ঐ শান্ত সন্তোষ-মুগ্ধ প্রাণে মুসলমানের লুপ্ত-গৌরব-উদ্ধারের তীব্র আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলতে হবে। একবার সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বল্‌তে হবে, "আমি এসেছি সন্তানগণ, তোমাদের হয়ে তোমাদের নামে আবার বাংলা দেশ শাসন করবার জন্য"—

আশ। পার্ব্ব—পার্ব্ব – আমি নিশ্চয়ই পার্ব্ব—

এব্রা। কাল যখন দরবার হবে তখন পিছনে অগণিত মুসলমান সৈন্য নিয়ে, পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান জাতির সহানুভূতি নিয়ে, তোমায় প্রকাশ্য দরবারে যদুনারায়ণের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—

আশ। তাঁর কাছে?

এব্রা। সেই কাফেরের কাছে। উন্নত আননে, স্পষ্ট স্বরে, তোমায় বল্‌তে হবে "যদুনারায়ণ আমার সিংহাসন আমি অধিকার কর্ত্তে এসেছি, কিন্তু আমি যুদ্ধ চাই না, তোমাকে সসম্মানে তোমার সাতগড়ায় ফিরে যেতে দিচ্ছি, কিন্তু এ জীবনে আর কখনও গৌড়ে এস না।"

আশ। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমি একথা বলতে পার্ব্ব না।

এব্রা। কেন, আমরা পেছনে থাক্‌ব; তোমায় অপমানিত কর্ব্বে, সাধ্য কি?

আশ। না, অপমান তিনি কর্ব্বেন না।

এব্রা। তবে?

আশ। তবে কি তা আমি জানিনে—

এব্রা। হু। কিন্তু তোমাকে তা জানতেই হবে।

আশ। [সবিস্ময়ে] জানতেই হবে!

এব্রা। (সরোষে) তুমি কি মনে কর তোমার এ কুণ্ঠা সকলের চোখ এড়িয়ে যায়?

আশ। মেহের!

দাসী মেহেরের প্রবেশ।

এব্রা। মেহেরকে কেন?

আশ। দেওয়ানজীকে বাইরে নিয়ে যাও।

এব্রা। (ক্রোধ দমন করিয়া) আচ্ছা ও কথা থাক। কিন্তু তুমি যদি

অগত্যা একখানা পত্রেও একথা না স্বীকার কর আমি কি বলে গিয়ে যদুনারায়ণের কাছে দাঁড়াই! তোমার বোধ হয় ইচ্ছা নয় যে, এত আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

আশ। আপনি পত্রের মুসাবিদা করে নিয়ে আস্‌বেন, আমি সই করে দেব—

এব্রা। তাই দিও, তাহ'লেই হবে।

আশ। আচ্ছা আসুন—এখন—

[ইব্রাহিমের মুখে প্রস্থানের সময় অপমানের প্রতিশোধের কামনার বিকট ভ্রূকুটি ফুটিয়া উঠিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০—

[গিরিনাথের কুটীর]

গিরিনাথ ও ন্যায়রত্ন।

(গিরিনাথের গীত)

ঘিরেছে আমার প্রাণ
কালো মেঘরাশি
কোথায় আনন্দ আর
কোথা আলো হাসি
ভাদর বাদল মম
অশ্রু বাষ্পে ঘেরা
আকুল হৃদয় মম
জীবন রতন্ হারা
কোথায় মরণ ওগো
আর কত দূরে গো
নিয়ে যাও তীরে তব
ভাঙ্গা বুকে আসি।

ন্যায়রত্ন। গিরিনাথ, ভাই!

গিরি। দাদা!

ন্যায়। আর—কেঁদে ফল্‌কি ভাই? কাঁদলে তো আর কোন উপায় হবে না –

গিরি। উপায়! না, তা হবে না—[সহসা] দাদা—দাদা—আমার উমাকে কি আর ফিরে পাব না?

ন্যায়। গিরিনাথ এতকাল অগ্রজ বলে সম্বোধন করেছ—আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর্ব্বে ? –

গিরি। বল

ন্যায়। আমাকে তোমার সত্য অগ্রজ হতে দেবে গিরিনাথ ? আমার এই প্রসারিত পক্ষপুটের তলে আমার অন্ধ দুর্ভাগা ভাইটাকে রক্ষা করে—নিয়ে বেড়াব।

গিরি। না দাদা –না না।

ন্যায়। কেন ভাই—

গিরি। এ বুকের তাপ তুমি সইতে পার্ব্বে না। ও হো হো জলে গেল জলে গেল।

ন্যায়। স্থির হও ভাই। তুমি দেবতার পূজারী হিন্দু ব্রাহ্মণ; তুমি এত অধীর বিচলিত হয়ে পড়বে কেন ? সেই শঙ্করাচার্য্যের শ্লোক স্মরণ কর, —কা তব কান্তা—

গিরি। দাদা, শঙ্করাচার্য্য যখন এই শ্লোক লিখেছিলেন তখন তার কন্যা গুণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছিল না। দুঃখ দেখে লেখা, আর দুঃখ পেয়ে লেখার মধ্যে কোনও মিল নেই। দাদা আমায় ছেড়ে দাও।

ন্যায়। ভাই যে যার কর্ম্মফল ভোগ করে একথা তো বিশ্বাস কর।

গিরি। করি। দাদা তাতে দুঃখ ভোগের কারণ কি তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সান্ত্বনা কোথায় ? আমি যে আমার মাকে নিজে উদ্ধার কর্ত্তে যেতে পার্ল্লাম না, তার কারণ আমার অন্ধত্ব ; কিন্তু তাতে আমার মন ত চুপ করে থাকৃতে পাচ্ছে না ! এই দেখ কেমন করে অস্থির হয়ে সমস্ত বুক ভেঙ্গে বের হওয়ার চেষ্টা কচ্ছে। একি উৎকট যন্ত্রণা কি উৎকট যন্ত্রণা !

ন্যায়। ভাই, বৈরাগ্যকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত কর, শান্তি পাবে।

গিরি। ব'ল না দাদা, ব'ল না। দুঃখীর—নির্জ্জিতের বৈরাগ্য বৃথা, মিথ্যা, ভণ্ডামী। দাদা, আমায় বিদায় দাও।

ন্যায়। না গিরি, আমি তোকে বিদায় দিতে পার্ব্ব না। তুমি এমন করে অসহায়ের মত—ওকে, উমা আস্‌ছে না ?—তাইত ! তাইত !

গিরি। কই, কই ! কই উমা ? উমা !

উমা। বাবা—বাবা—[ছুটিয়া আসিয়া জড়াইয়া ধরিল]

গিরি। তোর অন্ধ ছেলেকে মনে পড়েছে মা !

[ন্যায়রত্ন চক্ষু মুছিতেছিল, হঠাৎ উমার সঙ্গী বৃদ্ধ মুসলমানকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং গিরিনাথ ও উমার দিকে চাহিয়া বলিলেন।]

ন্যায়। দাঁড়াও দাঁড়াও ! [সকলেই চমকিয়া উঠিল]

ন্যায়। উমা, তুমি যবনস্পৃষ্টা ?

উমা। (ভীতি-বিহ্বল করুণ নয়নে একবার ন্যায়রত্নের দিকে তাকাইল —পরে গিরিনাথের দিকে ফিরিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিল) বাবা !

গিরি। মা ! [বলিয়া উমাকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল]

ন্যায়। গিরিনাথ, অপেক্ষা কর। [মুসলমান ভদ্রলোকের প্রতি] মহাশয় আপনি ওকে কোথায় পেয়েছিলেন ?

মুসলমান। [অসন্তুষ্ট ভাবে] আমার বাড়ীর নিকটস্থ বাগানে—

ন্যায়। কি অবস্থায় ?

মুসলমান। মহাশয়, আপনি একটী আহাম্মক ! বাগানে একটী মেয়ে সুস্থ সজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে না !

ন্যায়। গিরিনাথ, তুমি তোমার কন্যাকে স্পর্শ কিম্বা গ্রহণ কর্ত্তে পারবে না !

উমা। বাবা—বাবা—

গিরি। [বজ্রাঘাত আশঙ্কা করিয়া শঙ্কিত স্বরে] গ্রহণ কর্ত্তে পারব না ! কেন ?

মুসল গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব্বেন না ?

ন্যায়। শাস্ত্রে ধর্ষিতা নারীর পুনঃ গ্রহণ নিষিদ্ধ।

মুসল। শাস্ত্রে তা হলে ধর্ষণও, নারীর উপরে অত্যাচারও নিষিদ্ধ।

ন্যায়। নিশ্চয় !—মহাপাতক—অনন্তকাল নরক ভোগ—

মুসল। কিন্তু শাস্ত্রে আপনার অত্যাচার বন্ধ কর্‌তে পারে নি !

ন্যায়। শাস্ত্রের কাজ তা নয়—

মুসল। শাস্ত্রের কাজ কি তাহলে নিগৃহীতাকে আরও নিগ্রহ করা ? যে অত্যাচার কর্‌লে তার শাস্তির জন্য পরকালকে নির্দ্দিষ্ট করে ইহ-কালের জন্য নিরপরাধা বালিকাটীকে দগ্ধে দগ্ধে মারা ? গুণ্ডা যে, তাকে শাস্তি দিতে পার্লে্ন না, শাস্তি দেবেন তাকে। যে একবার শাস্তি পেয়েছে তার একমাত্র কারণ, তাকে হাতের মধ্যে পেয়েছেন !

ন্যায়। আপনি ম্লেচ্ছ, আমাদের শাস্ত্রের মর্য্যাদা বুঝবেন না। এই শাস্তি বিধান না কর্‌লে বহু নারী ইচ্ছা করে ধর্ষিতা হত।

মুসল। আপনাদের শাস্ত্রের ত নারীর উপরে বিশ্বাস অগাধ দেখ্‌ছি ! বলিহারী হিন্দু-শাস্ত্র ! কতকগুলি দুষ্টা নারীর বিপথগমন রোধ করবার জন্য কতকগুলি নির্দ্দোষা নারী লাঞ্ছিতা হয়ে যখন বাড়ী ফিরে আসতে চায়, তখন তাদেরও পথ রুদ্ধ করে দেন ! দুষ্ট আর শিষ্টের সমান বিধি।

ন্যায়। মহাশয়, আপনার কাজ শেষ হয়ে থাকে যদি চলে যেতে, পারেন।

মুসল। কাজ শেষ কর্ত্তেই ত এসেছিলাম কিন্তু এখন দেখছি কিছু বাকী রয়েছে ! [উমার নিকট যাইয়া] চল নিগৃহীতা পরিত্যক্তা মা আমার—তোমার বুড়া ছেলের বাড়ী তুমি পবিত্র আলোকিত কর্ব্বে চল—

উমা। না, না, না, আপনি ফিরে যান। আমি আপনার দয়া কখনও ভুলব না। আমি চিরদিন মনে রাখব,—কিন্তু আপনি আমাকে ডাকবেন না ; আমি যেতে পার্ব্ব না। আপনি যান্ ; বাবা—বাবা !

মুসল। (একটু চিন্তা করিয়া) তা হলে যাই মা ; কিন্তু যদি কখনও বিপদে পড়, তোমার বুড়ো ছেলেটার কথা মনে রেখ। আসি মা।

(প্রস্থান)

ন্যায়। গিরিনাথ, ধর্ম্মপালন বড় কঠোর। শাস্ত্রের শাসন স্নেহ আত্মীয়তা মানে না, উমাকে পরিত্যাগ কর।

উমা। বাবা—বাবা—সত্যি কি তুমি আমায় তাড়িয়ে দেবে ?

গিরি। দাদা, আমি যদি প্রায়শ্চিত্ত করি— ?

ন্যায়। এর প্রায়শ্চিত্ত নেই গিরিনাথ ! এ বড় নির্ম্মম কর্ত্তব্য ; কিন্তু তবু আমাদের এ কর্ত্তেই হবে।

গিরি। তোমার শাস্ত্র কি নিষ্ঠুর দাদা !

ন্যায়। যাও, তুমি স্নান করে আমার গৃহে যাও। আমি উমাকে বৃন্দাবন যাত্রীদের কাছে দিয়ে আসি। ওঠো উমা, চল, আর দেরী কর না। তোমার বাবার মনে আর ক্লেশ দিওনা – এস—

(উমাকে টানিয়া লইয়া চলিল ; উমা কাঁদিতে কাঁদিতে পিছনে তাকাইতে তাকাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল)

উমা। বাবা ! বাবা !

গিরি। মা—মা !

উমা। আমায় ত্যাগ কর না বাবা !

গিরি। না—না—এ আমি পার্ব্বনা—কিছুতেই পার্ব্বনা।

ন্যায়। একি, একি ! গিরিনাথ, কি কচ্ছ ?

গিরি। ঠিক কচ্ছি দাদা—ঠিক কচ্ছি। উমা, অভাগিনী কন্যা আমার !

ন্যায়। জান তুমি এর পরিণাম কি ?

গিরি। জানি দাদা !

ন্যায়। জান তুমি আর মন্দিরে ঢুকতে পাবে না ?

গিরি। জানি !

ন্যায়। সমাজচ্যুত হবে। তোমার হস্তের অন্নজল কেউ স্পর্শও করবে না।

গিরি। জানি !

ন্যায়। সাতগড়ায় আর বাস কর্ত্তে পার্ব্বে না—তাও জান মূর্খ—

গিরি। (আকুলভাবে কাঁদিয়া)—জানি দাদা—

ন্যায়। উত্তম, তোমার পথ তুমি খুঁজে নাও শাস্ত্রদ্রোহী—আমি চল্লাম। (রুষ্টভাবে প্রস্থান)

উমা। (মুখ তুলিয়া) কোথায় যাবে বাবা ?

গিরি। তাত জানি না মা। এত বড় পৃথিবীতে কি আমাদের একটু ঠাই হবে না—চল খুঁজে দেখি—আমার হাত ধরে নে মা ! উমা ! উমা !

(ক্রন্দনের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িল)

—·—

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

[গৌড়ের প্রশস্ত দরবার কক্ষ। যদুনারায়ণ ও অমাত্যগণ শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে নিজেদের আসনে উপবিষ্ট।]

যদু। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন দেওয়ানজী ?

জীবন। করেছি মহারাজ। মুসলমান অমাত্যদের কেউ উপস্থিত নেই।

যদু। অনেকক্ষণ তাদের জন্য অপেক্ষা করা হয়েছে, তাদের তলব করুন। একি আস্পর্দ্ধা।

জীবন। (জনৈক কর্ম্মচারীকে ইঙ্গিত) পরে চট্টগ্রাম থেকে দূত সংবাদ নিয়ে এসেছে।

যদু। আহ্বান করুন।

(জীবন রায় ইঙ্গিত করিতেই একজন প্রহরী যাইয়া দূতকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। দূত নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল)

যদু। মহারাজ কি সংবাদ পাঠিয়েছেন দূত ?

দূত। চট্টগ্রাম-দুর্গ আমাদের হস্তগত হয়েছে !

যদু। হস্তগত হয়েছে ! এত শীঘ্র ? চট্টগ্রামবাসীরা তাহলে সাহায্য করেছে ?

দূত। যুবরাজের অনুমান সত্য !

যদু। তাই হওয়া স্বাভাবিক—

জীবন। স্বাভাবিক রাজপুত্র ? বিশ্বাসঘাতকতা করে কতকগুলি লোক নিজেদের দেশটাকে শত্রুর হাতে তুলে দিলে,—এই হল স্বাভাবিক ?

যদু। আমিও একদিন এমনি ভাবতাম দেওয়ানজী—যাও দূত, তুমি বিশ্রাম করগে। হ্যাঁ তাঁর ফিরে আস্‌তে কত বিলম্ব হবে ?

দূত। রাজ্য-চালনার সুব্যবস্থা না করে তিনি আস্‌তে পার্ব্বেন না—মাস দুই দেরী হতে পারে।

যদু। হুঁ—আচ্ছা যাও—

জীবন। কিন্তু রাজপুত্র ; আমার কথার উত্তর পাইনি।

যদু। দেওয়ানজী—সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় কোথায় ?—যেখানে সমাজ শরীর রুগ্ন, বীর্য্য নির্ব্বাপিত। সম্রাটেরা চিকিৎসকের মত সমাজ-শরীরে যতদিন ক্ষত না সারে ততদিন শস্ত্রোপচার করে।

জীবন। কিন্তু আমরা তাদের উপকার কর্ব্ব বলে যাইনি।

যদু। নিশ্চয়ই না। আমাদের মধ্যে আজকাল ঢের লোক আছেন যাঁরা একটি রাজ্য অবলীলাক্রমে সুশাসন কর্ত্তে পারেন। আমরা চট্টগ্রামে গিয়েছি তাদের জন্য একটা স্থানের সংস্থান কর্ত্তে। কিন্তু জেনে রাখ্‌বেন আমাদের এই স্বার্থপরতাই— তাদের উপকার করে দেবে।

জীবন। ভগবান করুন রাজা গণেশের সাম্রাজ্যে প্রজাবৃন্দের যেন দুঃখ না হয়, তারা যেন সুখে থাকে।

[এব্রাহিম খাঁ সহসা প্রবেশ করিয়া সেলাম করিলেন]

যদু। এই যে ইব্রাহিম খাঁ ! দরবার অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়েছে, খাঁ সাহেব !

এব্রা। কসুর মাপ হয় রাজপুত্র, আমাদের বিলম্ব হয়েছে একটু বিশেষ কারণে।

যদু। "আমাদের" 'আমাদের' কচ্ছেন, কিন্তু আমাদের কে ?

এব্রা। (পাশ্চাতে তাকাইয়া) ও, তাঁরা এখনও এসে পৌছুন নি দেখছি।

যদু। আমি তার চেয়ে ঢের বেশী দেখ্‌ছি। আমি দেখছি, আমার মুসলমান অমাত্যদের আর রাজা গণেশের উপরে শ্রদ্ধা নেই।

এব্রা। আজ্ঞে না, অতটা নয়, তবে আমাদের হয়েছে উভয় মুস্কিল। আপনার কথা না শুন্‌লেও চলে না—

যদু। আমার কথা কি? আমার আদেশ!

এব্রা! আজ্ঞে হঁ্যা, আপনার আদেশ আমাদের কাছে যেমন; নবাবজাদির আদেশও আমাদের কাছে তার চেয়ে কম নয়।

যদু। কি আদেশ করেছেন্ তিনি—

এব্রা। এই দেখুন (পত্র দান করিলেন)

যদু! (পাঠ করিয়া) আমার সিংহাসন ও গৌড় ত্যাগ! বটে! আচ্ছা এ পত্রের উত্তর আমি তাঁকে বাচনিক দেব—

এব্রা। তাঁকে আর আপনি দেখতে পাবেন না।

যদু। কারণ—

এব্রা। তিনি গৌড় ত্যাগ করেছেন।

যদু। কি জন্য?

এব্রা। আপনি তাঁকে বন্দিনী কর্ত্তে পার্ত্তেন—

যদু। বন্দিনী! তবুও শুনি তিনি কোথায়!

এব্রা। মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে, তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি কচ্ছেন।

যদু। উৎসাহ বৃদ্ধি!

এব্রা। যুদ্ধের জন্য! আপনি যদি এই পত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে সিংহাসন ত্যাগ না করেন তা হ'লে আজই তিনি গৌড় আক্রমণ কর্ব্বেন।

যদু। গৌড় আক্রমণ! শ্যামচাঁদ দিনরাজ বাইরে গেছেন বলেই বুঝি এই সমস্ত ষড়যন্ত্র আজ মাথা তুলেছে? মুসলমান অমাত্যরা তাই অনুপস্থিত? কিন্তু তুমি কি জাননা বেকুফ,যে, বিজিত সাম্রাজ্য কেউ চাওয়া মাত্র ফিরিয়ে দেয় না?—আর দুদশটা লাঠি সড়কীর জোরে হারানো রাজ্য ফেরৎ পাওয়া যায় না? দণ্ড-নায়ক!

(দণ্ড-নায়ক অগ্রসর হইয়া আসিলেন)

এই বিদ্রোহীর কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে প্রাণদণ্ড হবে একথা নগরে প্রচার করে দাও।

এব্রা। (জানুপাতিয়া) রাজপুত্র ! আমি দূতমাত্র ।

যদু। তুমি মন্ত্রী মাত্র ! তুমিই এই ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি কর্ত্তা। তুমি ধূমকেতু হয়ে গৌড়ের এই শান্ত সুখোজ্জ্বল আকাশে বিকট মেঘের সৃষ্টি করেছ। আজ তোমারই জন্য সহস্র নারী অনাথা হবে। তোমার এখনি প্রাণদণ্ড দিতাম, কিন্তু আজ সমস্ত দিন অন্ধকারে কারাকক্ষে নিজের শয়-তানির কথা ভেবে কালো চুল সাদা কর্ব্বে, তার পরে কাল তোমার সেই সাদা মাথা ভূমি চুম্বন কর্ব্বে। যাও।

এব্রা। যুবরাজ, আপনার কাছে আমি এ ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি। আপনি বীর,—দূতের মর্য্যাদা রাখুন—

যদু। কে দূত ? কার দূত ? কোন্ মহিমময়ী রাজ্ঞীর দূত তুমি শুনি ? অনাথা এক যবন কন্যাকে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছি, রাজকন্যার সম্মান দিয়েছি, আজ তার জন্য তার আবদার হ'ল রাজ্যশাসন কর্ত্তে হবে আর অম্‌নি তিনি হয়ে গেলেন—স্বাধীনা এক রাজ্ঞী—যিনি আমার বিনা অনু-মতিতে গৌড়ের প্রাসাদ ত্যাগ কর্ত্তে পারেন, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর্ত্তে পারেন ? যাও আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও ! মহামাত্য—

মহা। আদেশ করুন।

যদু। সেনাপতি রাজীবলোচনকে অবগত করান যে, একদণ্ডের মধ্যে আশমানতারাকে বন্দিনী করে আনতে হবে। একদণ্ড পরে যেন ভেরী-ধ্বনি শুনতে পাই। আমি নিজে এ যুদ্ধ চালনা কর্ব্ব।

এব্রা। রাজপুত্র !

যদু। যাও, একে কারাগারে নিয়ে যাও। (প্রস্থান)

(প্রহরী আসিয়া এব্রাহিমকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। অমাত্যেরা নরপতির অনুসরণ করিলেন)

চতুর্থ দৃশ্য

সাতগড়ার রাজপ্রাসাদস্থ অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যান।

(নবকিশোরীর গীত)

কোন্ দিক্ হতে কোন্ ক্ষণে
কোন্ কাজল গভীর আঁখি কোণে—
চেয়েছিল সেই বঁধুয়া আমার
মনে নাই তাহা নাহি মনে।
চ্যুত মুকুলের গন্ধ সেদিন
ভেসেছিল কিনা সমীরণে
ক্ষীণ জোছনা পড়েছিল কিনা
বাতায়ন-পথে গৃহ কোনে
ফাগুন সেদিন এসেছিল কিনা
অভিসারে মম অঙ্গনে
মনে নাই তাহা নাহি মনে।
মনে আছে শুধু, বক্ষ আমার উঠেছিল ঘন কাঁপি
অজানা কামনা অশ্রু হইয়া উঠেছিল আঁখি ছাপি !
আজ আঁধার বাদল বায়ে-
আশার তরণী বেয়ে—
আসিবে না কি বঁধুয়া আমার—
চাবে নাকি মুখ পানে ?—

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী। বৌদি,

কিশোরী। কি !

কল্যাণী। দেখ বৌদি, দিন দিন তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ। আমি দেখেছি তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদ। কেন এমন কর ?

কিশোরী। বল্ কাউকে বল্‌বি না।

কল্যাণী। না—কখনও না। বল।

কিশোরী। তোমার দাদা আর আগের দাদা নেই।

কল্যা। কি যে বল !

কিশোরী। সত্যি বল্‌ছি। কেমন করে, তা বুঝিয়ে বল্‌তে পার্ব্ব না ; কিন্তু আমি বুঝেছি, সত্যই আমি বুঝেছি,—

কল্যা। কিসে বুঝলে,—

কিশোরী। আমি জানি, আমার মন বল্‌ছে। কল্যাণী,—তুই জানিস্‌নে, তাঁর এতটুকু চিত্তের চাঞ্চল্য হলে আমার মন এই দূর থেকেই তা টের পায়।

কল্যা। হ্যাঁ ; তোমার সব যত আজগুবী কথা—

কিশোরী। নারে সত্যিই আমার এক সতীন হয়েছে !

কল্যা। দূর পাগল, তাহলে আমরা শুনতাম না ?

কিশো। সতীন প্রথম এসেছে তার মনে। এখন তাকে বাইরের কেউ ধর্ত্তে পার্ব্বে না। আমি তার বুকের সব খবরটুকু জানি যে বোন, তাই কেউ যে একজন উঁকিঝুকি মাচ্ছে তা আমি ধরে ফেলেছি।

কল্যা। তা অমন ত কতই হয়।

কিশো। যার হয় সে কষ্ট পায়। স্বামীর সঙ্গে না—যে পারা যায় না। কিন্তু এ যেন সতীনের পার সঙ্গে এক পা বেঁধে তিন পায়ে দুজনের যাওয়া। ভেঙ্গে চুরে কষ্ট পেয়ে বোঝা বয়ে যাওয়ার মত।

কল্যা। তোমার যত অদ্ভুৎ কথা! নেও, তুমি উঠ। চল একটু বেড়িয়ে আসি।

কিশো। না তুই যা আমি একটু পরে যাব।

(ত্রিপুরা সুন্দরীর প্রবেশ)

ত্রিপুরা। আচ্ছা বৌমা তোমার এ কি হ'ল শুনি!

কিশো। (শঙ্কিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কি হয়েছে মা?

ত্রিপুরা। অনুর খাওয়ার সময় হয়েছে অথচ এখনও কিছু যোগাড় করে দাওনি, সে মুখ বুজে চোরের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিশোরী। এই যাচ্ছি— [প্রস্থান।

ত্রিপুরা। নাঃ চিরকালটাই দেখে এলাম সবতায় বৌমার বাড়াবাড়ি। যদু এবার এলে বলে দেব সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। কল্যাণী, তুই এখানে একটু দেরী কর, দিনরাজ তোর কাছে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করে যাবে।

কল্যাণী। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পার্ব্ব না।

ত্রিপুরা। মাঝে মাঝে ত তুই একটা বলে থাকিস, আজ না হয় একটু ভাল করে বলিস। সে আমার ছেলের মত। বড় ভাল ছেলে। কি একটা দরকারি কথা বুঝি জিজ্ঞাসা কর্ব্বে। আমার মাথা খাস, তার কথা শুনে যাস্। [ত্রিপুরা সুন্দরীর প্রস্থান।

কল্যাণী। এলে আচ্ছা মত কড়া কথা শুনিয়ে দেব।

দিনরাজ প্রবেশ করিলেন।

দিন। বহু চেষ্টা করে আপনার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি পেয়েছি; আপনি বৃথা লজ্জা করে যেন নিরুত্তর থাকবেন না।

কল্যাণী। কিন্তু আমি ত কথা বলার অনুমতি দিইনি!

দিন। তা দেন নি বটে তবে আশা আছে সাম্‌না সাম্‌নি আর্জ্জি পেশ করলে বিফল হব না। এবং হয়ত আমার কথা আপনি শুনবেন।

কল্যাণী। কোথাও কারে দেখেছেন নাকি ?

দিন। এ আর্জ্জি যে সব মানুষ জীবনে একবারই করে, আমি নিজেকে তাদের একজন মনে করি—

কল্যাণী। হ্যাঁ সাম্‌না সাম্‌নি আর্জ্জির একটা সুবিধা আছে যে যদি কিছু দলিল পত্র না থাকে তা মুখের কথায় কাজ সেরে দেওয়া যায়—

দিন। দলিল ত বন্ধকী সম্পত্তিরই থাকে। আপনার কাছে সে রকম সম্পত্তি উপস্থিত কর্ব্ব এত বড় দুঃসাহস আমার নেই।

কল্যাণী। সম্পত্তির কারবার করে মহাজনেরা। তাদের আমি ভাল লোক বলি না।

দিন। কিন্তু জীবনে ত একবার তা হতেই হবে।

কল্যাণী। সেদিন সম্পত্তিরও সন্ধান হবে। আজ ত সেদিন আসেনি।

দিন। তা হলেও লোকে ভাবী মহাজনকে ভাল সম্পত্তির সন্ধান পেলে জানিয়ে রাখে।

কল্যাণী। সম্পত্তির কি বিবরণ শুনি—

দিন। হ্যাঁ তা শুন্‌বেন বৈ কি ; সম্পত্তির নাম দিনরাজ-হৃদয়—

কল্যাণী। খুব জমকালো নাম। নাম সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কোনও ফসল হয়েছে।

দিন। কল্যাণী মূর্ত্তি নামে একটা সূক্ষ্ম শস্ত আছে। নয়ন দূত তাই বয়ে নিয়ে সেই ক্ষেত্রে বপন করেছে।

কল্যাণী। প্রথম বার।

দিন। না

কল্যাণী। [গম্ভীর ভাবে] তাহ'লে এমন বপন অনেক হ'য়েছে।

দিন। মিথ্যা কথা বলে লাভ কি? জমির দাম কম্‌লেও আমি তা না বলে পার্চ্ছি না। নয়ন বপন করেছেন অনেক কিছু, কিন্তু ক্ষেত্র এমন বদ্‌রকমের যে ঐ একটা শস্যের ফসল ছাড়া আর কিছুই হ'ল না।

কল্যাণী। এ বুঝি পড়া মাত্র অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠলো।

দিন। সেই ত আশ্চর্য্য-তৃষিত জমি যেমন করে বর্ষার বারি শুষে নেয় তেমনি করে এই মূর্ত্তি বুকে পাওয়া মাত্র সাগ্রহে ভরে নিলে।

কল্যাণী। ফসল?

দিন। ফুলের। আজ সেই ক্ষেত্র সেই ফসলে ভর্ত্তি হয়ে গেছে সে ফুল শুভ্র, সুন্দর, স্নিগ্ধ তার গন্ধ। নিজেরা তারা গুচ্ছ বেঁধে একজনের পায়ে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে—

কল্যা। আপনার ক্ষেত্রের প্রশংসা অমতত্য সকলেই করে—

দিন। সম্রাট যদুনারায়ণ এ ক্ষেত্রের কিছু খবর রাখেন তাঁর নিকট প্রমাণ নিতে পারেন।

কল্যা। ফসলের খবর?

দিন। বন্ধু তিনি; কাজেই কতকটা রাখেন বৈকি—

কল্যা। মহাজন যদি না জোটে?

দিন। ফুল শুকোবে না। তারা ফুটে থাক্‌বে, আর চেয়ে থাক্‌বে —দিন, মাস, বছর, যুগ; মৃত্যু পর্য্যন্ত।

কল্যা। নূতন কথা। পৃথিবীর ফুল থাকে না।

দিন। রাণি নবকিশোরী—

কল্যা। তিনি অনন্যসাধারণ।

দিন। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না।

কল্যা। আমার একটা অভিযোগ আছে।

দিন। বলুন।

কল্যা। আপনার চোখ বড় বেয়াড়া।

দিন। খুব বেশী না।

কল্যা। আমি যত বারই সাম্‌নে গিয়েছি সেই চোখ দুটো আমার পানে ঘোরে কেন ?

দিন। প্রমাণ ?

কল্যা। আমি দেখেছি।

দিন। তা হলে দেখা শুধু আমার চোখেরই অপরাধ নয়। আমিও এ অভিযোগ কর্ত্তে পারি যে আমি যতবার সাম্‌নে পড়েছি আপনার চোখ আমাকে দেখেছে এবার। হেরেছেন।

কল্যা। আমি দেখেছি অন্য উদ্দেশ্যে পাহারাওয়ালায় ভাবে—

দিন। কিন্তু প্রত্যেক বারই যদি চোর আর পাহারাওলায় দেখা হয় সে বড় সন্দেহের কথা! দেবী, ঐ কমলনয়নই আমাকে আশ্বাস দিয়েছে, ঐ কাজল ঘেরা চোখের বিদ্যুৎ দৃষ্টি আমার আকাঙ্ক্ষাকে আলোকিত করেছে। তাই না আজ সে বাইরে এসে দাঁড়াতে সাহস কর্ল্লে। নৈলে দীন আমি—

কল্যা। ওঃ! আমি ভেবেছিলাম বিনয় জিনিষটা ভগবান ও ক্ষেতে বুঝি মোটেই দেন নি ?

দিন। বিদ্রুপ যত ইচ্ছা করুন। কিন্তু এটি জানবেন যে আজ আপনার মুখের একটী কথার' পরে আমার জীবনের সব নির্ভর কচ্ছে, এ জীবনের যাত্রা কোথায় শেষ হবে সে প্রশ্নের সমাধান এখনি হয়ে যাবে। আমি আপনার কাছে আমার জীবনের সব চেয়ে বড় সমস্যার সমাধানের জন্য এসেছি।

কল্যা। সে সমস্যার সমাধান ভগবান বর্ণের পার্থক্য দিয়ে করে রেখেছেন।

দিন। যদি তা না থাকে ?

কল্যা। সে কি ?

দিন। যদি প্রমাণ হয় আপনি কায়স্থের কন্যা—

কল্যা। মিথ্যা কথা।

দিন। জগতে আশ্চর্য্য ঘটনার এখনও শেষ হয়নি। রাজা গণেশ আপনার পিতা নন। আপনার পরিচয় এতদিন কেউ জানতেন না বলে আপনার পরিণয় আজও হয়নি। আপনার পিতা সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন ; তিনি আজ ফিরে এসেছেন।

কল্যা। এরূপ কথা হয় আপনার পাগলামি—

দিন। মহারাণীর কাছে জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনি তাঁর পালিতা কন্যা কিনা ?

কল্যা। কোথায় সে সন্ন্যাসী ? আমি এখনি তাঁকে দেখতে যাব। (প্রস্থানোদ্যত হইলেন দিনরাজ পথরোধ করিলেন)

দিন। কিন্তু আমার কথাটার উত্তর ?

কল্যা। চোখ ত তা দিয়ে ফেলেছে।

দিন। কল্যাণী— কল্যাণী—(হাত ধরিয়া ফেলিলেন)

কল্যা। ছাড়ুন ছাড়ুন ও কাজটা শুভদিনে কর্ত্তে হয় যে। আসুন আমায় সেই সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে চলুন—

— · —

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

গৌড় উপান্তে শিবির।

[আশমানতারা সাগ্রহে মেহেরের মুখে যুদ্ধের সংবাদ শুনিতেছিলেন]

মেহের। তোরাপ্ খাঁর ব্যবস্থা ভারি সুন্দর, হিন্দুরা মোটেই দাঁড়াতে পাচ্ছিল না।

আশ। মুসলমান সৈন্যদের ভিতর খুব উৎসাহ দেখ্লি—

মেহের। ওঃ খুব বেশী, তারা যেন জয় নিশ্চিত জেনে যুদ্ধ কচ্ছে। এব্রাহিম খাঁ মৌলানা সাহেবকে দিয়ে এদের বলেছেন যে, এই মাসে মুসলমান রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে। এব্রাহিম খাঁ কি বুদ্ধিমান্!

আশ। আমি অমন আর দেখিনি। আজ তিনি বাইরে থাক্লে যুদ্ধ জয় আমাদের নিশ্চিত হত। আহা আমাদের জন্য তিনি আজ প্রাণ হারাতে বসেছেন।

মেহের। তিনি আপনাকেও খুব ভাল বাসেন?

আশ। হ্যাঁ, খুব বেশী। সেই জন্যই ত আজ তাঁকে অকালে প্রাণ হারাতে হ'ল। এ আপ্শোষ আমার কিছুতেই যাবে না।

মেহের। যদুনারায়ণের এ ঘোর অবিচার।

আশ। নিশ্চয়ই, তারপরে তিনি নিজে যুদ্ধে এসেছেন!

মেহের। হ্যাঁ—তিনি এসে পড়ার পর থেকে ত এ যুদ্ধের স্রোত ফিরে গেল, নৈলে হিন্দুরা ত হটে গিছ্ল আর কি?

আশ। স্বার্থে আঘাত লাগ্লে মানুষ এমনি উন্মাদই হয়। যুদ্ধে খুব উৎসাহ দেখ্লি বুঝি?

মেহের। হ্যাঁ, সে প্রচণ্ড বেগ কেউ সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছে না।

আশ। কোথায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখা যায় মেহের? আমার ইচ্ছা কচ্ছে আমিও যেয়ে একবার আমার সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে আসি।

মেহের। দরকার হলে হয়ত তাও কর্ত্তে হবে। কিন্তু আজ আর দরকার নেই সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। (নেপথ্যে কোলাহল)

আশ। ওকি - ও কিসের গোলমাল দেখ্‌ত মেহের—

(মেহেরের প্রস্থান)

(বস্ত্রাবৃত এব্রাহিম খাঁর প্রবেশ।)

আশ। একে? কে তুমি—দেওয়ান সাহেব কি করে এলেন আপনি?

এব্রা। খোদাতালার অনুগ্রহে আর উৎকোচের বলে। আমাকে হিন্দুর পোষাকে বেরিয়ে আস্‌তে হয়েছে। বাংলার ভবিষ্যত রাজ্ঞী! এ অধম যে আপনার কাজ কর্ত্তে গিয়ে বিপদে পড়েছিল তার জন্য মনে তার সন্তোষের পরিসীমা নেই।

আশ। আর আমাদের অনুতাপের অন্ত ছিল না, দেওয়ান সাহেব, যে আপনার মত বিশ্বাসী বন্ধু সামান্য দূতের কাজের জন্য হারালাম। জেনে রাখ্‌বেন দেওয়ান সাহেব, আপনার এই বিপদ বরণ করে নেওয়ার জন্য আপনার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

এব্রা। সে কৃতজ্ঞতার কি কোন পুরস্কারই আজ মিলবে না?

আশ। বলুন কি পুরস্কার চান্। আমি সানন্দে দিচ্ছি। আপনার মত আত্মীয় আমার কে?

এব্রা। সেই বন বীথিকার তলে দু'বছর আগে ফাগুন সন্ধ্যায় কোরাণ সড়ানোর উপলক্ষে সাদরে আমার কর স্পর্শ করে যে পুরস্কার দিয়েছিলে আজ মৃত্যুর কাছাকাছি থেকে ফিরে এসে আবার তার জন্য তৃষিত হয়ে উঠেছি। আশমান—(আশমান চুপ করিয়া রহিলেন)

এই কি তোমার কৃতজ্ঞতা?

আশ। আপনি বিশ্বাস করুন দেওয়ান সাহেব, আমি এ উপকার কখনও বিস্মৃত হ'ব না।

এব্রা। আজ জীবন দিয়ে তোমার মন পাওয়া যায় না আশমান এমন ত আগে ছিলে না। কি হয়েছে তোমার বল্‌তে পার?

আশ। (নিরুত্তর)

এব্রা। আমার উৎসাহ ভগ্ন করে দিলে। আজ আমরা জিতি কি হারি স্থিরতা নাই। আমার চেয়ে আত্মীয় তোমার কে আছে? এই আমাকে তুমি রুদ্ধ বীর্য্য প্রভঞ্জনের মত ব্যবহার কর্ত্তে পার্ত্তে—কিন্তু তোমার ব্যবহারে আমি নিরুদ্যম হয়ে গেলাম। জয়ের মূল্য কিছু আর আমার কাছে রইল না। কাল সমস্ত মুসলমান জাতি হিন্দুর কাছে বন্দী হবে।

আশ। দেওয়ান সাহেব, সেই পুরস্কার পেলে আবার আপনার উৎসাহ হবে?

এব্রা। নিশ্চয়ই। সহস্রবার। এই সোহাগের স্পর্শের মধ্য দিয়া আমি তোমার প্রাণের কথা শুন্‌তে পাব। তোমার আদর আমার হতমান বীর্য্যকে হাত ধরে তুলে এনে সমরাঙ্গনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাবে। তুমি জান না প্রিয়ার উৎসাহ—একটি মানুষকে দশটা মানুষের সমান করে। শুধু তুমি আমাকে একটু ভরসা দাও, বাংলা সাম্রাজ্য কাল তোমার। দেবে আশমান? (অগ্রসর হইয়া আসিলেন)

(সেই মুহুর্ত্তে মেহেরের প্রবেশ)

মেহের। আমাদের জয় সুনিশ্চিত নবাবজাদি—

আশ। কি হয়েছে?

মেহে। যুবরাজ যদুনারায়ণ সাংঘাতিক আহত হয়েছেন—

এব্রা। আচ্ছা আচ্ছা যা এখান থেকে, বক্‌শিশ্‌ পাবে।

(মেহের চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল)

আশ। দাঁড়া। কে বল্লে ?

মেহে। তোরাপ খাঁ নিজে বল্লেন। যুদ্ধ বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, কাল বোধ হয় আর যুদ্ধ কর্ত্তে হবে না।

আশ। এত সংঘাতিক।

মেহের। হ্যাঁ একখানা বর্শায় তার বুক বিদ্ধ হয়েছে।

এব্রা। একি তুমি দুলছ্‌ কেন তোমার কি হয়েছে ?

আশ। ছেড়েদিন আমার মাথার ভিতর কেমন কচ্ছে !

এব্রা। এত বড় শুভ সংবাদে কোথায় তুমি আহ্লাদে নাচ্‌বে, তা নয় ভেঙ্গে পড়ছ ?

আশ। আমায় কিছুক্ষণ একা থাকতে দিন। দোহাই আপনার পায়ে আপনি যা বলবেন তাই শুনবো।

এব্রা। কিন্তু তোমার চোখ মুখের যা অবস্থা তাতে নিকটে থাকারই বেশী দরকার।

আশ। না আমার কিছু হয়নি—এই দেখুন যান্‌, আপনি যান্‌।

এব্রা। অদ্ভুৎ! এতদিনেও এর মনের আমি হদিস পেলাম না বিরক্তিকর—

(প্রস্থান)

আশ। মেহের, তোরাপ খাঁ সত্যিই বল্লে যে কাল তিনি যুদ্ধ কর্ত্তে পার্ব্বেন না ?

মেহে। হ্যাঁ গো কোথায় ভাবলাম হারছড়া আমায় বকশিশ্‌ দেবে তা নয় তোমার চোখের কোন ভিজে উঠছে। তা হলে পরের খবর আর বলাই চলে না।

আশ। না না বল্‌ পরে আবার কি খবর আছে ?

মেহে। তোরাপের এবং অন্য সকলের ধারণা ও আঘাতে মানুষ তিন চার দণ্ডের বেশী বাঁচে না। কাজেই ভোর হ'তে গৌড়ের দিকে হরিধ্বনি শোনা মোটেই বিচিত্র নয়। নবাবজাদি রাণী হলে এ দাসীকে কি মনে থাকৃবে ?

আশ। থাকবে মেহের থাকবে। তুই এখান থেকে একটু যা— এখনি যা।

মেহের। "ভালরে"　　(মেহেরে প্রস্থান)

[আশমানতারা কোন রকমে কান্নারোধ করিয়া দুহাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া চলিয়া গেলেন]

— —

ষষ্ঠ দৃশ্য

—:*:—

যুদ্ধ প্রান্তরে যদুনারায়ণের শিবির।

(যদুনারায়ণ আহত অবস্থায় শয্যায় শায়িত। একজন ভিষক্ বাহুতে ও বক্ষে পটী বাঁধিয়া দিতে ছিলেন)

ভিষক। রাজ পুত্রের অমূল্য জীবন, এ রকম যুদ্ধে সহসা নিজে নামা ঠিক হয়নি।

যদু। আমি নিজেকে সংযত রাখ্‌তে পার্লে্ম না।

ভিষক্! বাবা যাকে কন্যার মত ভালবাসতেন, আমি যাকে সব রকম সুখে স্বচ্ছন্দে রেখেছি সে কিনা শেষ কালে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

ভিষক। অত্যন্ত অন্যায় কথা। কিন্তু আমার বিশ্বাস এতে অন্যের ষড়যন্ত্র আছে। (বক্ষের ক্ষত বাঁধিতে লাগিলেন)

যদু। আমারও তাই ধারনা—উঃ অত জোরে চাপ দিও না।—কিন্তু তবুও তার তাতে যোগ দেওয়া উচিৎ হয়নি। যে দিন থেকে তাকে প্রথম দেখিছি, সেদিন থেকে আমার যে ধারণা হয়েছিল পরের ব্যবহারে তা দৃঢ়-মূল হয়ে ছিল। কিন্তু আজকের ঘটনা তার সঙ্গে এত অসঙ্গত এত বিরুদ্ধ-গামী যে হয় তার অতীত সব আগাগোড়া অভিনয়, আর না হয় আজকের যুদ্ধ একটা স্বপ্ন কিন্তু এই পটির দিকে তাকিয়ে, ওখানে একটু জোরে চাপ দিয়ে কে বল্‌বে যে আমরা স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

ভিষক। আপনি অত উত্তেজিত হবেন না। স্ত্রী জাতির চরিত্র দেব-তারা বুঝতে পারেন না; মানুষ ত কোন ছার।

যদু। ভিষক তুমি জান না নবাবজাদি শুধু আমাকে যে আশ্রয়দাতা বলে শ্রদ্ধা কর্ত্ত তা নয়, যারে বলে ভালবাসা তাও বোধ হয় একটু বাস্‌ত।

ভিষক। আজ্ঞে হ্যাঁ আমরা তা জানি।

যদু। অথচ দেখ, সেই চোখ মেলে চেয়ে দেখলে, যে আমি নিজের জীবন বিপদাপন্ন করে যুদ্ধ কচ্ছি। ভিষক কালকের যুদ্ধ আরও ভীষণ হবে। রাত্রেই বেদনা কমা চাই কাল আমি তার শিবির পর্য্যন্ত সৈন্য ব্যূহ ভেদ করে যাব। কেউ আমাকে রোধ কর্ত্তে পার্ব্বে না। কি বল পার্ব্বে না?

ভিষক। আপনি যদি তা পার্ত্তে চান তা হলে এখন স্থির হয়ে একটু ঘুমোন।

যদু। ঘুম্‌চ্ছি ঘুম্‌চ্ছি, রাত কত হয়েছে?

ভিষক। প্রহরাতীত—

যদু। বর্ষা হয়ে আজকার অন্ধকার বড বেশী হয়েছে না?

ভিষক। খুব বেশী। কোলের মানুষ চেনা যায় না।

যদু। আচ্ছা যাও। রাজীবকে ভাল করে দেখ। তার শুশ্রূষার যেন কোন ত্রুটী না হয়।

ভিষক। আজ্ঞে না।

যদু। আচ্ছা তুমি যাও।

ভিষক। গরম দুধ ভিন্ন আর কিছু খাবেন না রাত্রে, আর নিজে পাশ ফিরে শোবেন না।

যদু। আচ্ছা।

ভিষক। আসি প্রণাম। (ভিষকের প্রস্থান)

যদু। এই! কে আছিস্?

(প্রহরীর প্রবেশ)

জানলার কাপড় সরিয়ে দে আমি অন্ধকার দেখ্‌ব, আলোর জোর কমিয়ে দে। না ডাক্‌লে ঘরে আস্‌বি না, বুঝ্‌লি?

প্রহরী। যে আজ্ঞে। (প্রহরী প্রস্থান করিল)

যদু। এমনি এক অন্ধকারের মধ্যে আজ আমার আশা আকাঙ্ক্ষা যেন পথ হারিয়ে গেছে। আশমানতারার উপরে যে টান সে দেখছি শুধু শরীরের নয়, মনেরও খানিকটা আছে নৈলে আজ এ ক্ষতের ব্যথার চেয়ে মনের ব্যথা বেশী লাগছে কেন?

(নেপথ্যে প্রহরী—"কে তুই সয়তানী, মহারাজার শিবিরের কাছে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিস")

যদু। কে ওখানে?

[প্রহরী এক কৃষ্ণবর্ণ গাত্রাবরণে সর্ব্বাঙ্গ আবৃতা এক নারী মূর্ত্তিকে ধরিয়া নিয়া আসিল]

যদু। এ কে? (প্রহরীকে) তুই যা চলে যা।

[প্রহরী অভিভূতের মত চলিয়া গেল, নারী মূর্ত্তি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল]

যদু। কে তুমি?

[নারী মূর্ত্তি মুখাবরণ উন্মোচন করিল]

যদু। আশমান্ [উঠিতে যাইয়া "ও" করিয়া শুইয়া পড়িলেন আশমান তড়িৎবেগে অগ্রসর হইয়া গেল]

আশমান্। বড্ড লেগেছে?

যদু। হ্যাঁ।

আশ। কি কর্লে ব্যথা কম পড়্‌বে বলুন।

যদু। আমার সামনে এসে দাঁড়াও।

[আশমানতারার তথাকরণ]

এই রাত্রে তুমি একা এত দূর চলে এসেছ?

আশ। নৈলে তারা আস্‌তে দিত না।

যদু। কিন্তু তোমার জন্যই এই সব।

আশ। (জানু পাতিয়া) আমার মতি স্থির ছিল না। এব্রাহিম খাঁর উত্তেজনায় আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে ছিলাম। আমি রাজ্য চাই না আপনি শুধু সুস্থ হয়ে উঠুন। বলুন কি কর্লে আপনার ব্যথা সেরে যাবে?

যদু। তোমার লজ্জা কচ্ছে না?

আশ। আমি আপনার সম্বন্ধে যে খবর শুনেছিলাম তাতে যে এসে দেখ্‌ব তার আশা ছিল না। আমার সেই খবর শোনার পর থেকে কোনও জ্ঞান ছিল না। লোকে কি ভাব্‌বে না ভাব্‌বে তা আমার মাথায় আসে নি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি আর কখনও আপনার অবাধ্য হব না। (কাঁদিয়া ফেলিল)

যদু। (গাঢ় স্বরে) আশমান, আশমান,

(ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া তার মাথায় হাত দিলেন)

আশ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আপনি এইবার আমায় বিশ্বাস করে দেখুন—আমার পরে রাগ করে—আমায় তাড়িয়ে দেবেন না।

যদু। (গাঢ় স্বরে) আশমান! প্রাণাধিক্?

[বলিয়া আবেগের সহিত তাহার নবনীকোমল দুই বাহু ধরিয়া তাহার লতায়িত তনু বক্ষে ধরিতে গেলেন—সহসা স্মৃতির দংশনে যেন চমকিত হইয়া। দেখিলেন সেই অন্ধকারের দিকে চাহিতেই দেখিলেন অবহেলার অন্ধকারের পারে বসিয়া প্রার্থীর ভাবে নতজানু নবকিশোরী। যদুমল্ল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—]

"কিন্তু কিশোরী—প্রিয়তমে—" (মূর্চ্ছা)

[যদু মূর্চ্ছিত, আশমান অসহায়ার মত মুখ উঁচু করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তর কোলে এব্রাহিমের কুটীর; সূর্য্য অস্তগামী।
পশ্চাতে করতোয়া নদী প্রবাহিত।

মৌলানা। ঐ দেখুন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। পরম মহাপুরুষ মহম্মদ যে মরুপ্রান্তে আজ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রামগ্ন, সেই দুর পশ্চিমে আজ ওর সন্ধ্যা-বন্দনা পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। পৃথিবী শান্তিতে ভরে উঠ্‌ছে। আসুন আমরা খোদার নিকট প্রার্থনা করি।

এব্রা। করুন।

মৌলানা। উঃ আপনি কি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন! এই ক'মাসের মধ্যে মানুষ এত কাবু হয়! আপনি দাঁড়াতে পার্চ্ছেন না।

এব্রা। হু—

মৌলানা। বয়স ও যেন এই কদিনে কত বছর এগিয়ে গিয়েছে। আপনাকে চেনা যায় না। যাক্ ওসব আর ভাব্‌বেন না। খোদাতালার চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করুণ।

এব্রা। হু—

মৌলানা। দেওয়ান সাহেব!

এব্রা। (বিড়বিড় করিয়া) খোদাতালা, খোদাতালা, (চীৎকার করিয়া) মৌলানা তোমার খোদাতালার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই।

মৌলা। অমন কথা বল্‌বেন না।

এব্রা। সহস্রবার বল্‌ব। কায়মনোবাক্যে মানুষ যা চেষ্টা কর্ত্তে পারে আমি ঐ মহম্মদের ধর্ম্মের মঙ্গলের জন্য তা কর্লাম। প্রতিবার ব্যর্থ হলাম। এক পলের দেরী হলে রাজমুকুট আমার মাথায় বসতে পারত। আশমানতারা কাফেরের ভালবাসায় উন্মাদ না হলে এ সাম্রাজ্য আবার মুসলমানের হত। শয়তানী, রাতদুপুরে অন্ধকারে তুই—সমস্ত মুসলমানের উন্নতি, সম্ভ্রম,মর্য্যাদা বুকে করে নিয়ে এক কাফেরের পায়ে ঢেলে দিয়ে এলি! সমস্ত মুসলমানের ভবিষ্যৎ তোর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম, তুই শুধু শরীরের কামনায় তার কাছে সেই ভবিষ্যৎ বিক্রয় কর্‌লি।

মৌলানা। বড় অন্যায় হয়েছে।

এব্রা। আর তোমার খোদাতালা তার জন্য কোনও শাস্তির ব্যবস্থা কর্‌লেন না; শাস্তির ব্যবস্থা হ'ল আমার! সেই শয়তানীর অনুরোধে কাফের আমায় মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে আমায় অবমানিত করে সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে গৌড় থেকে নির্ব্বাসিত কর্ল্লে! আমি সেই সব অবমাননা সয়ে এখনও বেঁচে আছি! মৌলানা আমার নিজের গায়ের মাংস আমার নিজে কাম্‌ড়ে খেতে ইচ্ছা কচ্ছে। কাফের, কাফের, একটা কাফের, শেষকালে আমার সাধ আশা সব চূর্ণ করে দিলে। পুনঃ পুনঃ আমি পাথরের পর পাথর সাজিয়ে সৌধ গড়ে তুললাম, সেই দুষমন একটা ফুঁ দিয়ে তাসের ঘরের মত তা মাটিতে ফেলে দিলে।

মৌলানা। দেওয়ান সাহেব, আপনি উত্তেজিত হয়েছেন।

এব্রা। উত্তেজিত? না, মৌলানা,—এ আমার দুরদৃষ্ট! রাজা গণেশের মৃত্যু হল, সমস্ত হিন্দু গৌড় একপক্ষ কাল শোকে অভিভূত হয়ে রইল। ভাবলাম—যদুমল্লের শক্তি কবচ গেল—সে এবার দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু শোকের বাষ্প কুজ্ঝটিকা যখন সরে গেল, দেখি যদুমল্লের সিংহাসনের পাশে হিন্দুর ভক্তির সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে বহু বিচক্ষণ মুসলমানের প্রীতি!

মৌলানা। আপনি হাঁপাচ্ছেন। একটু শান্ত হন—

এব্রা। শান্ত! মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে, আমার সমস্ত গায়ে যেন সে শব্দ সহস্র তীর হয়ে এসে বেঁধে। এক ঈশ্বরকে ওরা খণ্ড খণ্ড করে ধর্ম্মের, সমাজের, মানুষের ক্ষতি কচ্ছে। মৌলানা আমার শতাংশের একাংশ জ্বালাও যদি তোমাদের হত এতদিন এর একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যেত। কিন্তু আমি একা।

মৌলানা। এ আপনার অবিচার দেওয়ান সাহেব। আপনার প্রত্যেক চেষ্টায় আমরা সাহায্য করে এসেছি।

এব্রা। আমার মত জীবন তুচ্ছ করে?

মৌলানা। খোদার কাজ করার জন্য এ জীবনের যে দরকার আছে দেওয়ান সাহেব।

এব্রা। খোদা! খোদা এখন ঘুমিয়ে আছেন নৈলে বিধর্ম্মী এত বলশালী হয়?

মৌলানা: তা আমাকে ডেকেছিলেন কেন?

এব্রা। শয়তানীকে একখানা পত্র দিতে হবে এই নিন্ সেই পত্র।

মৌলানা। কিসের পত্র?

এব্রা। উপদেশের পত্র।

মৌলানা। কি লিখেছেন?

এব্রা। লিখিছি—"আজিমসার বংশ রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছে কিন্তু তার নাম গৌরব ভ্রষ্ট হয়নি। তোমাকে অবলম্বন করে এক কুকীর্ত্তির মসী কৃষ্ণ মেঘ আকাশে জমে উঠছে। একেবারে ডুবিয়ে দেওয়ার আগে প্রতিকারের ব্যবস্থা কর। আশমানতারার নাম সরাবের দোকানে আলোচনার বস্তু হয়েছে।"

মৌলানা। এ আপনার অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়—

এব্রা। (ভ্রূকুটি করিয়া) কিসের অন্যায়?

মৌলানা। আপনি জানেন বাদশাজাদি ফুলের মত পবিত্র।

এব্রা। না আমি জানি না, জানতে চাই না। জেনে আমার স্বার্থ নেই; মুসলমান সমাজের স্বার্থ নেই।

মৌলানা। আপনি কি বল্‌ছেন দেওয়ান সাহেব?

এব্রা। এ সাম্রাজ্য রক্ষার আর একমাত্র উপায় আছে সে এই—

মৌলা। কি?

এব্রা। সাজাদিকে একেবারে কুৎসার ঝাপ্‌টায় তাড়িয়ে তাড়িয়ে মরিয়া করে তোলা।

মৌলানা। আপনি কি বল্‌ছেন?

এব্রা। আমার চরিত্রপাঠ ঠিক। এ ঘটাতেই হবে।

মৌলা। কি ঘটাতে হবে?

এব্রা। জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন না; পত্র দিয়ে আসুন।

মৌলা। আস্‌ছি; আপনি অদ্ভুৎ, দেওয়ান সাহেব!

(প্রস্থান)

এব্রা। নির্ব্বাসিত দরিদ্র এক নাগরিক—সে দেওয়ান সাহেব! না না এই ভাল, এই ভাল, হয় লোকের মাথায় থাক্‌ব না হয় মহীলতার মত মাটির ভিতর সেঁধিয়ে থাক্‌ব। মাঝামাঝি জায়গায় আমার স্থান নেই।

(বাটু প্রবেশ করিল)

কি হল বাটু সে বাম্‌না বেটা আস্‌ছে না কি?

(বাটু ইঙ্গিতে বুঝাইল "হ্যা")

আসবে না? বেটা চৌদ্দ পুরুষে মোহরের মুখ চোখে দেখেনি তাই হাতে পেয়েছে আরও একটা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ লোভ কি কেউ ত্যাগ কর্ত্তে পারে? আসুক্ দেখি, হিন্দু ধর্ম্মের বহরটা একবার দেখি।

নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলেন।

এব্রা। আসুন ন্যায়রত্ন মশায়, আপনার পদার্পণে এ কুঁড়ে পবিত্র হ'ল।

ন্যায়। কর্ম্মের অগ্রে দক্ষিণা প্রাপ্ত হ'লাম। ইহাতে আপনার কর্ম্মানুরক্তিই সূচিত হইতেছে। কিন্তু কর্ম্মটা কি ?

এব্রা। আপনি গৌড়ের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ; আপনার বি-ানের উপরে কথা বলে এমন কেউ এখানে নেই একথা বোধ হয় সত্য।

ন্যায়। বোধ হয় সত্য।

এব্রা। কথা হচ্ছে যে আমি আপনাকে আর এক মোহর দিচ্ছি কিন্তু আপনার বিধান সংক্রান্ত একটা কাজ কত্তে হবে।

ন্যায়। কি কাজ ?

এব্রা। যদি কেউ এসে জিজ্ঞাসা করে আপনার কাছে যে হিন্দু মুসলমানের মেয়েকে বিবাহ কর্ত্তে পারে কিনা, আপনি বলবেন না।

ন্যায়। [উত্তেজিত হইয়া] নিশ্চয়ই না কখনও না। মুসলমান বিধর্ম্মী, বিরুদ্ধগামী ও কদাচারী-নিকৃষ্ট হিন্দু অপেক্ষা আচার ব্যবহারে অধম।

এব্রা। আমিও মুসলমান।

ন্যায়। হা হা, আপনার মনে ক্লেশ অনুভব হয়েছে। অস্থানে সত্য কথা উচ্চারণ করেছি।

এব্রা। থাক্, তাহলে কোনও মতে বিবাহ হতে পারে না ?

ন্যায়। না কখনও না।

এব্রা। আচ্ছা যদি কোনও খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনার কাছে এই ব্যবস্থা চান্ তাহলেও কি আপনি এমনি দৃঢ়ভাবে না বলে দিতে পার্ব্বেন।

ন্যায়। সম্ভ্রান্ত লোক ত সহস্রবার ; এমন কি সম্রাট যদু নারায়ণ যদি-

এ ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন আমি অস্বীকার কর্ব্ব শাস্ত্রের নিকটে সর্ব্ব মানব সমান ; কি রাজা, কি প্রজা। সেই স্থানেই ত শাস্ত্রের মহিমা।

এব্রা। এই নিন্ আপনার দ্বিতীয় পারিশ্রমিক। (প্রদান করিলেন)

ন্যায়। ঐ দেখুন নদীবক্ষে অস্তায়মান সূর্য্যকিরণে লক্ষমোহর জ্বলিতেছে একটু পরেই অদৃশ্য হইবে। এ মোহরও তেমনি ক্ষণস্থায়ী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমানুষের ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যে আসক্তি নাই। স্থলের মোহর জলের মোহরকে আলিঙ্গন করুক্।   [নদীবক্ষে নিক্ষেপ করিলেন]

এব্রা। আহা হা হা কি কর্ল্লে্ন—কি কর্ল্লে্ন !

ন্যায়। আমরা গৃহস্থ হলেও সন্ন্যাসী। মদ্য মাংসের মত স্বর্ণ আমাদের গুরুপাক ; জীর্ণ হয় না। আসি মহাশয়—

[প্রস্থান।

এব্রা। বেটা লেখাপড়া শিখে মুর্খ হয়েছে। যাঃ আমার দশটা মোহরই সত্যি সত্যি জলে গেল। বেটা কি বেকুপ ? না বাউরা ?— বেয়াদপ্ ?   [প্রস্থান]

——:*:——

দ্বিতীয় দৃশ্য

——:*:——

গৌড়ের নিকটস্থ পথ।

উমা ও গিরিনাথের প্রবেশ।

(গিরিনাথের গীত)

পথ নাই পথ নাই—!
ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত তনু
তবু ত না দেখা পাই।
কত পথ ধরে ধরে—
নিয়েছি যুগান্ত ভরে—
বিপুল বেদনা শুধু—
ঘিরে আছে সব ঠাঁই।
হে ধরণি, শরণই কি আমি শুধু পাব না—
একাকী বহিতে হবে এ মরম যাতনা—
আঁখিতে আলোক নাই
নিঠুর সবাই তাই—
দেবতা ভুলেছে দয়া
কোথা যাই কোথা যাই।

উমা। গৌড় নগর আর কতদূরে বাবা ?

গিরি। আর বেশী দূর নয় মা !

উমা। আর যে হেঁটে পেরে উঠছি না বাবা !

গিরি। তা তোর চেয়ে আমি বেশী জানি উমা। কিন্তু উপায় নেই—উপায় নেই—এই-ই কর্ত্তে হবে। চলা—চলা—চলা—কোনও ঘর নেই—আশ্রয় নেই—যে তোকে আপন বলে ডাক্‌বে।

উমা। এখানে এই গাছতলায় একটু বস না বাবা—

গিরি। না এ হিন্দুর গাঁয়ে বসে আর জিরোবো না! উমা—দেখ্‌ছিস্ না, সমস্ত হিন্দু সমাজ, রাজা, প্রজা, দেব দেবী সকলেই ভ্রূকুটী করে আমাদের দিকে চেয়ে আছে! এর দেবতা পর্য্যন্ত জাতি মানে! এরা বারাঙ্গনাকে মন্দিরে ঢুক্‌তে দেয় কিন্তু তোকে ঢুক্‌তে দেবে না! কুষ্ঠগ্রস্থ রোগীর মত, ক্ষত বিক্ষত কুকুরের মত এরা আমাদের সব দুয়ার থেকে তাড়িয়ে দিলে। আমি বুঝেছি—নিশ্চিত বুঝেছি—হিন্দু সমাজ যে আমাদের টুঁটি চেপে ধরেছে, সে আমাদের মরণ না হলে আর ছাড়বে না—হিন্দু সমাজে আমাদের আশ্রয় নেই—আশ্রয় নেই—

উমা। গৌড়ে গেলে কি আশ্রয় মিলবে বাবা?

গিরি। তাত জানি না মা। হয় ত সেখানেও এমনি এক দুয়ার থেকে আর এক দুয়ারে তাড়িত হব। হয়ত সেখানেও লোকে শিয়াল কুকুরের অধম করে আমাদের তাড়িয়ে দেবে। তবে এটা ঠিক যে রাজধানী বলে হিন্দু সমাজের নির্য্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেলেও হয়ত পেতে পারি কিন্তু গৌরব আর আমরা এ জীবনে ফিরে পাব না। উমা, আমরা কেন গৌড়ে যাচ্ছি জানিস্?

উমা। কেন বাবা?

গিরি! আমরা মুসলমান হব।

উমা। সে কি বাবা?

গিরি। হ্যাঁ—উমা,—গৌড়ে গিয়ে আমরা মুসলমাম ধর্ম্মে দীক্ষা নেব। নইলে মানুষের সমাজে মানুষের সম্মান গৌরব অক্ষুন্ন রেখে বাস করবার আর আমাদের কোন উপায় নেই!

উমা। বাবা—বাবা !

গিরি। আমি নিজের জন্য ভাবিনা উমা ! আমার এ বুড়ো হাড় কখানা একদিন গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে পারব। কিন্তু হিন্দুর সমাজে থাক্‌লে, তোর হাতের জল কেউ খাবে না ; তোর ছায়া কেউ মাড়াবে না ; কোনও ভদ্র ব্রাহ্মণ তোকে বিবাহ কর্ব্বে না, সারাজীবন ধরে তোকে মানুষের সমস্ত সম্মান গৌরবের অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে নির্য্যাতন ও গ্লানির বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে। উমা, উমা ! তোর জীবনকে আমি এ ভাবে নষ্ট হতে দেব না !

উমা। কিন্তু বাবা ; পার্ব্বে তুমি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে ? পারবে তুমি তোমার ধবলেশ্বরকে ভুলে থাক্‌তে ?

গিরি। পার্‌ব—পার্‌ব ; তোর জন্য আমি সব পার্ব্ব উমা ; শুনেছি মহম্মদের ধর্ম্মে তারা ধর্ষণকারীর বদলে ধর্ষিতাকে শাস্তি দেয় না ; শুনেছি তারা মানুষকে মানুষ বলে আলিঙ্গন কর্ত্তে ভয় করে না। উমা আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট !

উমা। কিন্তু বাবা, আমি যে দেখেছি মন্দিরে বাবা ধবলেশ্বরের পূজো কর্ত্তে কর্ত্তে তোমার চোখ দুটী দিয়ে দর্ দর্ করে জল গড়িয়ে পড়ত। তুমি যে আমায় কতদিন বলেছ যে ধ্যানে তোমার ইষ্ট দেবতাকে তুমি প্রত্যক্ষ দেখেছ ?

গিরি। (আকুলভাবে) দেখছি—দেখেছি !—এই তুই যেমন আমাকে আজ তোর সাম্‌নে প্রত্যক্ষ দেখছিস্‌ আমিও তেমনি তাঁকে দেখেছি। আমার সেই তুষার ধবলকান্তি ত্রিশূলধারী জটামণ্ডিত ভোলানাথ কতবার এসে দেখা দিয়ে আমাকে তাঁর ক্রীতদাস করে রেখে গেছেন। আমি কেমন করে তাঁকে ভুল্‌ব—কেমন করে বল্‌ব তিনি মিথ্যা ? উমা—উমা—

উমা। বাবা তুমি বড় ক্লান্ত হয়েছ। এইখানে একটু বস না—বাবা !

গিরি। (অশ্রু মুছিয়া) না উমা—আর নয়—চল—

উমা। আমি আর চল্‌তে পার্‌ছি না বাবা ! এই যে বাবা তোমার পা টল্‌ছে। না বাবা আমি আর এখান থেকে এখন এক পাও নড়্‌ছি না। (হাত ধরিয়া টানিয়া) বস বাবা।

গিরি। তবে বোস্ মা। (বসিলেন)

উমা। (একটা কাপড় বিছাইয়া দিয়া) এইখানে একটু শোও বাবা আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

[জোর করিয়া গিরিনাথকে শোয়াইয়া দিয়া তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিল—একহাতে চুলের মধ্যে হাত বুলাইতে লাগিল ও অপর হাতে বাতাস দিতে লাগিল।]

উমা। আঃ—দেখ কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে তুমি একটু ঘুমিয়ে নেও না বাবা। ঘুমে তোমার চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে।

গিরি। তুইও একটু অমনি শুয়ে নে মা !

উমা। আমার ঘুম আস্‌ছে না বাবা ; তুমি ততক্ষণ ঘুমোও আমি তোমার সেই "বেলা যে ফুরায়ে যায়" গানটা গাই।

গিরি। আচ্ছা তাই গা।

(গীত)

বেলা যে ফুরায়ে যায়
ও পারের তরী ডাকে
আয় আয় চলে আয়।
তরী বলে বোঝা ফেলে
আয় ত্বরা আয় চলে
বোঝায় যে টানে পিছে
যেতে দিতে নাহি চায়।

(গানের মধ্যে গিরিনাথ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন)

উমা। বাবা আমার জন্যই তোমার যত দুঃখ। জানি আমি মরে গেলে তোমার কত কষ্ট হবে ; কিন্তু আমি বেঁচে থাক্‌লে তোমার আরও কষ্ট। সে তো আমি সইতে পার্ব্বো না। হতভাগিনী আমি, জীবনে তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি—সে দুঃখের বোঝা আর বাড়াব না। বাবা ধবলেশ্বর তুমি আমার বাবাকে দেখ ; তার যে আমি ছাড়া আর কেউ নেই ভগবান্! বাবা! বাবা! অভাগিনী কন্যাকে ক্ষমা কোরো।

(নিঃশব্দে গিরিনাথের পায়ের ধূলা লইয়া প্রস্থান)

গিরি। (হঠাৎ যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন) উমা—উমা—

[গিরিনাথের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল ; উমাকে হাতড়াইতে লাগিলেন ; উমাকে খুঁজিয়া না পাইয়া ব্যাকুলভাবে উন্মত্তের মত ডাকিতে লাগিলেন।]

গিরি। উমা—উমা (কোনও উত্তর না পাইয়া আবার ডাকিলেন)

গিরি। উমা—উমা—

(দুইজন পথিকের প্রবেশ)

১ম-প। কিহে এত চেঁচাচ্ছ কেন—কাকে ডাক্‌ছ ?

২য়-প। ওরে! এযে অন্ধ!

গিরি। ওগো তোমরা কেউ আমার মেয়ে উমাকে এই পথে দেখেছ ?

১ম-প। তোমার মেয়ে ? একটু আগে একটা মেয়েকে দেখ্‌লুম বটে সে ঐ নদীর পানে যাচ্ছিল—

গিরি। এঁ্যা! উমা—সর্ব্বনাশী—একি করলি! উমা!—উমা!—

(উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান)

২য়-প। ওহে ধর ধর ; কাণা মানুষ আবার হোঁচট্‌ টোঁচট্‌ খেয়ে পড়বে— (উভয়ের প্রস্থান)

—:*:—

তৃতীয় দৃশ্য

—:*: --

গৌড়ের রাজ প্রাসাদস্থ কক্ষ।

[আশমানতারা একটী বিষপাত্র নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিলেন ; এমন সময় মেহের প্রবেশ করিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিষপাত্র লুকাইবার চেষ্টা করিলেন]

মেহের। নবাবজাদী, ও কি লুকোচ্ছিলে ?

আশ। কিছু নয়, তোর কি খবর বল ?

মেহের। নবাবজাদী, সত্যি বল—ও বিষ নয় ত ?

আশ। নারে না, দেখা পেলি ?

মেহের। হ্যাঁ—

আশ। পত্র দিয়েছিস ?

মেহের। হ্যাঁ—

আশ। (অশুভ উত্তরের আশঙ্কায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) কি বল্লেন ?

মেহের। সম্রাট পত্রখানা পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাক্লেন। তার পরে তাঁর কপালে ও মুখে যেন ভিতরে এক দ্বন্দ্ব চল্ছে তার ছায়া ফুটে উঠ্ল ; শেষে অনেক চেষ্টা করে তিনি বল্লেন মেহের তাকে গিয়ে বল উভয়ের মঙ্গলের জন্য আমাদের দেখা না হওয়াই ভাল।

আশ। তার পর ?

মেহের। তারপর তিনি সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন—

আশ। (রুদ্ধস্বরে) আচ্ছা মেহের তুই এখান থেকে যা—

মেহের। কিন্তু সাহাজাদি তিনি আপনাকে ভালবাসেন—

আশ। (চোখ মুছিয়া) কিসে, কিসে বুঝ্‌লি তুই ?

মেহের। আমি প্রথম যখন সেখানে গেলাম গিয়ে দেখি তিনি রুকুনউদ্দিন ওমরাহের সঙ্গে কথা বল্‌ছেন—আচ্ছা আন্দাজ করে বলুন দেখি তিনি কি কথা বল্‌ছিলেন ?

আশ। তা আমি বল্‌ব কি করে ?

মেহের। তিনি আপনার বিয়ের কথা বলছিলেন।

আশ। কার সঙ্গে ?

মেহের। রুকুনউদ্দিনের সঙ্গে।

আশ। (মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইল)

মেহের। লোকে একটা পরগণা হাত ছাড়া কত্তে চায় না, তিনি সাত সাতটা পরগণা তাকে দিতে চাইলেন ; কিন্তু সে পোড়ার মুখো এমন যে রাজী হল না।

আশ। (চূর্ণ দর্পে) রাজী হল না ?

মেহের। সেই যে রাত্রি যে রাত্রে আপনি সম্রাটের শিবিরে এসে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন তার কথা উল্লেখ করে ভয়েতে কি ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লে আমি শুন্‌তে পেলাম না। মহারাজের মুখে ভ্রূকুটী ফুটে উঠ্‌তেই সে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিলে। শুনেছি এই অখ্যাতির মূলে নাকি এব্রাহিম খাঁ—সেই নাকি সব রটাচ্ছে !

আশ। আর কেউ রটাচ্ছে নারে, রটাচ্ছে আমার ভাগ্য। কিন্তু আমিও এর প্রতিকার জানি। নিয়তি বসে হাস্‌বে আর আমি তাই সইব তত নির্লজ্জা আমি নই। যাক্ মহারাজের এখানে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মেহের আমি রাত্রে কিছু খাব না, দেখিস্ আমায় যেন কেউ বিরক্ত করে না।

মেহের। খাবে না কেন গো !

আশ। ইচ্ছা নেই। যা আমি এখন ঘুমোবো। দরজায় প্রহরীকে বলে দিবি যে কেউ যেন ঘরে না ঢোকে।

(মেহের কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল)

আশমানতারা আর একবার এব্রাহিমের পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িল। "এব্রাহিম খাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ—এর প্রতিকার দরকার।" অস্ফুটস্বরে এই কথা বলিয়া আশমানতারা যাইয়া সেই বিষপাত্র গ্রহণ করিল—তারপর একবার খোদাতালার প্রার্থনা করিয়া সেই বিষপাত্রে অধর সংযোগ করিল।

চিন্তিত ভাবে সেখানে যদুমল্ল প্রবেশ করিলেন। সহসা আশমানতারার ঐ মুদ্রিত চক্ষু হতাশ মুখভঙ্গী চোখে পড়াতে দৌড়িয়া আসিয়া বিষপাত্র কাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। আশমানতারা চমকিয়া কিছু না বলিয়া কৌচের পরে যাইয়া উপুড় হইয়া পড়িলেন।

যদু। নবাবজাদি একি সর্ব্বনাশ কচ্ছিলে?

আশ। (কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না)

যদু। নবাবজাদি এ আমায় তুমি কি শাস্তিবিধান কচ্ছিলে - এত সারা-জীবনের অনুতাপে যেত না।

আশ। আমি আপনার শাস্তির জন্য কর্ত্তে যাইনি কিন্তু আমার আর উপায় নেই।

যদু। (কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) সত্যি উপায় নেই! দেশ কলঙ্কে ছেয়ে গিয়েছে অথচ সে একেবারে মিথ্যা কলঙ্ক। আমি সহস্র চেষ্টা করেও তার জিহ্বা রোধ কর্ত্তে পারলুম না।

আশ। আপনি কেন আমায় বাধা দিলেন?

যদু। কেন বাধা দিলাম? কেন? তুমি কি জান না—না থাক্। আশমান আত্মহত্যা মহাপাপ।

আশ। কিন্তু আমিত সৈতে পাচ্ছি না!

যদু। তা কি আমি বুঝ্‌ছি না নবাবজাদি। এ শঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়ার এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে তোমার বিবাহ।

আশ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) আমি আপনার ঘটকালিকে মানুষ যতদূর ঘৃণা কর্ত্তে পারে ততদূর ঘৃণা করি।

যদু। কি বল্‌ছ তুমি নবাবজাদি ?

আশ। নবাবজাদি একজন ওমরাহের পিঠের বোঝা হতে যায় না ; সাধ্য সাধনা করে!

যদু। কে ওমরাহ ? আমি ত তা বলছিলাম না, বলছিলাম—বলছিলাম—কিন্তু তুমি কি রাজী হবে ?

আশ। (শান্তভাবে) কিসে রাজী হব।

যদু। (নিম্নস্বরে) তুমি আমার ধর্ম্মগ্রহণ কর্ব্বে আশমান ?

আশ। কি লাভ তাতে—

যদু। আমি একবার তোমার হাতখানা গ্রহণ কর্ত্তাম। কুৎসা, বিস্ময়ের গৌরব হয়ে তোমাকে ঘিরে উঠত।

আশ। (মাথা নত করিলেন)

যদু। এক কিশোরীর জন্য ভাবনা কিন্তু সে স্নেহময়ী ; তুমি তার ভগ্নীত্ব অর্জ্জন করে নিতে পার্ব্বে। দেখ অন্য কোনও পথ থাক্‌লে তোমায় এত বড় অনুরোধ কর্ত্তাম না কিন্তু একরাত্রির ভুলে তোমার মত বিধাতার একটা সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে এযে প্রাণে সয় না আশমান! আশমান হবে তুমি আমার সহধর্ম্মিণী ?

উচ্ছ্বসিত আবেগ দমন করিয়া আশমান কোনও কথা না বলিয়া—শুধু হিন্দুভাবে গলায় অঞ্চল দিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। যদু হাত ধরিয়া তুলিয়া—"দেখ আর কোনও গোলমাল হবে না ; আমি সব ঠিক করে নেব—সব ঠিক করে নেব।" (সানন্দে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

—:*:—

গৌড়-রাজপ্রাসাদ সম্মুখস্থ নদীতীর।

(মাঝি দয়ারাম গাহিতেছিল)

গীত।

ওরে পাগল, ওরে পাগল নেয়ে
তুই নদী তীরে রইলি বসে
তোর বেলা যে ঐ যায় বয়ে।
তোর দেনা পাওনা মিটবে নাকি
দিন হবে না দেখা
পথ দেখা যে হবেরে দায়
টুট্‌লে আলোর রেখা—
তুই বেলা থাকতে ধররে পাড়ি
ওরে, আঁধার এলো পথ ছেয়ে,
শেষে যার লাগি তোর দৌড়াদৌড়ি
তারে—ধর্ত্তে নারবি কাছে পেয়ে।

(ব্যস্তভাবে একদিক থেকে দিনরাজের প্রবেশ)

দিন। দয়ারাম তোমার কোশা ঠিক কর,এখুনি সাতগড়ায় যেতে হবে।

দয়া। এখুনি ?

দিন। হ্যাঁ—প্রত্যেক দণ্ড আগে পৌছানের জন্য এক এক মোহর পুরস্কার পাবে।

দয়া। ভারি জরুরী কাজ কর্ত্তা ?

দিন। হ্যাঁ—মহারাজের অসুখ—তুমি মাল্লাদের দাঁড়ে বসাও ; সাতগড়া থেকে বৌরাণী, রাণীমাকে এখনি আন্‌তে হবে।

দয়া। আজ্ঞে মহারাজার কি বড় ব্যামো।

দিন। হ্যারে বড় কঠিন অসুখ দয়ারাম, বুঝ্‌বো এবার তোরা তাকে কেমন ভালবাসিস্‌!

দয়া। আজ্ঞে কর্ত্তা—জান্‌ থাকৃতে আমরা কসুর কর্ব্ব না।

দিন। মনে আছে দয়ারাম, সেই যখন তোর মেয়ের অসুখ যদুনারায়ণ তার অঙ্গুরী বিক্রয় করে গোপনে টাকা এনে দিয়েছিল।

দয়া। আছে কর্ত্তা বুকের মধ্যে হাড়ের পরে লেখা আছে।

দিন। আর মনে আছে তোদের পাড়ায় যখন আগুন লেগেছিল সেই আগুন নেভাতে যেয়ে হাত পুড়ে যায়?

দয়া। মনে আছে কর্ত্তা তিনি [illegible]বতা।

দিন আজ সেই দেবতার বড় কঠিন অসুখ রে দয়ারাম। হয়ত আমরা সকলে তাকে চির জীবনের মত হারাব।

দয়া। অমন কথা বলবেন না কর্ত্তা। আমরা নিজের জীবন দিয়ে তাঁকে বাঁচাবো।

দিন। বৌরাণীকে যদি শীঘ্র তাঁর কাছে নিয়ে আস্‌তে পারি তা হলে সবদিক রক্ষা হয়ে যাবে।

দয়া। কোনও ভয় নাই কর্ত্তা, কোশা বিদ্যুতের মত যাবে। আমি দাঁড়ী দু'গুণ করে দিচ্ছি। (নেপথ্যের দিকে চাইল) ওরে হেই –

দিন। তাই দে দয়ারাম, বৌরাণীকে এখানে পৌছে দেওয়া চাই তার পরে আর ভাবি না। (স্বগতঃ) তবু কেন মনের মধ্যে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে? ভগবান! ভগবান! এঁদের নিয়ে আসা পর্য্যন্ত যেন বিবাহ স্থগিত থাকে।

পঞ্চম দৃশ্য

—:*:—

[সাত গড়ার রাজ প্রাসাদের অলিন্দে বসিয়া নব কিশোরী কল্যাণী দুইজন পুর মহিলা। এক বৈষ্ণবী সুমধুর স্বরে কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিতেছিলেন।]

গীত।

ভরিয়া গগন　　　গম্ভীর বরণ
মেঘ সাজায়ে এল
হেরিয়া সেরূপ　　　চিত্ত বিরূপ
রাধা বেয়াকুল হ'ল।
চারি পাশে ঘিরে　　　শ্যামরূপ হেরে
কলসী কক্ষে লয়ে
শূন্য কলসা　　　শূন্য হৃদয়
ভরিতে চলিলা ধেয়ে।
ঝর ঝর জল　　　পড়িল ভূতলে
গুরু গুরু মেঘ ডাকে
দুজনার আঁখি　　　একবার দেখি
আবেশে মুদিল সুখে॥

[নবকিশোরী তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন। পরিচারিকা মঙ্গলা আসিয়া নব কিশোরীকে বলিল।]

মঙ্গলা। "বৌরাণী দিনরাজ আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আসছেন।"

নব। (সবিস্ময়ে) দিনরাজ দাদা!

[কল্যাণী উঠিয়া পলায়ন করিল। দিনরাজ প্রবেশ করিলেন। তাঁর মুখ জলদ গম্ভীর।]

নব। গৌড় থেকে কখন এলে দাদা ?

দিন। এখুনি (অন্য পুরমহিলাদের প্রতি) আপনারা এখান থেকে একটু যান। (সকলে চলিয়া গেল)

নব। তাহলে বিশ্রাম এখনও একটু কত্তে পারনি ?

দিন। না।

কিশো। তোমার মুখ এত গম্ভীর কেন ?

দিন। আগে শুনি বৌরাণী মহারাজের অভিষেকের সময় তোমরা গৌড়ে গেলে না কেন ?

কিশো। (শঙ্কিত স্বরে) কেন নূতন কিছু হয়েছে নাকি ?

দিন। আগে শুনি কেন গেলে না ?

কিশো। তুমি তা হ'লে সে খবর পাওনি ?

দিন। কি খবর ?

নব। পথে আমাদের নৌকা ডুবি হয়। বহু কষ্টে আমরা বেঁচে এসেছি।

দিন। একবার ডুবেছিলে, আবার গেলেনা কেন ?

নব। (আর্ত্তস্বরে) দিনরাজ দাদা !

দিন। তোমার নৌকা ডুবেছে।

[নবকিশোরী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, দিনরাজ তাড়াতাড়ি যাইয়া একজন দাসীকে ডাকিয়া আনিল। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে নবকিশোরী ব্যাকুলভাবে কাহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। দিনরাজ সামনে আসিতেই আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন]

দিন। বৌরাণী সময় এত অল্প যে তোমাকে সামলে নেবার অবকাশ দেবারও সময় নেই। এখুনি তোমারও অনুপের আমার সঙ্গে গৌড়ে রওনা হওয়া দরকার।

কিশো। কি হবে ?

দিন। হয়ত ফিরে পাবে।

কিশো। ফিরে পেতে আমার আর সাধ নেই।

দিন। কি বল্‌ছ ?

কিশো। ঠিকই বল্‌ছি আমার মন্দির শূন্য হয়ে গেছে। (চলিয়া যাইতে গেলেন, দিনরাজ নির্ব্বাক্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন)

কিশো। (ফিরিয়া শুষ্কস্বরে) হ্যাঁ তুমি নিজের চোখে কিছু দেখেছ ?

দিন। (কি ভাবিতে ভাবিতে) কি দেখেছি ?

কিশো। এই এই তাঁকে—

দিন। চোখে দেখেনি তবে বিশ্বস্তসূত্রে প্রমাণ পেয়েছি যে—

কিশো। কি ?

দিন। যে আশমানতারা রাত্রে যদুনারায়ণের শিবিরে এসেছিল আর—

[টলিতে টলিতে নবকিশোরী রেলিং ধরিয়া চলিয়া গেলেন। দিনরাজের কপালে গভীর চিন্তার রেখা ভাসিয়া উঠিল। অলিন্দে তিনি পাদচারণা করিতে লাগিলেন। একটু পরে তাড়াতাড়ি ভাবে ত্রিপুরাসুন্দরী প্রবেশ করিলেন]

ত্রিপুরা। দিনরাজ !

[দিনরাজ তাড়াতাড়ি ফিরিয়া প্রণাম করিলেন ত্রিপুরাসুন্দরী শুধু মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ত্রিপু। যদু ভাল আছে ?

দিন। আছেন।

ত্রিপু। সত্য বল্‌ছিস্‌—

দিন। আপনার সঙ্গে কি মিথ্যা বল্‌তে পারি মা ?

ত্রিপু। বৌমাকে তা হলে কি বলেছ, সে অত কাঁদ্‌ছে কেন ?

দিন। কাঁদ্‌ছেন !

ত্রিপু। কল্যাণী বল্‌লে অমন ব্যাকুল হয়ে সে কখনও কাঁদেনি।

কল্যাণী কত চেষ্টা কর্লে সে কিছুতেই মাথা উঁচু কর্লে না তার সমস্ত শরীর ভেঙ্গে কান্না উঠছে—

দিন। কান্নার কারণ আছে মা—

ত্রিপু। কি কারণ ?

দিন। বৌরাণী যদুমল্লের ভালবাসা হারিয়েছেন।

ত্রিপু। কি করে বুঝলি ?

দিন। তিনি আশমানতারাকে ভালবাসেন—

ত্রিপু। সে আবার কে ?

দিন। নবাব আজিমশার কন্যা

ত্রিপু। দেখতে খুব ভাল বুঝি ?

দিন। হ্যাঁ (মাথা নত করিয়া) আর ব্যাপারটা শুধু ভালবাসার নয় আরও কিছুদূর গড়িয়েছে।

ত্রিপু। তাই থেকে তোরা ভেবে বস্‌লি যে যদু আর বৌকে ভালবাসেনা। যত পাগল !

দিন। বৌরাণী কিন্তু ভেবেছেন।

ত্রিপু। খুব অন্যায়। পুরুষের মন আর আমাদের মন কি সমান হতে পারে পাগল ? আমাদের সবই পৃথক ; ভালবাসা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা ; পুরুষ কতজনকে চায়, কিন্তু তার মধ্যে ভালবাসে মাত্র একজনকে। সে তার স্ত্রী ; জন্ম জন্মান্তর ধরে আয়োজন হয়ে বেদের মন্ত্রের মধ্যে যে তার জীবনের সঙ্গে প্রথম গাঁথা হয়ে যায়। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ কি তুই এতই ঠুন্‌কো মনে করিস্ যে কে এক মুসলমানের মেয়ে এসে তাই ভেঙ্গে দেবে।

দিন। আপনার ধারণা রাজা এখনও বৌরাণীকে তেমনি ভালবাসেন ?

ত্রিপু। নিশ্চয়ই, তবে আগে ভালবাস্‌ত শরীর দিয়ে এখন ভালবাসে মনে। বাইরে হয় ত তার প্রকাশ নেই। পুরুষের মুখে যেমন গোঁফ

দাড়ির হাবি জাবি আছে তেমনি তার মনেও খানিকটা হাবি জাবি আছে। ও পুরুষ মাত্রেই থাকে ; তা সত্ত্বেও স্বামীকে ভালবাসতে হয়।

দিন। কিন্তু রাজা যদি তাঁকে বিবাহ করেন—

ত্রিপু। সে কি, সে যে মুসলমানী।

দিন। তবু যদি বিবাহ হয়।

ত্রিপু। অসম্ভব! যদু এত নির্ব্বোধ নয়।

দিন। এ জগতে বহু অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে।

ত্রিপু। তুমি আমায় ভয় ধরিয়ে দিলে দিনরাজ! সেরকম কথা কিছু শুনেছ নাকি ?

দিন। শুনেছি মহারাণী, শুধু শোনা নয় আমি তা বিশ্বাসও করেছি। আমার অনুরোধ মহারাণী, আপনারা আর একবার সকলে গৌড়ে চলুন। নৈলে সেখানে যে মেঘ জমতে দেখেছি সে কিছুতেই কাটবে না।

ত্রিপু। তা'হলে পুরোহিত ঠাকুরকে ডেকে পাঠাই।

দিন। অত দেরী বোধ হয় সইবে না আমি এক ষড়যন্ত্রের আভাষ পেয়ে এসেছি—

ত্রিপু। কিসের ?

দিন। বিবাহ যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার—

ত্রিপু। কিন্তু দিন না দেখে নৌকাপথে যাওয়া—

দিন। যেটা আপনার ভাল মনে হয় করুন, কিন্তু সময় একেবারে নেই।

ত্রিপু। চল তাহলে আজই রওনা হই।

দিন। হ্যা আজই এখুনি। তবুও জানি না আপনারা সময় মত পৌছুতে পার্ব্বেন কিনা।

ত্রিপু। দিনরাজ তাহলে আর কিছু শুনে এসেছ ?

দিন। না মহারাণী না। কিন্তু বৌরাণীকে আমি নিজের বোনের মত

ভালবাসি। আজ কদিনই কে যেন কেবলই আমার মনে ডেকে বল্‌ছে যদি তোর বোনকে বাঁচাতে চাস তবে শীঘ্র গৌড়ে তাকে নিয়ে আয়। মহারাণী, আমি শুধু মেঘ দেখে এসেছি ঝড় দেখেনি। কিন্তু সে মেঘ বিপুল, আশ-ঙ্কায় ভরা। আপনারা তাড়াতাড়ি করুন। আমি দয়ারামকে কোশা ঠিক কর্ত্তে বল্‌ছি।

ত্রিপু। যাও আমি প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি। ভগবান, বাবা ধবলেশ্বর, তুমি মুখ রক্ষা কর। (উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—০:০:০—

গৌড়ের রাজদরবার। দূরে রাজসিংহাসন। তাহার নিকট প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, স্মৃতি-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ আসিয়া উপ-বেশন করিতেছিলেন।

[পূর্ব্বোক্ত সেই নৈয়ায়িক ও আর একজন পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলেন]

নৈয়া। বহু দিন এ সব অশুভ লক্ষণ দেখা যায় নাই।

পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ। হঃ দিবাভাগে শৃগালের রব বহুদিন শ্রুত হয় নাই।

নৈয়া। শুধু তাই নয়, আজ মনে পড়ছে পঞ্চানন জ্যোতির্ব্বিদ বলে-ছিলেন—হিন্দুরাজ্যের পক্ষে এদিন বড় অশুভ। যে সব নক্ষত্র দেখা গেলে রাজ্যে একটা বিপ্লব উপস্থিত হয় সেই সব নক্ষত্র নাকি তিনি বাংলার আকাশে দেখেছেন।

পূর্ব্ব বঃ। অই তা বিশ্বাস কর্ত্তে পারলাম না, যুদ্ধ নাই, ভূমিকম্প নাই, একটা রাজ্য নষ্ট হইবে কেমন কইরা?

নৈয়া। আমারও বিশ্বাস হয় না, তবে পঞ্চানন জ্যোতির্ব্বিদ যা বলেন তা খাটে দেখেছি। একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন কারুর মুখে হাসি নেই, সকলেই যেন আসন্ন বিপৎপাতের ভয়ে আগে থেকেই ম্রিয়মান হয়ে উঠেছে।

পূর্ব্ব বঃ। হঃ সেডা বিশেষ লক্ষ্য করছি। ঐ যে দেখছেন সনাতন তর্কবাগীশ যার মুখে সভায় খই ফুট্‌তে থাকে আজ যেন কে তাঁর মুখে সেই খই ভাজা হাড়িটা উবুড় করে থুইছে।

নৈয়া। আসুন বসি—

পূর্ব্বব:। হঃ বসেন।

[বলিতে বলিতে রাজা যদুনারায়ণ রাজপরিচ্ছদে সামাত্য সেখানে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা ভিন্ন আর সকলেই সেখানে দণ্ডায়মান হইলেন মুহূর্তের জন্য যদুনারায়ণের প্রফুল্ল মুখশ্রী সভাস্থলের গুমোট ভাবটা কাটাইয়া দিল। কিন্তু যদুনারায়ণ আসন পরিগ্রহ করিতেই আবার সেই অস্বস্তিকর আশঙ্কার ভারে সভা মলিন হইয়া উঠিল। যদুনারায়ণের মুখের হাসি তাঁর অজ্ঞাতসারে অধর হইতে মিলা য়া গেল। অজ্ঞাতসারে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল]

যদু। (ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া) আপনারা বাংলাদেশে রত্ন-স্বরূপ, আপনারা হিন্দুসমাজের স্তম্ভ। যুগযুগান্ত ধরে এই বিশাল ধর্ম্ম আপনাদের অনুশাসন মেনে সগৌরবে বিস্তার লাভ করে আস্ছে। হিন্দু-ধর্ম্ম চিরদিন উদার, আজ আবার সেই উদারতার পরীক্ষার দিন এসেছে। আশা করি আপনাদের চালনায় হিন্দুধর্ম্মের সেই উদারতার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে।

নৈয়া। (গম্ভীর ভাবে) মহারাজ সত্যযুগে নির্জ্জন পবিত্র অরণ্য ভাগে ঋষিরা সাধনা করে যে অমূল্য শাস্ত্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে গেছেন, আমরা তার বাহক মাত্র। যেখানে অন্ধকার সেখানে শুধু সেই আলোকাধার এনে অন্ধকার দূরীকরণের চেষ্টা কর্ত্তে পারি। আমরা তাঁদের বিনয়াবনত শ্রদ্ধা-ন্বিত দূত মাত্র, আপনি আদেশ কল্লে আমরা সযত্ন-রক্ষিত সেই দীপশিখা আপনার কাছে এনে উপস্থিত কর্ত্তে পারি আপনি নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই খুজে নিতে পারবেন।

সকলে। সাধু, সাধু।

যদু। কিন্তু আমার মনে হয় দীপবাহী দূত বলে আপনাদের ধরে নিলে আপনাদের অসম্মান করা হয়। দূত শুধু সন্দেশ বাহক। সে কোন

সমস্যার সমাধান কর্ত্তে পারে না। অথচ যদি কোনও কর্ত্তব্য সবচেয়ে কঠিন ও সবচেয়ে বড় থাকে সে যুগে যুগে দেশকালের উপযোগী ক'রে নব নব সমস্যার মঙ্গলকর মীমাংসা করা। প্রাচীন যুগে যে ভারতবর্ষ ছিল আজ সে ভারত-বর্ষ নেই। প্রাচীনকালে এমন এক ধর্ম্মের সঙ্গে অন্য ধর্ম্মের সংঘর্ষ হয়নি। এমন কি বহু হিন্দুর ধর্ম্মান্তরও গ্রহণ কর্ত্তে হয়নি। সমাজের এ অবস্থার সমস্যাও সব অভিনব এবং তার মীমাংসাও সব শাস্ত্রে পাওয়া দুর্ল্ভ। আমার মনে হয় শাস্ত্রকে যথাসম্ভব অনুসরণ করে আপনাদের এ সব সমস্যার বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে সমাধান করা কর্ত্তব্য।

নৈয়া। আপনার কথার তাৎপর্য্য আমরা সকলেই হৃদয়ঙ্গম কর্চ্ছি। আপনার আদেশ যথাসম্ভব প্রতিপালিত হবে।

যদু। এখন যে নূতন সমস্যার জন্য আজ আপনাদের বহু কষ্ট দিয়ে এখানে আহ্বান করে আনা হয়েছে, সে সমস্যা আপনাদের অনুমতি হ'লে আমি এখানে উপস্থিত কর্ত্তে পারি ?

নৈয়া। আজ্ঞে হ্যাঁ।

যদু। (গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া) একজন যবনী আজ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে চান, এবং তাঁর হিন্দুধর্ম্ম গ্রহনান্তর একজন ব্রাহ্মণ তাঁকে বিবাহ কর্ত্তে ইচ্ছুক। এ বিবাহে আপনাদের অনুমোদন নিশ্চয়ই পেতে পারি ?

(সভাস্থল নীরব হইল। কেহ কিছুক্ষণ কোন কথা উচ্চারণ করিল না। তারপর ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইনি ওঁর মুখের দিকে চাইতে লাগিলেন।)

যদু। একি ! মহাশয়গণ ; একটা কথা, আপনাদের ব্যক্তিগত মত আমাকে আপনারা আগে জানাবেন। তারপর পরামর্শ করে যা ভাল হয় বলবেন।

(কেহই উঠিয়া উত্তর করিতে সাহস করিলেন না)

আমি আপনাদের উত্তরের প্রতীক্ষায় আছি—

জনৈক ব্রাহ্মণ। সত্য অপ্রিয় হলেও বলতে আমরা বাধ্য যে মহারাজা, এ বিবাহ আমাদের মতে অশাস্ত্রীয়।

যদু। (কঠিন স্বরে) আমাদের না বলে 'আমার' বলুন।

অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ। আজ্ঞে না আমাদেরও মত তাই।

যদু। আপনাদের প্রত্যেকের?

সকলে। হ্যাঁ

নৈয়া। শুধু আমার একটু বক্তব্য আছে মহারাজ!

যদু। বলুন—

নৈয়া। যবনী যদি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে চায় সে তা নিতে পারে শাস্ত্রে তার বিধি আছে, কিন্তু সে হিন্দু হলেও শূদ্রানী হবে।

যদু। যদি তার আচার ব্যবহার সুন্দর হয়, যদি সে শিক্ষিতা হয়, ধর্ম্মপ্রাণা হয়, যদি সে ব্রাহ্মণ কন্যার মত সৎস্বভাবা শুচিমতী সুশীলা হয়, তা হলেও?

নৈয়া। তা হলেও।

যদু। তার পর?

নৈয়া। তার পরের বিধান দেওয়া অসম্ভব। ব্রাহ্মণ কখনও শূদ্রানীকে বিবাহ কর্ত্তে পারে না। দ্বাপর যুগে গর্গমুণি যবনীগর্ভে কালযবনকে উৎপাদন করেছিলেন, কিন্তু বৈধ বিবাহ হয় নি। ক্ষত্রিয় রাজারা ম্লেচ্ছ যবন রাজকন্যা সময়ে সময়ে বিবাহ করেছেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের তাদৃশ বিবাহ কোন শাস্ত্র ব্যবহারে নেই।

যদু। কারণ?

নৈয়া। কারণ জানি না মহারাজ, এ বিষয় নূতন।

যদু। সব প্রথার জন্ম একই দিনে একই সময়ে হয় না। আজ যদি তার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়—

নৈয়া। আমাদের সাহস হয় না আমাদের মত ক্ষুদ্র বুদ্ধি—

যদু। ব্রাহ্মণ যদি আগের মত তেমনি সদাচারী শুধু ব্রহ্মবিদ্যানুধ্যায়ী যজন যাজন ক্রিয়ারত থাকৃতেন, কোনও কথা ছিল না। কিন্তু আজ আমার ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ের গায়ে অভ্যাসবসে নামাবলী জড়ানোর মত। ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করার পরে আজ যদি আমার ব্রাহ্মণত্ব না ঘুচে গিয়ে থাকে তবে ক্ষত্রিয়ের অন্য একটী আচরণ গ্রহণ কর্ল্লে আমি পতিত হব কেন? বাংলার অধ্যাপকমণ্ডলী, এ সমস্যা আমার নিজের। কোন কারণে আমি নবাব আজিমশার কন্যা আশমানতারাকে বিবাহ কর্ত্তে বাধ্য। নবাবকন্যা অতুলনীয় ঔদার্য্যের সহিত হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে রাজী হয়েছেন এ সত্ত্বেও কি আমি তাঁকে বিবাহ কর্ত্তে পারি না?

নৈয়া। মহারাজ, শাস্ত্র রাজা প্রজাকে সমান জ্ঞান করে।

যদু। কিন্তু শাস্ত্র ত অবিবেচক নয়। আমায় যুক্তি দিন। যদি যুক্তি সঙ্গত হয় আমি আপনাদের ব্যবস্থা মাথায় পেতে নেব। আপনারা আমার অবস্থাটা একবার কল্পনা করে দেখবেন। আমি শুধু বিচার প্রার্থী নই আপনাদের সাহায্য প্রার্থী। আপনারা আমাকে অনুকম্পা করুন।

নৈয়া। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) মহারাজ, শাস্ত্রের নির্দ্দেশ না পেলে আমরা কি সাহায্য কর্ব্ব? হিন্দু ধর্ম্মের যদি কোনও গৌরব থাকে সে গৌরব শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা। আমাদের হাতে সে শাস্ত্রের অমর্য্যাদা হতে পার্ব্বে না

সকলে। সাধু! সাধু!

যদু। তা হলে আপনাদের মতে আমার নবাবজাদিকে বিবাহ করা অসম্ভব?

নৈয়া। আজ্ঞে তা বৈ আর কি।

যদু। কিন্তু আপনারা জানেন কি সমাজপতিগণ, আরব দেশ থেকে এক দুর্জ্জয় বলিষ্ঠ ধর্ম্ম এসেছে, যে তার ক্রোড়স্থ সব মানুষকে সমান চক্ষে দেখে, যে মানুষের মধ্যে মানুষের প্রভেদ মানুষেরই তৈরী বলে ঘৃণা করে,

যার কাছে ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান আদরের ? আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাদের ধর্ম্মের জয়ধ্বনি উঠছে বরং তারা আপনাদের দুয়ারে।

নৈয়া। জানি তারা ম্লেচ্ছ বলেই বর্ণাশ্রম মানে না। হিন্দুর গৌরব বর্ণাশ্রম। মহারাজ, একটা ম্লেচ্ছ কন্যার জন্য আপনার মত কুলীন ব্রাহ্মণের ব্যাকুল হওয়া শোভা পায় না ; তাকে আপনি অনায়াসেই ত্যাগ কর্ত্তে পারেন।

যদু। পারি না ব্রাহ্মণ, তা যদি পার্ত্তাম আজ তোমাদের কাছে ভিক্ষুকের মত করযোড়ে শাস্ত্রের অনুমোদন যাচ্ঞা কর্ত্তাম না। শাস্ত্রানু-মোদন ! কে শাস্ত্র সৃষ্টি করেছিল ? মানুষ না ? আজ মানুষের প্রয়োজনে শাস্ত্র যদি না নড়তে চায় মানুষ নূতন শাস্ত্র তৈরী কর্ব্বে।

নৈয়া। মহারাজের পক্ষে সবই সম্ভব, কিন্তু হিন্দু সমাজ তা মানবে না।

যদু। আর আমি যদি হিন্দু সমাজ না মানি—

নৈয়া। মহারাজের ইচ্ছা। পুত্রের বিবাহের সময় প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হবে।

যদু। তথাপি আপনারা শাস্ত্রের অনুশাসন বিন্দুমাত্র শিথিল কর্ব্বেন না ?

নৈয়া। তা হয় না মহারাজ।

(উমার মৃতদেহ লইয়া গিরিনাথের প্রবেশ।
সঙ্গে একজন প্রহরী।)

সকলে। কে—কে তুমি উন্মাদ ? (সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল).

প্রহরী। মহারাজ, একে কিছুতেই আমরা রোধ কর্ত্তে পাল্লাম না— আমাদের অপরাধ—

(যদুমল্ল ইঙ্গিত করিতেই সে পুনরভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল)

গিরি। কৈ মহারাজা? মহারাজ, আমি বিচার চাই। শুন্‌লাম সমাজ-পতি শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণেরাও নাকি সকলে এখানে উপস্থিত আছেন। মহারাজ, তাদের জন্যই এই বলি এনেছি—নেও তোমরা গ্রহণ কর।

(বলিয়া ব্রাহ্মণদের সম্মুখে উমার দেহটী স্থাপিত করিলেন ; ব্রাহ্মণেরা শবদেহ স্পর্শের ভয়ে ক্রমেই পশ্চাৎপদ হইতে ছিলেন ; তাড়াতাড়িতে একজন ব্রাহ্মণ গিরিনাথের গায়ে পড়িল ; তাহা বুঝিতে পারিয়া গিরিনাথ সহসা সেই ব্রাহ্মণের হাত ধরিয়া ফেলিলেন।)

গিরি। কোথা যাও সমাজপতি সব। তোমরা যার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা কচ্ছিলে ঐ যে আমার কন্যার সেই মরণ নিয়ে এসেছি—নাও নাও ওর মর্ম্ম-শোণিত পান কর ; ঐ নিরপরাধা অভাগিণীর হৃদ্‌পিণ্ড ছিড়ে সমস্ত ন্যায়বাগীশদের মধ্যে কুটি কুটি করে ভাগ করে দাও, ওর বক্ষ-শোণিত দিয়ে শাস্ত্রের জরাজীর্ণ পৃষ্ঠার পরে ধ্বংসের বাছা বাছা শ্লোক গুলিকে রেখাঙ্কিত ও উজ্জ্বল করে দেও, সবার উপরে ওর ঐ কোমল নিষ্পাপ দেহের উপরে শিখান্দোলিত করে নামাবলীর জয়ধ্বজা উড়িয়ে তোমরা একবার তাণ্ডবনৃত্য কর ; তোমাদের কামনা পূর্ণ হোক্।

ব্রাহ্মণ। মহারাজা, এ উন্মাদকে এখুনি স্থান ত্যাগ কর্ত্তে আদেশ দিন।

যদু। গিরিনাথ, গিরিনাথ, তোমাকে কি সান্ত্বনা দেব—তোমার শোকের শান্ত্বনা নাই। দেওয়ানজী তুমি ওঁকে সসম্ভ্রমে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও। আর উমার সৎকারের আয়োজন কর।

গিরি। (তাড়াতাড়ি উমাকে তুলিয়া লইয়া) না, না দেব না—দেব না—এ হিন্দুর সমাজশাসনের জয়ধ্বজা, এ আমি বয়ে নিয়ে জগৎকে সনাতন ধর্ম্মের মহিমা দেখিয়ে বেড়াব। মহারাজ, বিচার কর—আমার এই কন্যাঘাতিদের তুমি বিচার কর। উমা কি বেদনার জ্বালা জুড়ুতে তুই করতোয়ার জলে ঝাঁপ দিইছিলি মা! তোর সেই জ্বালা এসে আমার

বুকে বাসা নিয়েছে। আমি ত আর সৈতে পারি না—আর সৈতে পারি না—

যদু। বিচার? কার কাছে বিচার! অন্ধ শাস্ত্রের দুয়ারে তোমার কন্যা মাথা খুড়ে মরেছে—আমিও খুড়ছি। জীবন রায়—

(জীবনরায়কে ইঙ্গিত করিলেন—জীবন গিরিনাথকে স্পর্শ করিয়া)

জীবন। চল দাদা।

গিরি। (যাইতে যাইতে আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিল)—উমা—উমা— (প্রস্থান)

(কিছুক্ষণ সকলেই স্তব্ধ রহিল)

নৈয়া। মহারাজ—শাস্ত্রের অনুশাসন সময় সময় ব্যক্তি বিশেষের উপর রূঢ় হলেও, কঠোর হলেও, তা সমষ্টির মঙ্গলের জন্য—

যদু। চুপ কর ব্রাহ্মণ;—ব্যক্তির জীবনের কোনও মূল্য যে তোমাদের কাছে নেই তা আমি জানি! তাই তোমাদের বিধানে ধর্ষণকারীর পরিবর্ত্তে ধর্ষিতাকে শাস্তিভোগ কর্ত্তে হয়—তাই তোমাদের বিধানে মানুষ মানুষকে ভাই বলে আলিঙ্গন না করে তাকে অস্পৃশ্য বলে দূরে ঠেলে রাখে। ব্যক্তির জীবন! সমাজপতিগণ একটা ব্যক্তির জীবনকে তোমরা যত সহজে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পার আমি তো তা পারি না;—কি অধিকার আছে তোমার শাস্ত্রানুশাসনের যে সে বিধাতার তৈরী একটা মানবাত্মাকেও অযথা উৎপীড়িত করে। যখন উৎপীড়িতের অশ্রুজল মুছিয়ে তাকে গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার সাহস তার নেই—কি অধিকার আছে তার একটা মানব জীবনকে অযথা নষ্ট করবার যখন সে জীবনটুকু ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই? সমাজপতিগণ আমার প্রায়শ্চত্তের ফর্দ্দ—সমাজপতিগণ তোমরা—এখন থেকে ভেবে ঠিক করগে। আমি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করলাম।

সকলে। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সে কি মহারাজ !

যদু। মহারাজ নই—নবাব, যদুনারায়ণ নই জেলালুদ্দিন। মনে করেছ যে আমার মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে তোমাদের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আমি ন্যায় যা তা থেকে পালিয়ে থাকৃব। হিন্দুধর্ম্ম বজায় রাখতে যদি আমার এতবড় অধর্ম্মই কর্ত্তে হয়, তবে দেখি মহম্মদের ধর্ম্মে তার অনুমোদন পাই কিনা ? (স্বগতঃ) ভগবান সর্ব্ব ধর্ম্ম বিবাদের উপরে তুমি, তুমি আমাকে ত্যাগ কর না। (প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া দিনরাজ ও ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রবেশ)

ত্রিপুরা। কই—কোথায় যদু ? দিনরাজ ?

দিন। দৌবারিক যে বল্লে সে এখানে !

ত্রিপুরা। একি ব্রাহ্মণগণ, তোমরা মলিনমুখে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

(মৌলানা সাহেব প্রবেশ করিয়া একগাল হাসিয়া)

মৌলানা। আপনারা গৌড়ের নবাব জেলালুদ্দিনকে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। তিনি পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন !

দিনরাজ ও সকলে। সে কি !

ত্রিপুরা। যদুমল্ল ?—আমার যদু ?

মৌলানা। (মুরুব্বিয়ানা চালে ঘার নাড়িয়া) হ্যাঁ—আর নবাবজাদী আশমানতারার সঙ্গে তাঁর পরিণয় এখনি সম্পন্ন হবে। তাঁরা সকলেই মস্‌জিদে সমবেত হয়েছেন।

(ত্রিপুরা সুন্দরী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ; তিনি টলিতেছিলেন। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত ব্যথামাখা। দিনরাজ তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন—দূরে কোথায় এক উদাস করুণস্বর বাজিতেছিল।)

—:*:—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—:*:—

[গৌড়ের রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ নদীতীর। দূরে একটী চিতা সজ্জিত। একখানা নৌকা বাঁধা আছে, পার্শ্বে চারিজন লোক দাঁড়াইয়াছিল। তাহার একটু সম্মুখে অনুপের হাত ধরিয়া পাষাণ প্রতিমার মত ত্রিপুরাসুন্দরী সজ্জিত চিতার দিকে চাহিয়াছিলেন। একেবারে সম্মুখে এক বৃক্ষতলে নবকিশোরী মাটিতে পড়িয়া। তাঁহারা সকলেই কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

জনৈক ব্যক্তি। (সহসা পশ্চিমদিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল) ঐ যে জীবন রায় আস্‌ছেন।

[ত্রিপুরা অনুপের হাত ছাড়িয়া দিয়া চমকিয়া সেইদিকে তাকাইলেন। কিশোরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন—জীবন রায় ভগ্নোৎসাহে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিপুরা। কি সংবাদ দেওয়ান,—

জীবন। সংবাদ অশুভ—

ত্রিপুরা। কি বল্লে সে পাপিষ্ঠ ?

জীব। মহারাজ ব—

ত্রিপুরা। মহারাজ নয় নবাব জেলালুদ্দিন—

জীবন। অজ্ঞে হ্যাঁ তিনি বল্লেন যে প্রায়শ্চিত্ত যদুমল্ল কখনও করে না। সে যে কাজ করেছে ন্যায়সঙ্গত বুঝেই করেছে। আজ যদি সমস্ত ব্রাহ্মণ-

মণ্ডলী মিথ্যা ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য নিজেরা প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে রাজী থাকে, তাহলেই শুধু একমাত্র তাহলেই আমিও প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় হিন্দু হতে পারি।

ত্রিপুরা। তাকে দুঃখিত দেখলে না।

জীবন। ঠিক বুঝতে পারলাম না মহারাণী! চেয়ে দেখলাম তার উদাস চেহারা। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলতেই যেন সে শান্ত চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হ'ল। আমি দ্বিতীয়বার তর্ক কর্ত্তে সাহসী হলাম না।

ত্রিপুরা। আর কোনও রকম চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা বুঝছ?

জীবন। ফল হবে না।

ত্রিপুরা। (কম্পিত স্বরে) তা হ'লে—তা হ'লে—তার সঙ্গে কি আমাদের সম্বন্ধ চিরদিনের মত ঘুচ্‌ল—যদু—যদু—

জীবন। মহারাণী—

ত্রিপুরা। কিছু চিন্তা করিস্ নে জীবন! আমি হিন্দুনারী, কর্ত্তব্য কর্ত্তে জানি কিন্তু আমার বড় আশা ছিল জীবন—যে ঐ অগ্নি চিতায় আমি একদিন শোব—আর সে এসে, আমার বাছা এসে, আমায় আগুনের রথে চড়িয়ে দিয়ে যাবে। আজ তার পরিবর্ত্তে কিনা জীবন, জীবন—আমার যে যদু ভিন্ন আর কোনও ছেলে নেই।

(অনুপ আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল)

অনুপ। কাঁদ্‌ছ ঠাকুরমা!

ত্রিপুরা। না না কাঁদ্‌ব কেন দাদা, এই যে আমার তুই রয়েছিস—আমার পৃথিবীর বাঁধন, স্বর্গের সুখ—

জীবন। মহারাণী সন্ধ্যা ঘোর হ'য়ে আস্‌ছে, আকাশে মেঘ জম্‌ছে।

ত্রিপুরা। আমার অমন পূর্ণচন্দ্রই যদি চলে গেল ত পৃথিবীতে কি হ'ল

না হ'ল তাতে কি আসে যায়? না কর্ত্তব্য কর্ত্তেই হবে। দাদা, চল আমরা এই দিকে যাই।

জীবন। (লোকদের প্রতি) দাও কুশ পুত্তলিকা শুইয়ে দাও।

(তাহারা যদুমল্লের দেহের প্রতিনিধি স্বরূপ সেই কুশ পুত্তলিকা চিতার পরে শোয়াইয়া দিল এবং অনুপের হাতে প্রজ্জলিত কাষ্ঠ গুচ্ছ আনিয়া দিল।)

অনুপ। একি কর্ব্ব ঠাকুর মা—

ত্রিপুরা। (উত্তর করিতে পারিলেন না)।

জীবন। (অগ্রসর হইয়া আসিয়া) এস আমার সঙ্গে এস।

(বলিয়া অনুপকে সঙ্গে লইয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।)

জনৈক লোক। আচ্ছা এর অর্থ কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। মহারাজ যদু নারায়ণ হিন্দু ধর্ম্মের কাছে মৃত তাই তাঁর দেহের প্রতিনিধি স্বরূপ ঐ কুশ পুত্তলিকা দাহন করা হবে। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল।

(জীবন রায় অনুপমকে দিয়া কুশ পুত্তলিকার মুখে অগ্নি সংযোগ করাইয়া দিলেন। দাউ দাউ করিয়া চিতা জলিয়া উঠিল।)

ত্রিপুরা। যদু ওরে আমার যদু—

(বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলে আসিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নব কিশোরীর সর্ব্বাঙ্গ সেই চীৎকার শুনিয়া একবার ঝাঁকা দিয়া উঠিয়া আবার নিস্পন্দ হইল। চিতার আগুণ শীঘ্রই নিভিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে আলো সরিয়া যাওয়াতে স্থানটা প্রায় অন্ধকার হইয়া গেল।)

ত্রিপুরা। (উঠিয়া) শেষ হয়ে গেছে যাক্। দেখ আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি যে পাষণ্ড জালালুদ্দিন আমার যদুকে হত্যা করেছে তাকে আমি এ রাজ্যে রাখব না। তাকে বেত্রাহত কুকুরের মত আমি গৌড়ের নগর থেকে

তাড়িয়ে দেব। এ রাজ্য রাজা গণেশের, তাঁর পুত্রের। তার অবর্ত্তমানে তাঁর পৌত্রের। জীবন রায়, তুমি যেয়ে সেই ম্লেচ্ছ নবাবকে বলো যে সে যদি স্বেচ্ছায় সিংহাসন না ছেড়ে যায়, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর্ব্ব।

জীবন। যে আজ্ঞে –

ত্রিপুরা। (অগ্রসর হইয়া আসিয়া কোমল স্বরে) বৌমা—

কিশোরী। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া তাঁর পা ধরিয়া) আমায় বিদায় দিন্ মা।

ত্রিপুরা। সে কি মা ?

কিশোরী। আমি মুসলমানী হব।

ত্রিপুরা। সে কি বৌমা !

কিশোরী। আমার আর গতি নেই মা।

ত্রিপুরা। তোমার গতি নেই, সহস্র হিন্দু নারীর স্বামী তার স্ত্রীকে ছেড়ে স্বর্গে যাচ্ছে না ? তাদের গতি হয় নি ? লক্ষ হিন্দু নারী এখনও তাদের পরলোক গত স্বামীর জন্য কতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছে না ? স্বামী আজ তুমি একলা হারাও নি।

কিশোরী। মা তাহলে আমি বাঁচব না—কিছুতেই বাঁচব না।

ত্রিপুরা। না বাঁচো ঐ অনুপ এগ্নি একদিন আগুণের কোলে তোমায় নিশ্চিন্ত মনে রেখে আসবে। তার জন্য দুঃখ কি বৌমা। তোমার ঢের কর্ত্তব্য আছে, ওঠ।

কিশোরী। মা আমার কর্ত্তব্য তাঁর সাথে থাকা ; তাঁর পাপে, তাঁর পুণ্যে, স্বর্গে, নরকে, ধর্ম্মে, অধর্ম্মে –

ত্রিপুরা। কখনও নয়। যদুমল্ল যতদিন জীবিত ছিল ততদিন সে সম্বন্ধ। আজ সে নাই, ঐ কুশ পুত্তলিকার সঙ্গে তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখন এক মৃত্যু ভিন্ন আর কেউ তোমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পার্ব্বে না।

কিশোরী। মা মা আমায় তুমি ছেড়ে দেও! তিনি যদি গিয়ে থাকেন আমাকেও সেইভাবে মর্ত্তে দেও মা। আমার জন্য অন্য মরণ ব্যবস্থা কর্চ্ছ কেন মা?

ত্রিপুরা। সে হিন্দুর পক্ষে সব চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ যা তাই করেছে; বৌমা আর আমি পেরে উঠ্‌ছি না। আমার শরীর আচ্ছন্ন করে নিয়ে আস্‌ছে; যাও কল্যাণীর সাথে যেয়ে কাপড় ছেড়ে এস;—আর কল্যাণী বৌমার হাতের শাঁখা—

[কাঁদিতে কাঁদিতে কল্যাণী কিশোরীকে লইয়া নেপথ্যে গেল)

হা ভগবান আর জন্মে কত পুঞ্জীভূত পাপ করেছিলাম, যে আজ তার ফল এমন করে দিলে। ঐ ঐ শাঁখা ভেঙ্গে গেল—এ কে! দিনরাজ? দিনরাজ এত ব্যাকুল হয়ে ছুটে আস্‌ছে কেন?

দিনরাজ। (দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া) মহারানি! মহারানি! এখনও রাজাকে বোধ হয় ফিরানো যায় -

ত্রিপুরা। কি করে?

দিনরাজ। আমি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এলাম মহারাণী। আমি তাঁকে অনুরোধ করার জন্য তাঁর ঘরে যাচ্ছিলাম, দরজার কাছে গিয়ে দেখি মহারাজ জানু পেতে কাকে—প্রণাম কর্চ্ছেন।

ত্রিপুরা। এ্যাঁ।

দিন। মা, যখন তিনি মাথা নিচু কল্লেন, তখন তাঁর মাথার উপর দিয়ে দেখলাম—

ত্রিপু। কি দেখ্‌লে?

দিন। পরম সুন্দর এক রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি।

ত্রিপু। সে কি দিনরাজ?

দিন। শীঘ্র চলুন মা, এখনও সময় আছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখের সেই—সুন্দর হাসি, আমায় যেন ডেকে বল্লে তোদের ধন হারায় নি।

ত্রিপু। দিনরাজ, দিনরাজ, শীঘ্র করে চল! হ্যাঁ—আশমানতারা কোথায়?

দিন। নবাব কন্যাও তাঁর পাশে, অশ্রুমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—

ত্রিপু। তবে?—

দিন। কি 'তবে' মা!

ত্রিপু। দিনরাজ। তার সঙ্গে আমাদের সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে। ঐ দেখ—

(দগ্ধ কুশপুত্তলিকার দিকে তাকাইলেন।)

দিন। (তাহা দেখিয়া) মা আমায় একবার শেষ চেষ্টা কর্ত্তে দিন। আমি অনুপকে একবার নিয়ে যাব, আমায় বাধা দেবেন না।

(ত্রিপুরাসুন্দরী চক্ষু ঢাকিলেন—দিনরাজ তাড়াতাড়ি অনুপের হাত ধরিয়া লইয়া—)

দিন। আয় অনু, তোর বাবার কাছে যাবি—

অনু। কোথায় বাবা? ঠাকুর মা, আমার বাবা তাহলে বেঁচে আছেন?—

দিন্। আছেন, আছেন—সাম্‌নের ঐ রাজবাটীতে তিনি আছেন? রাজা হয়ে তোর বাবা আমাদিগকে ভুলে আছেন। তোর বাবাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারবি না অনুপ?

অনু। পারব,নিশ্চয় পারব—ঠাকুর মা মিথ্যে কথা বলে—আমি এখুনি যাচ্ছি বাবার কাছে—

দিন। চল বাবা! (দুইজনে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিতে গেলে)

ত্রিপু। দিন্‌রাজ!

দিন্। (ফিরিয়া অশ্রুকণ্ঠে) মা!—

ত্রিপু। তা হয় না দিনরাজ! (দিন্‌রাজ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মুখ নামাইল) ফিরে এস—(দিনরাজ হেঁট মুখে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল)

অনু। আমি যাব ঠাকুর মা ;—কেন তোমরা আমায় আট্‌কাবে ? আমি যাবই— [দ্রুত প্রস্থান।]

ত্রিপু। অনুপ, অনুপ, ফিরে আয়—ফিরে আয়

অনু। (দূর হইতে) না—না—

ত্রিপু। দিনরাজ অনুপকে ধর—শীঘ্র ধর—

দিন্। ওকে যেতে দিন মা !

ত্রিপু। দিনরাজ !

(দিনরাজ অশ্রুদমন করিয়া অতি ধীরে ধীরে অধোবদনে স্থান ত্যাগ করিলেন।)

——:*:——

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

গৌড়ের প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(যদুনারায়ণ ও আশমানতারা)

যদু। আশমান্, এই শেষ। এইবার আমার অন্তরের ধন শ্রীকৃষ্ণকে একেবারে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে নির্ব্বাসিত কর্ত্তে হবে। অভিনয়ের সময় এল, অভিনয় কর্ত্তে হবে। আর জীবনে আমি তোমার নাম উচ্চারণ কর্ত্তে পার্ব্ব না গোপাল! তাই বলে তুমি যেন তোমার বন্দীশালা ত্যাগ করে যেও না। জীবনের পরপারে—সংসারের ধুলি ময়লার উপরে যখন মৃত্যু-লোকে যাব সেইদিন আবার হে আমার প্রিয়তম, সেই দিন আবার তোমার সঙ্গে মিলন হবে। সেদিন অভিমান করে দূরে থেক না যেন, আমি যে বড় হতভাগ্য বন্ধু!

(আঁখি অশ্রু সজল হইয়া উঠিল। প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল "সেনাপতি তোরাপ খাঁ দেখা করিতে চান")

যদু। (ক্লান্ত স্বরে) যাও আশমান একটু ভিতরে যাও।

(আশমান চলিয়া গেলে তোরাপ খাঁ উত্তেজিত ভাবে প্রবেশ করিয়া সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ করিয়া বলিয়া উঠিল)—

তোরাপ্। কাফেরের এ অত্যাচার সহ্য হয় না জনাব।

যদু। কি অত্যাচার?

তোরা। সেই কাফের রমণী রাজপ্রাসাদের সামনে একটা খড়ের পুতুল দাহ কর্চ্ছে—আর সেইটাকে জনাবের প্রতিমূর্ত্তি বলে ঘোষণা কর্চ্ছে—"

যদু। কুশপুত্তলিকা!—দাহ হয়ে গেল?

তোরা। জনাব—প্রজারা সকলেই উত্তেজিত,—কাফেরের এ অত্যাচারের শাস্তি না দিলে—প্রজাদের কাছে নবাবের সম্মান থাকবে না –

যদু। কাফের! কাফের! কাফের কি এত হেয় তোরাপ?

তোরা। জনাব আপনার মুখে এ প্রশ্ন অদ্ভুত শোনায়। কাফের হেয় না হলে আপনি সে দুষ্ট ধর্ম্ম ত্যাগ করে আস্‌বেন কেন?

যদু। আমি সে ধর্ম্ম হেয় বলে ত্যাগ করিনি সেনাপতি, আমাকে তারা হেয় বলে ত্যাগ করেছে। যদিও তাদের কোন অধিকার ছিল না। সে ধর্ম্ম হেয়! জান না তোরাপ—যদি কোনও ধর্ম্ম একেবারে অজ্ঞকে নিরক্ষরকে কোল দিতে পেরে থাকে, তার রুক্ষ বর্ব্বরতাকে প্রশমিত করে তার স্বভাবের পরে ধৈর্য্যের তিতিক্ষার এক প্রলেপ দিয়ে যেতে পারে, সে এই হিন্দু ধর্ম্ম। যদি কোনও ধর্ম্ম মহাজ্ঞানী কুটদর্শী নৈয়ায়িকের দৃষ্টিকে আরও উজ্জ্বলতর আলোক পাতে অসন্দিগ্ধ করে দিতে পারে, সে এই হিন্দু ধর্ম্ম। এই হিন্দুধর্ম্মকে ঘৃণা কর না তোরাপ।

তোরাপ। জনাব, আপনি হিন্দু না মুসলমান?

যদু। আমি মুসলমান তবু হিন্দুকে ঘৃণা করি না কিন্তু যদি হিন্দু সমাজের কথা ব'ল আমি তার শত্রু, আমি এই সমাজে সহস্র অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো, এদের যে বিধি নিষেধ আছে, যাতে লোকে তার প্রত্যেকটা ভাঙ্গে তার জন্য উৎসাহিত কর্ব্ব, যদি পারি এদের ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মকে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দেব। তুমি জান না তোরাপ এদের পরে কত ঘৃণা!

তোরাপ। আজ্ঞে না। কিন্তু তারা প্রজাদের মনে রাজশক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা জাগিয়ে, রাজদ্রোহের সৃষ্টি করছে।

যদু। তাদের যা খুসী তা কর্ত্তে দাও!

তোরা। সে কি জনাব।

যদু। তোরাপ একটু আগে জীবন রায় এসেছিল আমাকে হিন্দু হতে অনুরোধ কর্ত্তে—

তোরা। সে কি ?

যদু। আমি ফিরিয়ে দিলাম।

তোরা। তারা মূর্খ, আপনাকে চেনে না।

যদু। তার সেই ব্যর্থ দৌত্যের সংবাদ যখন তাদের কাণে পৌছুল তখন এক অস্ফুট আর্ত্তনাদ উঠল। রাজপুরীর সমস্ত কোলাহলের উপর দিয়ে সেই আর্ত্তনাদ আমার কাণে পৌছুল। তোরাপ। যদি আমার জীবন দিয়ে সেই আর্ত্তনাদ নিবারণ কর্ত্তে পার্ত্তাম, কর্ত্তাম, কিন্তু তা হয় না। এক হয় আমার অপমান দিয়ে পৌরুষকে নষ্ট করে মানবত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে। সে মানুষ পারে না।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী গৌড় রাজধানী আক্রমণ করবেন বলে প্রচার —করেছেন।—　　　[যদুনারায়ণের ইঙ্গিতে দূতের প্রস্থান]

তোরা। আমরা থাকৃতে ?

যদু। সম্রাট যদুনারায়ণের জননীর গতি তোমরা রোধ কর্ত্তে পার্ব্বে না।

তোরা। সম্রাট জেলালুদ্দিন !

যদু। হাত উঠ্‌বে না। তাদের নির্ব্বিঘ্নে যেতে দেও। আমার আর কিছু বলার নেই।

(তোরাপ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিতেই সহসা নেপথ্যে কতকগুলি অস্ত্র ধ্বনি শ্রুত হইল—)

দু'জন প্রহরীর সঙ্গে অনুপ সেখানে প্রবেশ করিল।

যদু। ওকি ও, ক্ষান্ত হ সয়তান্ সব (বলিয়া যদুমল্ল উঠিয়া দাঁড়াইতেই প্রহরীরা স্থির হইয়া দাঁড়াইল)

অনু। "বাবা"—(বলিয়া অনুপ তরবারি ফেলিয়া যদুমল্লের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—)

যদু। বাবা আমার—(বলিয়া সাশ্রুনেত্রে যদুমল্ল তাকে বুকে জড়াইয়া

ধরিলেন—সেও তাহার বাবার গলা জড়াইয়া ধরিল আর কেবল ডাকিতে লাগিল—

অনুপ। বাবা ও বাবা—

যদু। কি যাদু, কি ধন, কি সোণা!

অনুপ। বাবা! কতদিন তোমায় ডাকিনি বাবা—

(যদু তাহাকে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করিয়া দিলেন)

অনুপ। উঃ ও জায়গায় চাপ দিও না বাবা—

যদু। কি হয়েছে দেখি—

অনুপ। আমি তোমার কাছে আসব তা ওরা আস্‌তে দেয় না কেন বাবা? আমি দুটী পাহারাওলাকে কেটে ফেলেছি। তার একজন ওখানে ঘা দিয়েছে।

যদু। দেখি দেখি এই কে (প্রহরীর উদ্দেশ্যে কিন্তু সাম্‌লাইয়া লইয়া) আচ্ছা থাক্। দাঁড়াও আমিই ভাল করে বেধে দিচ্ছি। এরা তোমায় কেউ আটকাতে পার্লে না?

অনুপ। না—সবাইকে হারিয়ে দিয়েছি। মনে নেই বাবা সেই তুমি আমায় যে তরওয়ালের পেঁচ শিখিয়ে দিয়েছিলে তা এরা আটকাতে পারে না বাবা—

যদু। তুমি রাজা গণেশের নাতি বাবা! তোমায় কি এরা আটকাতে পারে?

অনুপ। বাবা ঠাকুর মা বল্‌ছিল তুমি মরে গিয়েছ। এই যে তুমি রয়েছ বাবা। ঠাকুর মা মিথ্যেমিথ্যি কাঁদ্‌ছিল। না বাবা?

যদু। হ্যাঁ।

অনুপ। আমি যখন তোমাকে নিয়ে যাব তখন ঠাকুরমা কি কর্ব্বে জান বাবা?

যদু। কিছু কর্ব্বে না অনুপ—

অনুপ। তাই বৈকি ! তুমি আমায় যেমন কচ্ছ তেমনি তিনিও তোমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌বেন—"ও যদু, যদু"—বাবা আমার খিদে পেয়েছে—

যদু। আচ্ছা বাবা, তুমি এখানে বোস, আমি নিয়ে আস্‌ছি, কোথাও যেও না যেন।

অনুপ। না, আমি তোমার এই পোষাকটা গায়ে দিই ততক্ষণ।

যদু। দাও। (প্রস্থান ও একটু পরেই কিছু খাবার লইয়া আসিলেন)

যদু। এই নেও খাও।

(অনুপ আহার করিতে গেলে—সেই মুহূর্ত্তে দিনরাজের প্রবেশ)

দিন। সাবধান নবাব, ব্রাহ্মণ পুত্রের জাতি নষ্ট করার অধিকার তোমার নেই।

(যদুমল্লের সমস্ত শক্তি কে যেন হরণ করিয়া লইল—তাহার হাত হইতে থালা খানি পড়িয়া গেল।)

অনুপ। ওকি ফেলে দিলে কেন বাবা আমি কুড়িয়ে খাই।

(কুড়াইতে গেলে দিনরাজ আসিয়া ধরিয়া ফেলিল)

দিন। ছিঃ ও কুড়িয়ে খায় না, ধুলো লেগেছে। চল তোমার ঠাকুর-মা তোমার জন্য খাবার রেখেছেন।

অনুপ। আমি বাবাকে নিয়ে যাব।

দিন। তোমার বাবা পরে যাবেন, চল।

অনুপ। না আমি যাব না।

দিন। তোমার ঠাকুরমা তাহ'লে এখানে নিতে আস্‌বেন। অতদূর হাঁট্‌তে তার কষ্ট হবে।

অনুপ। চল বাবা।

যদু। (গাঢ় স্বরে) না বাবা তুমি যাও, তোমার খিদে পেয়েছে, আর দেরী কর না ধন, যাও প্রাণাধিক, যাও বাবা।

অনুপ। (যাইতে যাইতে) তুমি পিছনে আস্‌ছত বাবা ?

যদু। হ্যাঁ বাবা, আমি পিছনে রইলাম।

(খাবারগুলি কুড়াইয়া রাখিতেছিলেন আর অনবরত চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। কার পদশব্দ হইতেই তাড়াতাড়ি সেগুলি সরাইয়া রাখিয়া শান্ত হইয়া দাঁড়াইলেন।)

(আশমানতারা প্রবেশ করিয়া যদুমল্লের নিকটে আসিয়া দুই হাত দিয়া তাঁহার দুইহাত ধরিয়া আকুলস্বরে বলিলেন)

আশ। ওগো তুমি শুধু তাঁকে ফিরিয়ে আন—

যদু। (বিস্মিতভাবে) কাকে ?

আশ। দিদিকে। আমি তাঁকে দেখে এলাম।

যদু। (সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তাঁকে দেখে এলে ? কোথায় ?

আশ। নদীর ঘাটে, এখনও তাঁকে ফিরিয়ে আনা যায়। তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে এস।

যদু। (স্থিরভাবে) কি রকম দেখ্‌লে।

আশ। কে যেন একখানা বিষাদের মর্ম্মর প্রতিমা নদীতীরে স্থাপনা করে গেছে। সে যে কি সুন্দর রং, সে কি আলুলায়িত চুলের রাশ ! গতি তাঁর স্থির, অবিচলিত, নিষ্কম্প কিন্তু দেখেই মনে হয় ওঁর দেহপাত্র ব্যথায় কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে। একবার শুধু তাঁর চাঞ্চল্য দেখলাম যখন ইতস্ততঃ করে তিনি প্রাসাদের দিকে নিমেষের জন্য তাকালেন। সে মুখ অতি সুন্দর কিন্তু তাতে রক্ত নেই। জীবন থাক্‌তে মানুষের মুখ অত সাদা হতে এইআমি প্রথম দেখ্‌লাম।

যদু। কি পরা দেখ্‌লে ?

আশ। শুভ্র একখানা পাড়বিহীন কাপড়, প্রকোষ্ঠ শূন্য, গায়ে কোথাও একখানা অলঙ্কার নেই—তবু এত রূপ। ওগো তুমি গেলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

যদু। কাকে আন্‌তে যাব আশমান, সম্রাট যদুনারায়ণের বিধবা মহিষীকে? বিধবা—বিধবা—আমি চোখবুজে তার চেহারা দেখতে পাচ্ছি। স্বামী থাকৃতে বিধবা, বাঃ—

আশ। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ। আমার মন বল্‌ছে তুমি তাকে ডাকলে তিনি নিশ্চয়ই আস্‌বেন। আমি তিনি এলে তার পূজা কর্ব্ব।

যদু। পার্ব্বে আশমান্?

আশ। পার্ব্ব! তোমার মুখে আবার হাসি ফুটাতে আমি কিনা পারি, প্রিয়তম?

যদু। এ এক মুহূর্ত্তের আবেগের কথা নয় আশমান! জীবনান্ত পর্য্যন্ত পার্ব্বে কি সেই বিদ্যুৎশিখার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি সহ্য কর্ত্তে। জান কত খানি ত্যাগ?

আশ। জানি।

যদু। উত্তম, আমি চেষ্টা করে আস্‌ছি। আমারও মন ডেকে বল্‌ছে —আমি ডাক্‌লে সে চুপ করে থাক্‌বে না। সে আমায় এত ভালবাসে যে সে জাতি ধর্ম্ম আচার ব্যবহার সব ছাপিয়ে ওঠে। সে আস্‌বে, নিশ্চয় আস্‌বে। আর যদি সে আসে কিছু ভাবি না, হিন্দু সমাজকে পর্য্যন্ত আমি ক্ষমা কর্ত্তে পারি। সে একবার মুখ তুলে চেয়েছিল?

আশ। হ্যাঁ—

যদু। জানি জানি যুগান্তের প্রতীক্ষার আভাষ তার এই নিমেষের চাহনি। আশমান তুমি তার জন্য প্রাসাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কক্ষটী সজ্জিত করে রাখ, আমি তাকে নিশ্চয় নিয়ে আস্‌ব। এইবার তোমার পরীক্ষা আশমান্।

আশ। তোমার আশীর্ব্বাদে পরীক্ষায় আমি জয়ী হব স্বামী।

যদু। আচ্ছা আসি আশমান।

(দ্রুত প্রস্থান, আশমানও পিছনে গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

গৌড়প্রাসাদের সম্মুখে নদী তীরস্থ একটি কক্ষ।

[নবকিশোরী শয্যায় শায়িতা। পাশে ত্রিপুরাসুন্দরী, কল্যাণী, ইত্যাদি।]

(কবিরাজ সন্তর্পণে হাত দেখিয়া হাত রাখিয়াদিলেন)

ত্রিপু। কি দেখ্‌লেন ?—

কবিরাজ। আর রক্ষা করা গেল না রাণী মা। এ শেষ নিদ্রার পূর্ব্ব সূচনা।

ত্রিপু। কবিরাজ—কবিরাজ—অমন কথা বলনা। আমার মা লক্ষ্মী চ'লে গেলে সাতগড়ার সৌভাগ্যও বুঝি তার সঙ্গে যাবে।—

কবিরাজ। এই ঔষধ থাক্‌ল, দেবেন দণ্ডে দণ্ডে। আজকার রাত যদি কাটে তাহলে কাল যা হয় বলা যাবে।

ত্রিপুরা। কবিরাজ তুমি আজ আর বাড়ী যেও না, পাশের ঘরে থেক। মা আমার যাতে বাঁচে তাই কর কবিরাজ।

কবি। ভিতর থেকে গভীর এক ব্যথা এঁর শরীর ক্ষয় করে নিচ্ছে কে তাকে রোধ কর্ব্বে? এঁর যে ওষুধে সারত সে ওষুধ আপনারা দিলেন না।

ত্রিপুরা। কি ওষুধ।

কবি। স্বামীর সঙ্গে মিলন। আপনি ধারণা কর্ত্তে পার্ব্বেন না মহারাণী কি গভীর ভালবাসা থাক্‌লে স্বামীকে হারাণোর সম্ভাবনায় এমন করে দণ্ড কয়েকের মধ্যে সুপুষ্ট শরীর শুকনো লতার মত হতে পারে। আমারও এ আগে ধারণা ছিল না। মা লক্ষ্মী, তুমি কত পুণ্যবলে এই ধরাধামে এসেছিলে, পৃথিবীর পাপ, অবিচার, তোমায় সুস্থির হয়ে থাক্‌তে দিলে না।

(কিশোরী উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কল্যাণী তাড়াতাড়ি ধরিতে গেলেন)

কবি। না, না, ধর না, উঠতে দেও।

(কিশোরীর চক্ষু বিস্ফারিত। কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন—সে বিস্তৃত বাহু কাঁপিতে লাগিল।)

কিশোরী। তুমি আস্‌বে না? কাছে আস্‌বে না?

ত্রিপুরা। কে আসবেন বৌমা?

কবি। চুপ করুন।

কিশোরী। কেন আস্‌বে না? আমি ত যেতে রাজী হয়েছি। আমি যে বড় দুর্ব্বল, হাত ধরে না নিলে যে যেতে পারি না তাকি বোঝ না নিষ্ঠুর?

ত্রিপুরা। বৌমা?

কিশোরী। (চমকিয়া) কি মা! (মাথায় কাপড় তুলিয়া দিলেন) সব মিথ্যা! (আবার বিকারের ভাব আসিল)

কল্যাণী। বৌদিদি একটু শোও।

কিশোরী। তুই চুপ কর কল্যাণী আমি তাঁর পায়ের শব্দ শুন্‌ছি। বহু দূর থেকে প্রান্তরের পার থেকে তাঁর পায়ের ধ্বনি আস্‌ছে।

কল্যাণী। বৌদিদি—

কিশোরী। নিশ্চয় আস্‌ছে—না এসে পারে না। তিনি ভিন্ন কে আমায় হাত ধরে নেবে? আমি যে দুর্ব্বল একা সহায়হীনা—

কল্যাণী। বৌদি, বৌদি—

কিশোরী। চুপ, ঐ যে আরও কাছে, ঐ যে তোমার অঙ্গসৌরভ এসে আমার গায়ে লাগছে। এস এস আমার চির আরাধিত, চির প্রার্থিত, প্রাণের প্রিয়, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে একান্ত অসহায়ের দিনে, এস তুমি আমার জীবন কাণ্ডারী।

যদু। "আমি এসেছি কিশু" (দ্বারের কাছে যদুমল্লর মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল)

(তড়িৎবেগে কিশোরী উঠিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া দ্বারেরদিকে অগ্রসর হইতে গেলেন। তেমনি ক্ষিপ্রবেগে ত্রিপুরাসুন্দরী উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।)

ত্রিপুরা। সাবধান ম্লেচ্ছ যবন, হিন্দু বিধাতার পবিত্র ঘরে ঢুক না।

(যদুমল্ল থমকিয়া দাঁড়াইলেন)

যদু। মা!

ত্রিপু। মা নই - মা নই—যবনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—আমার পুত্র মরে গেছে।

যদু। কিশু, আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

কিশোরী। আমায় ছেড়ে দেও, ওগো আমায় ছেড়ে দেও! উঃ তোমরা কি নিষ্ঠুর! (হাপাইতে লাগিলেন—)

ত্রিপুরা। (স্বগত) ভগবান বল দেও, এই মুহূর্ত্তে তুমি আমায় বল দেও। (শান্তস্বরে) না বৌমা তা হয় না, তুমি বিধর্ম্মী যবনকে স্পর্শ কর্ত্তে পার না। আর—তুমি ম্লেচ্ছ যবন তোমার এমনভাবে চোরের মত ব্রাহ্মণের পরিবারে ঢুকতে লজ্জা কল্ল না?

যদু। মহারাণী—আমি কৈফিয়ৎ দিতে আসিনি, সব ত্যাগ কর্ত্তে এসেছি। আমি আমার রাজ্য সিংহাসন সৈন্য সাম্রাজ্য সব ত্যাগ করে এই মুহূর্ত্তে চলে যাচ্ছি, শুধু—শুধু আমার কিশোরীকে ফিরিয়ে দেও।

ত্রিপুরা। এ কথা যখন ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলে, তখন মনে ছিল না। আজ ফুল যখন শুকিয়ে উঠেছে তখন কলঙ্কিত হাতে এসেছ সেই ফুল আবার স্পর্শ কর্ত্তে।

যদু। আমার ফুল আবার দল মেলবে, আবার চোখ মেলে চাইবে

মহারাণী শুধু তোমরা একবার ওঁকে ছেড়ে দেও, আমি বুকে করে নিয়ে চলে যাই।

ত্রিপুরা। তার যোগ্যই আছ বটে। আমি এ সোণারলতা শুকিয়ে যাবে তাও সহ্য কর্ব্ব কিন্তু ম্লেচ্ছকে ছুঁতে দেব না।

যদু। কিশু চোখ মেল—আমার যাওয়ার সময় হ'ল।

কিশোরী। (তন্দ্রা হইতে জাগিয়া) অ্যাঃ না তুমি যেও না। তুমি এস আমার কাছে এস; কোনও বাধা মেন না, কোনও বাধা মেন না।

ত্রিপুরা। সাবধান মুসলমান! তোমরা যারা আছ ঐ বিধর্ম্মীকে দূর করে দেও।

যদু। আমায় ক্ষমা কর কিশু—

কিশোরী। আমি যাব, নিশ্চয় যাব! তোমরা আমাকে কেন ধরে রাখবে। ওঃ স্বামী—আমার স্বামী—

(বলিতে বলিতে ত্রিপুরাসুন্দরীর হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিবার মধ্যে বিছানার পরে লুটাইয়া পড়িলেন)

[ত্রিপুরাসুন্দরী "বৌমা বৌমা" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। দূরে দণ্ডায়মান যদুমল্লের পক্ষে একবার নবকিশোরীর একান্ত সন্নিকটে যাওয়ার আবেগ অদম্য হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে ধর্ম্মের অলঙ্ঘ্য বাধা তার গতিকে নির্ম্মমভাবে ব্যাহত করিয়া দিল। আর্ত্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল—কিশোরী! কিশোরী! আমায় ফেলে কোথায় যাও কিশু? "ভগবান আমার শাস্তির বোঝা আমাকে বইতে দাও কিন্তু—কিন্তু আমার কিশোরীকে আমাকে ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও।" তাহার ব্যাকুল বিস্তৃত বাহুর পাশ দিয়া বিধাতার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের মত যবনিকা নামিয়া আসিল।]

যবনিকা পতন।